বইঘর নিবেদন

গোলাম মাওলা নঈম সম্পাদিত

ওয়েস্টার্ন

ফাঁসির দড়ি

সেবা প্রকাশনী

বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন বড় গল্প সঙ্কলন

ফাঁসির দড়ি

সম্পাদনাঃ গোলাম মাওলা নঈম

দুর্ধর্ষ ভাড়াটে খুনীর বিরুদ্ধে শক্তপাল্লা এক র‍্যাঞ্চারের আত্মরক্ষার কাহিনিটা পড়বেন?

দুই ভবঘুরের বসতি গড়ার স্বপ্ন ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়ার পাঁয়তারা করেছে আউটলরা। তাদের কীভাবে রুখে দাঁড়ায় দুই বন্ধু, জানবেন না? খ্যাতির বিড়ম্বনা এড়াতে এক বন্দুকবাজের প্রাণান্ত চেষ্টার শেষ পরিণতি কী? বুল কার্টারের পিস্তলে নবম আঁচড়টা কাকে খুন করার পর পড়ল? ফাঁসির আসামীকে নিয়ে স্টেজ যাত্রায় যাওয়ার সময় ডেপুটি শেরিফ বাক হ্যাযেল কি ঘুণাক্ষরেও ভেবেছিল আসলে নিজের মৃত্যুযাত্রায় যাচ্ছে? বন্ধু হত্যার প্রতিশোধ নেবে, নাকি দায়িত্বের প্রতি নিষ্ঠা বজায় রাখতে ভয়ঙ্কর এক সিংহকে আগে শিকার করবে বুড়ো সিংহ-শিকারী? মরা এক শহরের পুনর্জন্মটা কেমন করে হলো? কখনও কি শুনেছেন পশ্চিমে অন্ধ পিস্তলবাজও আছে?

ভিন্ন স্বাদের, ভিন্ন মাত্রার নয় রকম নয়টি গল্প। নিশ্চয়তা দিচ্ছি, একঘেয়ে লাগবে না। তারপরও পড়বেন না? তা হলে নিজেকে বঞ্চিত করলেন!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী শুভম

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ওয়েস্টার্ন

ফাঁসির দড়ি

সম্পাদনা

গোলাম মাওলা নঈম

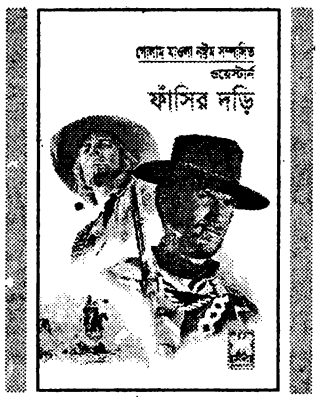

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-8299-0

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০৮

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও বক্স ৮৫০
e-mail: sebaprok@citechco.net
Website: www.Boi-Mela.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

FANSHIR DODI
Western Stories
Edited by: Golam Mawla Naeem

পঞ্চাশ টাকা

শুভম ক্রিয়েশন

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

Exclusive

স্ক্যানিং এডিটিং

শুভম

Visit Us at boighar.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

ফাঁসির দড়ি

ওয়েস্টার্ন

ফাঁসির দড়ি

গোলাম মাওলা নঈম

SCAN & EDITED BY:

SUVOM

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar - বইঘর

and

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

সূচি

অমি রহমান
নবম আঁচড় ৫

ইসমাইল আরমান
নীড় ২০
মৃত্যু সুনিশ্চিত ৫৩

তারক রায়
খোঁজ ৭৭

আব্দুল্লাহ মুহিউদ্দিন তানিম
পথের আতঙ্ক ১০৪
পুনর্জন্ম ১২৩

আলীম আজিজ
বিকেলের ঘোড়সওয়ার ১৫৫

শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া
সিংহ শিকারী ১৭১

তৌহিদ খান
ফাঁসির দড়ি ১৯৮

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া, কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

SUVOM

নবম আঁচড়

সেলুনের নাম "মার্টিন'স বো"। হিচরেইলে সবচেয়ে বামের খালি জায়গাটায় মাসটাংটা বাঁধার আগে বুড়ো আঙুলের টোকায় হ্যাটের কিনারা ভুরু বরাবর তুলল আগন্তুক। সন্ধে হয়েছে খানিক আগে, তাই ব্যবসা জমজমাট। মাতাল কাউহ্যাণ্ডদের হল্লা, মেয়েদের কৃত্রিম হাসি আর পিয়ানোতে আইরিশ ঝংকার অভ্যস্ত কানে সামাল দিল সে।

ছ'ফুটের ওপর লম্বা পিপের মত শরীরটার ভার সইতে না পেরেই বোধহয় সিঁড়ির ধাপটা ক্যাঁচ করে আওয়াজ তুলল। বাঁদিকে ঝোলানো হোলস্টারের ফিতে নোংরা ডেনিমের উরুতে গিঁট্ দেয়া। রাইডারের পরিচয় পত্র ওটা।

বামহাতে ট্রিগার ফ্ল্যাপটা আলগা করে, আলতো ধাক্কায় ব্যাট উইং ঠেলে ভেতরে পা রাখল রাইডার। চোখ কুঁচকে আলোটা সইয়ে নিল। একটা মেয়েলী চিৎকারে থেমে গেল সময়। লোকটাকে দেখে তার দৈত্য বলে ভুল হয়েছিল। ব্যাপারটা ভালই হলো আগন্তুকের জন্যে। সবার মাথা এখন তার দিকে ঘোরানো।

'আমি রেড ক্যানিকে খুঁজছি,' লোকটার গলার স্বর শরীরের সাথে মানানসই।

অস্ফুট গুঞ্জনের মধ্যে কাউন্টারের কোনার টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল লালচুলো সুবেশী এক যুবক। পশ্চিমে এক পাগল ছাড়া আর সবাই একটু আগের কথাটার মানে বোঝে।

'নয়া বকনা,' আওয়াজ দিল এক খদ্দের। তার অহংকারের

কারণ আছে বৈকি। গোটা লরেল কাউন্টির সবচেয়ে ফাস্টগান রেড ক্যানিকে চ্যালেঞ্জ করে বেশ কয়েকটা হাঁদারাম বুট হিলে ঘুমাচ্ছে।

রেডের আশপাশের সবাই সরে দাঁড়াল লাইন অভ ফায়ার থেকে। বাতাসে উত্তেজনা, সংক্রমণ করেছে সবার ভেতর। চোখে চাপা উল্লাস নিয়েও আফসোস করছে কয়েকজন। কারণ, প্রতিপক্ষের দিকে বাজী ধরার মত কেউ নেই এখানে।

আয়েসী কিন্তু সতর্ক লোকটার দিকে একটা বিদ্রূপের হাসি ছুঁড়ল রেড 'তুমি নিশ্চয়ই বিনে পয়সায় একটা ড্রিংকের জন্যে খুঁজছ আমাকে? ডেভ...' বারটেণ্ডারের দিকে ফিরল সে পরের কথাটা কানে যেতেই আড়ষ্ট হলো ওর শরীর।

। বাছা, চারদিকে তোমার এত নাম-ডাক শুনে একটু দেখতে এলাম আমার চেয়ে কত বেশি সময় লাগে তোমার ওই যন্ত্রটি ওঠাতে।'

গনগনে চাউনি নিয়ে ঘুরল রেড। আগন্তুকের ভাবলেশহীন চেহারা আর গা জ্বালানো কথাবার্তায় তার মনে হচ্ছে ব্যাটা নিশ্চয়ই ছিটগ্রস্ত দ্রুত কাজ করছে রেডের মাথা লোকটার পিস্তলের বাঁট সামনের দিকে ঘোরানো, তারমানে ডানহাতি। কনুই ভাঁজ করে ডুয়েল স্ট্যান্স নিল রেড।

'শুরু করো বাছা, ড্র...

রেডের শত্রুও বলবে ওটাই ছিল ওর সেরা ড্র কিন্তু তার পিস্তলের নল কোমর পেরুনোর আগেই হৃদয়ে মরণ চুমু দিল .৪৫ ক্যালিবারের একটা বুলেট। পিনপতন নীরবতা নেমে এল গোটা সেলুনে। হতভম্ব দর্শকদের সামনে দিয়ে বুটের আওয়াজ তুলে সোজা রেডের দিকে এগোল লোকটা। একটু নিচু হয়ে তুলে নিল তার পিস্তল। এরপর মাজল পয়েন্ট দিয়ে নিজের কোল্টের বাঁটে একটা আঁচড় কাটল। এবার বারটেণ্ডারের দিকে ফিরল সে। পকেট থেকে একটা রূপার ডলার ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'এটা আমার

তরফ থেকে ওর এপিটাফের খরচ। লেখাটা হবে এরকম–রেড ক্যানি, একদা লরেল কাউন্টির ফাস্টগান ছিল। তাঁর শেষ আঁচড়টা বুল কার্টার তার বাঁটে এঁকে নিয়ে গেছে।'

চার্চ হিল। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে গির্জা। আর শহরের নামও এ কারণে। পাহাড়ের ওপাশে একটা কয়লা খনি আর দু'চার মাইল উত্তর-দক্ষিণে গোটা চারেক র‍্যাঞ্চ। পরিচ্ছন্ন শহরটা একদম পুবের ধাঁচে গড়া। বলতে গেলে ভদ্দর লোকদেরই বাস। একটা আদর্শ শহরের প্রয়োজনীয় সব কিছুই আছে এখানে, শুধু হাঙ্গামা ছাড়া। এখানকার বড় বৈশিষ্ট্য কেউই পিস্তল ঝোলায় না কোমরে, দরকার পড়ে না তাই। সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে শহরবাসীদের সম্প্রীতি। রোববারে চার্চে যায় সবাই। স্টেজ কোচে খবরের কাগজও আসে রডনির সেলুনে। ওটাই শহরবাসীদের একমাত্র ফুর্তির স্থান। শুধুমাত্র সুন্দর পরিবেশের জন্যে ছুটির দিনে মজা করতে আসা কাউহ্যাণ্ড আর মাইনাররা পর্যন্ত হাতাহাতি করতে লজ্জা পায়।

স্টোর গোছাতে গোছাতে লরা ভাবছিল তার সুখের কথা। বাইরে বাকবোর্ড গোছাচ্ছে স্টিভ, তার স্বামী। নিজেকে বেশ ভাগ্যবতী মনে করে লরা। যে অসাধ্য সাধন করেছে সে তা ক'জনে পারে? একটা বুনো স্ট্যালিয়নকে বশ করাও তার চেয়ে সোজা। শহরের মেয়েরা তার স্বামী ভাগ্যে ঈর্ষান্বিত। কারণ, গোটা চার্চহিলে স্টিভ কনার একজন সত্যিকার ভদ্রলোক, যার ব্যবহারে মোহিত সবাই।

সার্কেল-এফ-এ যাচ্ছে স্টিভ এ সপ্তাহর সাপ্লাই পৌঁছাতে। জানালা দিয়ে হাত নাড়ল লরা। টান পড়ল লাগামে। দক্ষিণমুখো বাকবোর্ডটার চাকা ধুলো ওড়াতেই নিজের কাজে ফিরে গেল লরা।

সীমানার বাঁকটা ঘুরতেই দেখা গেল পিচ্চিটাকে।

সেলুনকীপার রডনির ছেলে টনি। বাবার চেয়ে বেশি মানে সে ওই লোকটাকে। এত্তো আদর কেউ করে না তাকে।

'কীরে, অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছি, না?'

হাসিটা ফিরিয়ে দিল টনি। স্টিভ চাচার জন্যে প্রয়োজনে সে সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকবে। মজার মজার গল্প আর পুব থেকে তার জন্যে বিশেষ অর্ডারে আনা ক্যাণ্ডির লোভ তো আছেই।

'আজ তোকে একটা মজার খেলা দেখাব, তবে শর্ত আছে। মুখ খোলা যাবে না, সে জন্যে ক্রীম ডেনিশ আনিয়েছি।'

নাম শুনেই মুখ লালায় ভরে গেল টনির, ডেনিশ মিস্ করার মত বোকা নয় সে।

র‍্যাঞ্চ ট্রেইল ধরে দু'মাইলের মত এগুলো বাকবোর্ড, তারপর বাঁক নিল বামে। একটু অবাক হলেও হজম করল টনি। জায়গাটা বেশ নির্জন। এদিকে কোন র‍্যাঞ্চের সীমানা পড়ে না। বন্ধ্যা জমি, শুধু স্মৃতি রেখে গেছে কোন মাইনার নিষ্ফল খোঁড়াখুঁড়ির। লাফিয়ে নামল স্টিভ। ক্যানভাস সরিয়ে চারটে খালি বোতল আর সাতটা টিনের ক্যান নামাল।

সীটে বসে হাবার মতন দেখছে টনি তার হিরোর কাজ-কারবার।

'হাত লাগা, ছোঁড়া।'

লাফিয়ে নামল টনি। প্রথমে চারটা ক্যান, তার ওপর চারটা বোতল সাজাল স্টিভ, এবার বাকি তিনটে ক্যান রাখল এমন করে যাতে বোতলগুলো ছাড়া সাতটা ক্যান একই লাইনে থাকে। এবার ঘুরল স্টিভ। 'চলে আয়।'

ষাট কদমের মত হেঁটে একবার ক্যান দিয়ে সাজানো দুর্গটা দেখল স্টিভ। এবার কোমরের নীচে গোঁজা সিক্সশূটার বের করল সে। বোকা বনে গেছে টনি। 'বন্দুক!' ভয়ার্ত গলায় অস্ফুটে বলল সে।

'আরে, এটাই তো ম্যাজিক, নতুন শিখেছি।' আশ্বাস দিল

স্টিভ। এখনও পিছু ফিরে আছে। 'বল তো–ড্র।'

রিনরিনে আওয়াজটা কানে যেতেই চরকির মত ঘুরল স্টিভ। কানফাটা গর্জনে চোখের পলকে বোতলগুলো উধাও হতে দেখল টনি। আর ক্যানগুলো যেন আগে থেকেই পাশাপাশি রাখা ছিল। হাততালি দিল টনি। দারুণ মজা তো! ওর কী দোষ, এর আগে গুলিই ছুঁড়তে দেখেনি কাউকে। ও জানলে গাল ফুলাত এজন্যে যে তার যাদুকর চাচ্চুটি প্রতিদিন কোন না কোন ছুঁতায় এই খেলাই খেলে। তা ছাড়া বাঁটে আটটা দাগওয়ালা ওই লোক তাদের শহরের সাধারণ স্টোরকীপার নয়, হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়া কিংবদন্তীর জেফ, মর্গান, যাকে বলা হত "দ্যা ফ্ল্যাশগানার," যা তার বাপও জানে না।

বছর পাঁচেক আগের কথা। জেফ মর্গান তখন জীবন্ত কিংবদন্তী। লোকের মুখে মুখে ফেরে তার নাম। পশ্চিমে এটা নতুন কিছু নয়। এ বুনো জায়গায় বেঁচে থাকতে চাইলে লাগে চালু হাত। গান স্লিংগারদের প্রতিটি অ্যাকশন, ধাঁচ, টাইমিং গল্পের মতন ছড়িয়ে পড়ে শহর থেকে শহরে, সেলুনে, ক্যাম্পফায়ারে। কেউ নতুন নাম কিনতে চাইলে চ্যালেঞ্জ করে বসে বিখ্যাত কাউকে। বড় বিপজ্জনক এ খেলার সমীকরণ একটাই–হয় মারো নয় মরো।

হাঁপিয়ে গিয়েছিল পঁচিশ বছরের জেফ। তাই নিরিবিলিতে কিছুদিন কাটাবে বলে স্যাণ্ডক্রীকে থামাল তার ঘোড়া। হোটেল থেকে বেরিয়ে ক'টা দরকারী জিনিস কিনবে বলে ঢুকল 'হাডসন স্টোর'-এ। ঢুকতে গিয়েই ঝামেলার গন্ধ পেল। অপূর্ব সুন্দরী এক তরুণী অসহায়ের মত তাকাচ্ছে তাকে ঘিরে ধরা চার বখাটের দিকে। সবার কোমরেই পিস্তল। 'নয়া রংবাজ,' বিড়বিড় করল জেফ। এবার নজরে এল দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ানো ফ্যাকাসে চেহারার এক কিশোর। স্বেচ্ছায় নয়, তাকে ঠেসে রেখেছে একটা হাত।

যেন কিছুই ঘটেনি এমনভাবে ভেতরে ঢুকল জেফ। 'আফটারনুন, ম্যা'ম।' হ্যাট খুলে সম্মান দেখাল সে।

'দোকান বন্ধ!' হেঁড়ে গলায় চেঁচাল পালের গোদা। সদ্য দাড়ি গজানো মুখ, তাচ্ছিল্যের সাথে হাত নাড়ল।

চড়টা বেশ জোরাল আওয়াজ তুলল। একই সাথে বদমাশটার থুতনি ছুঁলো জেফের পিস্তলের নল।

'না থেমে তিন পর্যন্ত গুনব। এর ভেতর দোকান খালি না করলে চারটা লাশ সরাতে লোক খুঁজতে হবে আমার।'

আয়ুরেখা লম্বা ছিল ছেলেগুলোর। গানফাইটার চিনতে ভুল হয়নি ওদের। দৌড়ে বের হলো সবক'টা। ওদের যে শহরে আর দেখা যাবে না, জেফ নিশ্চিত।

'ধন্যবাদ। অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, মিস্টার...

'মর্গান, বন্ধুরা জেফ ডাকে।'

'আমি লরা হাডসন আর ও আমার ভাই কেভিন।'

'হাউডি, বয়।'

এরপরের ঘটনার জন্য জেফ প্রস্তুত ছিল না মোটেই। আছড়ে পড়ল কিশোরটি তার বুকে। এ ভাষা মুখের নয়, আবেগের; অন্তর দিয়ে টের পেতে হয়। জীবনে প্রথম প্রেমে পড়ল জেফ কোন পরিবারের। পুবের শিক্ষিতা লরা শেখাল জেফকে অস্ত্র ছাড়াও মানুষ কীভাবে বাঁচতে পারে, শিল্প কী। সূর্যাস্তও যে দেখার মতন জিনিস তাও প্রথম হৃদয় দিয়ে বুঝল সে।

ওদিকে কেভিনকে প্রতিদিন পিস্তলের খুঁটিনাটি শেখায় জেফ, অবশ্যই লরার অজান্তে। এখন মোটামুটি গুলিও ছুঁড়তে জানে কেভিন।

সেই বসন্তেই বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিল জেফ। এবং কোন রকম লজ্জা ছাড়াই লরার কাছ থেকে শিখতে লাগল ভদ্রতা, ব্যবহার ইত্যাদি। এক রোববার স্যাণ্ডক্রীকে ছোটখাট একটা উৎসব করে কাজটা সেরেও ফেলল তারা।

বিয়ের দু'দিন পরের ঘটনা। শালার সাথে বাজি ধরে ৫০ ফুট দূরের একটা ডলার ফুটো করেছিল জেফ। মন খারাপ করেনি কেভিন, ওরা হানিমুনে সাফালাতে এক সপ্তাহর জন্য যাবার পরপরই সে ওটা নিজের কাজ বলে চালিয়ে দিল। বারে সবাই মুগ্ধ চোখে যখন কয়েনটা দেখছে তখন বিশাল বপু এক স্ট্রেঞ্জার ইশারা করল তাকে। পয়সাটা হাতে নিয়ে আত্মভোলা তরুণকে বলল লোকটা, 'দেখি ড্র করো তো, চাপাবাজ।'

জমে গেল কেভিন। এটা আশা করেনি সে।

'যে বন্দুক ধরতে পারে না, সে করবে এই শূটিং? মিথ্যুক!'

এবার আর সামলাতে পারল না কেভিন কোমরে হাত দিতেই বুকে গুলি খেয়ে কাউন্টারের ওপর পড়ল আর নড়ল না সে

'মিথ্যুকদের ঘৃণা করে বুল কার্টার!' বলে কয়েনটা পকেটে ভরে বেরিয়ে গেল সে।

ফিরে এসে সব শুনল জেফ। প্রচণ্ড রাগে দিশেহারা হয়ে গেল সে। কোমরে গানবেল্ট বাঁধতে বাঁধতে বলল, 'লরা, এটাই আমার বাঁটের শেষ আঁচড় হবে। বুল কার্টারের এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই।'

কিন্তু লরার প্রতিক্রিয়া হলো অন্যরকম। 'জেফ, জীবনে বাবা, কেভিন আর তুমি ছাড়া আর কোন পুরুষকে ভালবাসিনি আমি। তুমিই আমার শেষ অবলম্বন। তোমাকে হারালে আমার পৃথিবীতে কী থাকবে?'

'আমি ফিরে আসব, লরা...

'না জেফ, আমরা এখান থেকে দূরে কোথাও চলে যাব। রক্ত রক্তকে ডাকে। বাবা কোমরে বন্দুক ঝুলিয়ে আমাদের অনাথ করেছে, কেভিনও তাই। আমার ভালবাসার দোহাই, খুলে ফেল গানবেল্ট। কেভিন আর ফিরবে না, আমি ওই দুঃখকে পাথরচাপা দেব, তবুও তুমি যেয়ো না!' কান্নায় ভেঙে পড়ল লরা।

অসহায় বোধ করছে জেফ। 'লরা, তুমি বুঝতে পারছ না...'

'না, আমি আর কিছু শুনতে চাই না। আমার ভালবাসার দোহাই, তুমি বন্দুক ঝোলালে আমি আত্মহত্যা করব! তুমি জান আমি মিথ্যে বলি না।'

লরার ভালবাসার কাছে এভাবেই পরাস্ত হয়েছিল জেফ মর্গান ওরফে স্টিভ কনার। কিন্তু কেভিনের মৃত্যুর আসল কারণ যে জেফ নিজে এই পাপবোধ এখনও কুরে কুরে খায় তাকে। তাই এখনও সযত্নে রেখে দিয়েছে আট আঁচড়ওয়ালা সিক্সগান, প্রতিদিন প্র্যাকটিস করে আরও ফাস্ট হয়েছে সে। 'দেখা হবে, বুল কার্টার!' প্রতিদিন ঘুমুতে যাবার আগে প্রার্থনা করে সে।

•

খালি রাস্তায় দু'জন দু'জনের দিকে এগিয়ে চলেছে। আরনির কোমরে দুটো হোলস্টার। দূরত্বটা কমছে ধীরে ধীরে। দশ গজ দূরে থাকতেই থামল সে। কার্টার থামছে না। ভুরু কোঁচকাল আরনি। 'এখনই সময়,' ভেতর থেকে কেউ বলল আরনিকে। দু'হাত ছোবল দিল আরনির, কিন্তু দুটো গুলিই মাটিতে লাগাল সে কপালে একটা লাল টিপ নিয়ে।

'ব্যাটার আঙুল থেকেই গুলি বেরোয় নাকি?' মন্তব্য করল দর্শকদের একজন।

আরনির কোন্ পিস্তলটা নেবে ভাবতে সময় নিল কার্টার। তারপর বাম হাতেরটাই খুলে নিয়ে আট নম্বর আঁচড়টা কাটল তার বাঁটে।

রডনির সেলুনে আজ বেশ জমিয়ে গল্পটা বলল ফোরম্যান মার্শ। সার্কেল-এফ-এর কর্মচারী সে। নামটা কানে যেতেই সোজা হয়ে বসল স্টিভ।

'শুনেছি এ পথেই যাবে সে। একটা সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করলে কেমন হয়?'

'ওফ, আমাদের এখানে একটা গান ফাইটার থাকলে, গর্ব

করে বলার মত একটা কিছু দেখতে তোমরা!' আক্ষেপ করল এক কাউবয়।

'আরেকটা ডবল হুইস্কি।'

অবাক হলো রডনি। এ যাবৎ স্টিভকে দু'পেগের বেশি গিলতে কখনোই দেখেনি সে। তাকে অবাক করে পুরো ড্রিঙ্কটা এক ঢোকে খালি করে গেলাসটা ঠক করে রাখল স্টিভ।

'আংকেলের সাথে কেউ পারবে না।' হঠাৎ কথা বলে উঠল টনি। গেলাস ধোয়ামোছার কাজে বাপকে তারই সাহায্য করতে হয়।

'বেরো এখান থেকে, ইঁচড়ে পাকা বাঁদর!' খেঁকিয়ে উঠল রডনি।

'দাঁড়াও।' নেশা হয়েছে স্টিভের।

'বাজী ধরবে কেউ শূটিং-এর?'

হাসির রোল উঠল চারদিকে।

'অনেক হয়েছে, স্টিভ, বাড়ি যাও এবার।' ভড়কে গেছে রডনি। স্টিভ কনার মাতাল? অবিশ্বাস্য এবং বিব্রতকর।

'চুপ!' ধমকে উঠল স্টিভ।

'১০০ ফুট, ১০০ ফুট দূরের কয়েনে লাগাব বুলেট। রাজী আছ কেউ?'

'কেন? তুমি কি ক্লে এলিসন না আর্প?' স্পষ্টত বিরক্ত রডনি।

'আমি মর্গান, জেফ মর্গান। প্রমাণ চাইলে ধরো বাজী।'

মজা পেল সবাই। ওই নামটা কবে ভূত হয়ে গেছে! আর মাতালটা, যে পাঁচ বছরে বন্দুকই ধরেনি, সে ধরছে বাজী!

এবার খেপে গেল রডনি। কাল থেকে আর চেহারা দেখাতে হবে না স্টোর কীপারকে।

'হয়ে যাক, জিতলে আজকের পুরো ড্রিংকের জন্যে কাউকে পয়সা দিতে হবে না, হারলে বিল তোমার।'

'রাজী, চলো বাইরে।'

উৎসাহী এক মাইনার দৌড়ে ভাঙা এক ওয়াগনের তক্তায় লাগাল একটা ডলার। সন্ধ্যা পুরো নামেনি।

'স্টিভ, ও দুঃখিত,...মিস্টার জেফ মর্গান, তোমার জন্যে দূরত্বটা ১০ ফুট করলে কেমন হয়?' আবার হাসির রোল উঠল মার্শের কথায়।

'তোমরা দাগ দাও, আমি প্রস্তুত হয়ে আসছি,' বলল জেফ।

'পালালেও কিন্তু ড্রিংকের বিল তোমার,' বলল রডনি।

'হয়তো পরে কথাটার জন্যে ক্ষমা চাইবে তুমি,' বলে স্টোরের দিকে পা বাড়াল জেফ।

পাঁচ বছর পর গানবেল্ট পরা জেফ মর্গান দাগ বরাবর দাঁড়াল। এরপর দাগের দিকে পিছন ফিরে ঘাড় ঘুরিয়ে একবার দেখল ছোট চকচকে কয়েনটার দিকে এখনও কেউ সন্দেহ মুক্ত নয় জেফের ব্যাপারে। মাতালের গুলিতে অক্কাই পায় কিনা এ ভয়েও অনেকে তটস্থ।

'আরে কয়েন তো ওই দিকে!' চিৎকার করল এক কাউবয়।

'তাই!' বলেই ঘুরে ড্র করল জেফ

'বুল্‌স আই!' মার্শের গলার স্বরটা অন্যরকম শোনাল।

একটা গুরুত্বপূর্ণ সভা বসেছে আজ রডনির সেলুনে শহরের গণ্যমান্য সবাই উপস্থিত বক্তা একজন জেফ মর্গান তার উধাও হওয়া থেকে এ পর্যন্ত ঘটে যাওয়া ঘটনা একটানা বলে গেল কোন বাধা ছাড়াই। সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনছে কীভাবে একজন ভয়ঙ্কর গানম্যান সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের স্বপ্ন নিয়ে এখানে বসত গড়েছে, সে গল্প। এবার মূল প্রসঙ্গে এল জেফ। 'চার্চহিল একটি শান্ত শহর। আমার আসল পরিচয় ফাঁস হয়ে যাবার পর তা বিঘ্নিত হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আমি স্বেচ্ছায় এখান থেকে চলে যেতে চাই। আমি আমার আগের জীবনে ফিরতে চাই না, আবার এও চাই না প্রতিদিন নতুন নতুন মুখ আমাকে চ্যালেঞ্জ

করুক। গত পাঁচ বছরে আপনারা যে ভালবাসা আমাকে দিয়েছেন তা আমি আজীবন মনে রাখব, তার বিনিময়ে আপনারা আমাকে বিদায় দিন।'

'থামো, স্টিভ!' চেঁচিয়ে উঠল রডনি।

'কে বলেছে তুমি জেফ মর্গান? আমরা এ নামে কাউকে চিনি না। তুমি কোথাও যাচ্ছ না। গতকাল এখানে কিছুই ঘটেনি। তুমি স্টিভ কনার হয়েই থাকবে, কারও দ্বিমত থাকলে হাত ওঠাও।'

না, কোন হাত ওঠেনি।

রোববার সকাল। সবাই চার্চে যাচ্ছে। টনিকে খুঁজে বের করল রডনি।

'এই যে নবাব পুত্তুর, ধর্ম-কর্ম তো করবি না। আমি না ফেরা পর্যন্ত বেরুবি না এখান থেকে। কাস্টমার এলে বসাবি, কিন্তু ভাণ্ডার খুলে দিস না।'

ডান হাতের মুঠো আড়াল করে নীচের দিকে চেয়ে চুপচাপ বাবার কথাগুলো শুনে গেল সে।

রডনি বেরুতেই রেইলে বাঁধা মাসটাংটা দেখতে গিয়ে একটুর জন্যে ধাক্কা খেলো না বিশালদেহী এক লোকের সাথে। একটু অস্বস্তি হলো রডনির। চার্চের পথে পা বাড়াল সে।

বারে ঢুকে পুঁচকে ছোঁড়াটাকে দেখে বিরক্ত হলো কার্টার। আজ পর্যন্ত কোন যোগ্য প্রতিপক্ষ পেল না সে। যখনই কোন নতুন নাম শুনে ছুটে যায়, দেখা যায় হয় লড়বে না নয়তো ভুয়া খবর। অবশ্য তার একটি নিজস্ব কৌশল আছে যা আজ পর্যন্ত তাকে ডুয়েলে গুলি খাবার সুযোগ দেয়নি, মজার ব্যাপার হলো জিনিসটা কেউই খেয়াল করে না। হঠাৎ পকেটের কয়েনটার কথা মনে পড়ল। ইশ্, লোকটা যে কে জানল না সে! আফসোস!

হঠাৎ করে তার চোখে পড়ল বাচ্চাটা আনমনে একটা কয়েন খাড়া করিয়ে একটা ফুটোয় হাত বুলাচ্ছে। ভিরমি খেলো কার্টার

ওটা ওর কাছে গেল কখন? না তো, তারটা তার কাছেই রয়েছে। তা হলে ওটা কার?

'এই ছোঁড়া, শোন্ তো।'

এতক্ষণ টনি দেখেইনি কার্টারকে। এবার সে ভয় পেল, আস্তে আস্তে এগুলো তার দিকে।

'দেখি তো কয়েনটা?' বলে ছোঁ মেরে নিয়ে নিল ওটা।

পাশাপাশি মেলাল দুটো। নিজের ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারছে না বুল কার্টার।

'কোথায় পেলি এটা?'

জবাব দিল না টনি।

এবার একটু নরম সুরে শুধাল কার্টার,' এত সুন্দর শূটিং কে করেছে বল তো, বাছা?'

হাসি ফুটল কচি মুখটায়। গর্ব ভরে বলল, 'স্টিভ আংকেল।' তারপর বাকিটাও চেপে রাখতে পারল না, 'জানেন, ওনার আসল নাম জেফ মর্গান।'

কথাটা মাথায় ঢোকাতে সময় নিল কার্টার। জেফ মর্গান? এখানে?

'কোথায় সে, বলতে পারো?'

'উনি তো চার্চে...'

এমন সময় বারে ঢুকল জনি নামের এক মাইনার। ভাল করেই চেনে সে কার্টারকে। গোটা শহরে এতবড় একজন গানম্যান এসেছে এবং সেই প্রথম তাকে দেখেছে—এই উত্তেজনায় দৌড় দিল সে বাইরে, সোজা চার্চের দিকে। উপাসনা সবে শেষ। রাস্তায় কেউ কেউ গল্প করছে। উন্মাদের মত জনি একই স্বরে চেঁচাতে লাগল যেন কোন রাজা ভুল করে এ শহরে এসেছেন, আর ঢেঁড়া পেটাতে দিয়েছেন তাকে।

'খোদার কসম, লোকটা বুল কার্টার! আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি সেলুনে বসে থাকতে!'

হাঁপাচ্ছে এবং সবাইকে একই কথা শোনাচ্ছে, কিন্তু আড়ষ্ট শহরবাসীদের প্রতিক্রিয়া তার নজরে পড়ল না। যে যার জায়গাতে জমে গেছে সবাই।

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে লরা। তার চোখে তীব্র আতঙ্ক, ঘুরে পড়ে যাবার আগেই তাকে ধরল জেফ, শক্ত করে কোমর পেঁচিয়ে আর সবার মত বাড়ির পথ ধরল।

কোথাও ঘাপলা হয়েছে। কেউ আসছে না কেন? আজ পর্যন্ত কোন টাউনে তাকে তেল মারতে কেউ আসেনি এমনটি ঘটেনি। হঠাৎ উত্তেজিত হলো কার্টার।

'চল্ ছোঁড়া, দেখা কোথায় তোর মর্গান বাপ, চল্।'

রাস্তায় লোকজন ঝামেলার গন্ধ পেয়ে আগেই সটকে পড়েছে। জানালার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে কয়েকটা চোখ দেখল দৈত্যাকৃতির এক লোকের হাতের মুঠো থেকে ছাড়া পাবার জন্যে লাফাচ্ছে টনি। ওর অপরাধ ও জেফকে চেনে।

'জেফ মর্গান, আমি বুল কার্টার!' বাজখাঁই গলায় চেঁচাল সে। 'গত পাঁচ বছর ধরে খুঁজছি তোমাকে আমি একটা ঘটনার প্রমাণ পেতে। তুমি নাকি আগে বেশ ফাস্ট ছিলে! আজ দেখাব কে ফাস্ট গান।'

কোন জবাব এল না।

এবার আরও জোরে চেঁচাল বুল, 'বেরিয়ে আয় হারামী, নয়তো এ ছোঁড়ার মগজ মাটিতে পড়বে!'

টনির কান্না কানে যেতেই লাফিয়ে উঠল জেফ। সেই আদিমতা তার মাঝে ফিরে এসেছে। 'লড়াই হবে, বুল। আমি এতদিন অপেক্ষা করলাম যে জন্যে, তার মর্যাদা দেব না?' বিড় বিড় করছে সে। লরাও সামলে নিয়েছে নিজেকে। অবাক হলো জেফ লরার হাতে নিজের গানবেল্ট দেখে।

'যাও। যদি সত্যিই এটা তোমার শেষ ফাইট হয়, আমি বাধা দেব না। ভাল-মন্দ বুঝি না, তবে নিজের খেয়াল রেখো...' বুজে

এল লরার কণ্ঠ। ওর মাথায় চিবুক ছোঁয়াল জেফ।

বাইরে পা রাখল জেফ। ওকে দেখে টনিকে ছেড়ে দিল কার্টার। তার ঠোঁটে প্রায় এক চিলতে হাসি ফুটল। 'সত্যিই যদি ও জেফ মর্গান হয়,' ভাবল কার্টার, ব্যাটার পিস্তলটাই রেখে দেব।

রাস্তার দু'দিকে দু'জন দাঁড়াল। এবার হাঁটা ধরল সোজা, দূরত্ব কমতে লাগল। কার্টারের পিস্তল ঝোলানোর কায়দাটা খেয়াল করল জেফ। ক্রস ড্র-র মত করে বাঁধা। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সতর্ক করল ওকে যে এখানেই কেরামতি। অভিজ্ঞ তীক্ষ্ণ চোখে বুঝে নিল লোকটা আসলে বাঁ-হাতি।

দু'জনের মধ্যে ফারাক এখন বিশ গজের মতন। মৃত কেভিনের মুখটা ভেসে এল জেফের স্মৃতিতে।

'তোমাকেই পয়লা সুযোগ দিলাম কার্টার, ড্র করো।' ওর কথা বুমেরাং হওয়ায় চমকাল কার্টার। সেকেণ্ডের ভগ্নাংশে ওর ডান হাত নড়তে দেখল জেফ, বাম হাত বাতাসে ছাড় দিতেই ড্র করল জেফ। প্রচণ্ড রিফ্লেক্স কার্টারেরও। গুলি একটা হলো না দুটো হলো ধরতে পারল না কেউ, তবে ছিটকে পড়তে দেখা গেল দু'জনকেই।

রডনির সেলুনের উল্টোদিকে পরদিন দুটো নতুন কবর দেখা গেল। একটায় লেখা—"এখানে শুয়ে আছে বুল কার্টার, ফাস্ট গান কিন্তু প্রতারক।"

অন্যটায় লেখা—"এখানে ঘুমচ্ছে কিংবদন্তীর সেরা গানম্যান, ফ্ল্যাশ মর্গান।"

স্টেজ কোচ ছাড়ার সময় হয়ে এসেছে। গোটা চার্চহিল বিদায় জানাচ্ছে স্টিভ ও লরা কনারকে। ঘন ঘন চোখ মুছছে টনি।

'আরে, কাঁদিস কেন? তোর ডেনিশ প্রতি সপ্তায় পৌঁছে যাবে, দু'একবার এসে বেড়িয়েও যাব, তোকেও নিয়ে যাব আমাদের ওখানে।'

এগিয়ে এল রডনি। ভেজা গলায় বলল, 'ধন্যবাদ জেফ, তোমার ঋণ আমি ভুলব না।'

ওকে বুকে টেনে নিল জেফ। এবার মার্শ এসে হাত ধরল জেফের। ওটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে নিচু স্বরে বলল সে, 'কবরে, তোমার যে পিস্তলটা শুয়ে আছে, ওটার শেষ আঁচড়টা কি কার্টারের?'

স্টেজের সিঁড়িতে পা দিতে দিতে হাসল জেফ।

'ওর মাজল পয়েন্টের।'

অমি রহমান

নীড়

জঙ্গলটা যেখানে শেষ, সেখান থেকেই সবুজ মাঠের শুরু। বুক চিরে চলে যাওয়া সরু ট্রেইলটাকে বাদ দিলে সেটাকে নিপুণ হাতে বোনা একটা কার্পেটই বলা চলে। সূর্যের আলো কড়া, কিন্তু গাছপালার ফাঁক দিয়ে ধেয়ে আসা শীতল হাওয়া উত্তাপটাকে ম্লান করে দিচ্ছে। নরম মাটিতে হরিণের পায়ের ছাপ, বাতাসে পানির গন্ধ, নীরবতা আর নির্জনতার—সব মিলিয়ে এক আশ্চর্য শান্তিময় পরিবেশ। মরুভূমির রুক্ষতা পেরিয়ে আসা জিম স্পেনসারের দেহ-মন মুহূর্তেই জুড়িয়ে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে সঙ্গী মার্টির দিকে তাকাল সে।

'দারুণ জায়গা, মার্টি! শেষ হাজারখানেক মাইলে এমন কোথাও পা ফেলেছি বলে মনে পড়ে না।'

'ঠিকই বলেছ,' ছোটখাট গড়নের মার্টি অ্যাডকিন্স একমত হলো। 'কাছাকাছি নদী আছে, গন্ধ পাচ্ছি। পরিবেশটাও ভাল হ্যাঁ, জায়গাটা চমৎকার।'

পাশাপাশি চলছে ঘোড়া দুটো—প্রথমটা অ্যাপালুসা অন্যটা গেল্ডিং। জিম বলল, 'এরকম একটা জায়গাই খুঁজছিলাম মনে মনে। যাই বলো, মার্টি, আমাদের এবার থিতু হওয়া দরকার সারা জীবন তো ঘোড়ার পিঠে কাটানো যাবে না। তা ছাড়া ঝড়-বাদলের মধ্যে রাত কাটানোটাও পোষাচ্ছে না। মাথার ওপর ছাদ দরকার। এখানে ছোট্ট এক টুকরো জমি আর একটা কেবিন হলেই আমরা দুই ঘুঘু শান্তিতে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে

পারি।'

জিম আর মার্টিকে একে অন্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলা চলে। ভবঘুরে জীবনের শুরু থেকে এক সঙ্গে আছে। দু'জনেই পোড়খাওয়া মানুষ; জীবিকার জন্য হেন কাজ নেই, যা করেনি। তবে দীর্ঘদিন থেকেই ওরা সুস্থির হবার চেষ্টায় আছে। যাতে বুড়ো হলে একটা নিরাপত্তা থাকে–মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই, সাজানো গোছানো একটা সংসার। দিনের পর দিন বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করেছে দুই বন্ধু, পছন্দসই জায়গা পেলেই খুঁটি গাড়বে তারা। আর জায়গাটা কেমন হতে হবে এ ব্যাপারেও কারও কোন দ্বিমত নেই। তবুও চলতে চলতে আজ আবার সেটার পুনরাবৃত্তি করল মার্টি।

'জায়গাটা হতে হবে নদী বা ঝর্নার ধারে,' বলল সে। 'পানি বইতে তা হলে কম কষ্ট হবে।'

'বাড়ির পেছনে এক টুকরো জমি থাকতে হবে,' জিম যোগ করল। 'তাতে পীচ গাছ লাগাব। ঠাণ্ডায় পীচ গাছ ভাল বাড়ে।'

'আমি লাগাব স্ট্রবেরি,' মার্টি লেজ জুড়ল। 'ওগুলোর তেমন যত্ন নেয়া লাগে না। বরং কয়েক বছরের মধ্যেই রসাল ফল পাওয়া যাবে।'

এভাবেই ভবিষ্যৎ আবাসের গল্প করতে করতে এগিয়ে চলল দুই বন্ধু। সবুজ মাঠটা একসময় শেষ হলো, আবারও সামনে গাছপালার সমাবেশ দেখতে পেল ওরা। সেগুলোর মাঝ থেকে অনেকগুলো ট্র্যাক বেরিয়ে এসেছে। একটু এগোতেই ওরা দেখল, সবক'টা ট্র্যাকই একটা বিশাল গাছের তলা দিয়ে গেছে।

আরেকটু এগিয়ে গেল দুই বন্ধু। গাছটা দানবীয়–কাণ্ডটা তিনজন মানুষও বেড় দিয়ে ধরতে পারবে কিনা সন্দেহ। গাছের মাঝখানে বেশ খানিকটা অংশের ছাল তুলে সেটাকে মসৃণ করে ফেলা হয়েছে। সেখানে নানা রকম হ্যাণ্ডবিল, নোটিশ আর বিজ্ঞাপন ঝুলছে। সিগারেট পাকিয়ে কৌতূহলী হয়ে পড়তে শুরু

করল দুই বন্ধু।

বাকি সব বাদ দিয়ে শুধু র‍্যাঞ্চ বিক্রির বিজ্ঞাপনগুলোর ওপর মনোযোগ দিল জিম। একটা বিষয় বেশ অবাক করল ওকে–অনেকেই বিশাল আকারের জমি বিক্রি করতে চাইছে, আর বলতে গেল পানির দরে। ও আরও অবাক হলো সবাই বিক্রির কারণ একই লিখেছে বলে–অসুস্থতা।

জিম স্পেনসারের নীল চোখ ঝিলিক দিয়ে উঠল। পিঠ খাড়া করে সে বলল, 'মনে হচ্ছে যা খুঁজছিলাম পেয়ে গেছি। ওপরের জমি দুটো বেশি বড়। তবে নীচের দুটো আমার পছন্দ হয়েছে। নদীর ধারের বিশ একরেরটা আর চল্লিশ একরের বক্স ক্যানিয়ন। এক্কেবারে মনের মত সাইজ। তুমি কী বলো, মার্টি?'

নোটিশগুলো মার্টিও দেখেছে। 'হুঁ, মন্দ না,' বলল সে। 'তবে ব্যাপারটা আমার ভাল ঠেকছে না। চারটে নোটিশই নতুন। মনে হচ্ছে জমির মালিকেরা সবাই একসঙ্গে অসুখে পড়েছে। আর আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে, তা হলে সবগুলো একই হাতের লেখা।'

স্পেনসার ইতোমধ্যে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে, মার্টির কথাটাকে বিশেষ পাত্তা দিল না। বলল, 'হাতের লেখা সুন্দর, তাই লিখিয়েছে। এত অবাক হবার কী আছে? চলো, চলো, দেখে আসি জায়গাগুলো।'

মার্টি অস্বস্তিতে মাথার সমব্রেরোটা খুলল। বলল, 'অতঃ সেজা নয়, বন্ধু। ঝামেলার গন্ধ পাচ্ছি আমি। এসব ব্যাপারে কুকুরের চেয়ে আমার নাক তীক্ষ্ণ, জানই তো! কেটে পড়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

'আরে দূর!' বলল স্পেনসার। 'ঝামেলার থোড়াই পরোয়া করি আমি। চল না দেখি, কে ঝামেলা পাকাতে আসে।'

হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল মার্টি। বলল, 'ঠিক আছে, চলো।'

'ঠিক হ্যায়,' হাসল স্পেনসার।

'কোন্‌টায় যাবে আগে?' জানতে চাইল মার্টি।

'দুটোতেই। সময় বাঁচাব। আমি বিশ একরেরটা দেখছি, তুমি অন্যটায় যাও। দু-তিন ঘণ্টার বেশি সময় লাগার কথা নয়। এরপর এখানেই ফিরে এসো। কে কী পেলাম, আলোচনা করা যাবে।'

মাথা ঝাঁকাল মার্টি। বন্ধুর যে কোন সিদ্ধান্ত মেনে নেয়াই তার স্বভাব। হয়তো দ্বিমত থাকবে, তবুও কাজটা করবে সে। আসলে স্পেনসারকে সে খুবই ভালবাসে, সারা পৃথিবীতে তার ওই একটিই বন্ধু। ছেলেবেলা থেকে মানুষের কাছ থেকে অবহেলা আর অবজ্ঞা পেয়ে বড় হয়েছে মার্টি, কোন বন্ধু জোটাতে পারেনি। ওর চেহারাটাই আসলে যত নষ্টের গোড়া। কেমন রুক্ষ রুক্ষ, কেউ তাকালেই মনে হয় এই বুঝি তেড়ে আসবে। এ কারণেই বন্ধুত্ব করতে আগ্রহী হয়নি কেউ। স্পেনসারই একমাত্র লোক, যে কিনা চেহারার বদলে ওর ভেতরটা দেখতে চেয়েছে।

'দু'জন একসাথে থাকলেই বোধহয় ভাল করতাম,' মৃদু স্বরে বলল মার্টি। 'তবে তুমি যা চাও তা-ই হবে।'

'শোনো,' স্পেনসার বলে দিল, 'আমাদের বাজেট কিন্তু পাঁচশো ডলার। দরদাম ওই ভেবেই কোরো। আর পীচ গাছ লাগানোর জায়গা যেন থাকে।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, বলে দেয়া লাগবে না। দরদাম তুমিই বরং ভালমত কোরো,' মার্টি বলল, সে ভাল করেই জানে তার বন্ধুটি দরাদরিতে বেশ কাঁচা; তাই পরামর্শ দেয়ার চেষ্টা করল। 'দেখো, আবার উদার হয়ে যেও না। সবকিছুতে খুঁত ধরার চেষ্টা করবে। নইলে আকাশছোঁয়া দাম হেঁকে বসবে। আর স্ট্রবেরি লাগানোর জায়গা আছে কিনা দেখে নিয়ো।'

'দেখব,' বলে অ্যাপালুসার পেটে স্পার দাবাল স্পেনসার। 'তুমি আবার দর না মিললে ঝগড়া পাকিয়ে বোসো না। নতুন

জায়গায় এসে শত্রু জোটাতে চাই না আমি।'

'সেকথা আর বলা লাগবে না,' গজগজ করে উঠল মার্টি। 'যেন একা আমিই ঝামেলা পাকানোয় ওস্তাদ!' গাছপালার মধ্যে দিয়ে রওনা হয়ে গেল সে।

পুবমুখী একটা ট্রেইল ধরল স্পেনসার। শিস দিয়ে একটা সুর ভাঁজছে। পরিবেশটা দারুণ ভাল লাগছে ওর। কতগুলো নাম না জানা বুনো পাখি ঝটপট করে ডানা ঝাপটে ওর মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। দূরে কোথাও কাঠঠোক্রা খটখট করে গাছের গায়ে গর্ত খুঁড়ছে, সেই শব্দও শুনতে পেল ও। কিছুক্ষণ চলার পরেই ট্রেইলটা ঢালু হয়ে একটা ক্যানিয়নের মেঝেতে নেমে এল। সেখান দিয়ে খানিকক্ষণ চলার পরেই আবারও ক্যানিয়ন ছেড়ে ওপরে উঠে এল ও। চকিতের জন্য দূরের পাহাড় আর নদীর পানির আবছা দেখা মিলল। আরও কিছুদূর যাওয়ার পরে পাইনের অরণ্য শেষ হয়ে এল। খোলা জমিতে বেরিয়ে এল স্পেনসার।

ট্রেইলটা এবার আঁকাবাঁকা হয়ে এগিয়েছে। জোর কদমে ঘোড়া ছোটাল ও। রুক্ষ বন্ধুর জমি, তবে সেটা পেরোতেই ছোট্ট, অগভীর একটা নদীর দেখা পাওয়া গেল। নদীর ওপাশে একটা কেবিন আছে, চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উড়ছে। পাশেই গোলাঘর আর আস্তাবল, বাইরে একটা ঘোড়া ঘাস খাচ্ছে। কেবিনের সামান্য পেছনে উঁচু রিজ।

প্রথম দৃষ্টিতেই জায়গাটা পছন্দ হয়ে গেল স্পেনসারের। বিড়বিড় করল সে, 'পারফেক্ট! যা চাইছিলাম ঠিক তা-ই। কেবিন, আস্তাবল, সামান্য খোলা জমিন আর পেছনে পাহাড়–চমৎকার!'

ভালই স্রোত বইছে, দেখে-শুনে নদীটা পার হলো স্পেনসার। দুলকি চালে ঘোড়া নিয়ে কেবিনের দিকে এগোল, তারপর কাছাকাছি পৌঁছে হাঁক ছাড়ল।

'ভেতরে কেউ আছ নাকি?'

কোন জবাব নেই। খানিক অপেক্ষা করে আবার ডাকল

স্পেনসার। হাত দুটো রাখল স্যাডল হর্নের ওপর; বোঝাতে চাইছে, ওর মনে কোন বদ মতলব নেই। এ ধরনের নির্জন এলাকায় যে সব মানুষ বাস করে, তারা একটু সন্দেহপ্রবণ আর সতর্ক প্রকৃতির হয়, সহজে কোন আগন্তুকের ডাকে সাড়া দেয় না। কে কখন কোন্ মতলব নিয়ে আসে, তার কি কোনও ঠিক আছে? স্পেনসার ধারণা করল, র‍্যাঞ্চার এই মুহূর্তে নিশ্চয়ই আড়াল থেকে ওকে দেখছে। বোঝার চেষ্টা করছে, লোকটা ভাল না খারাপ।

তৃতীয়বার ডাক দিতেই আস্তাবলের দিক থেকে নড়াচড়ার আভাস পাওয়া গেল। চোখ ফেরাতেই ও দেখল, দরজার আড়াল থেকে বেঁটেমত এক লোক উঁকি দিচ্ছে–বয়স্ক, মুখভর্তি দাড়ি আর দু'চোখে রাজ্যের সন্দেহ ও কৌতূহল।

'লুকিয়ে কেন?' বলল স্পেনসার। 'আমি কোন ষণ্ডা-পাণ্ডা নই, বা তোমার রক্তও চুষতে আসিনি। বেরিয়ে এসো, সামাজিকতা দেখাও।'

'কে তুমি?' চোখ ছোট করে প্রশ্ন করল লোকটা।

'আমার নাম স্পেনসার। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ট্রেইলে একটা নোটিশ চোখে পড়ল। জমিটা বেচবে নাকি?'

'হ্যাঁ,' বলল র‍্যাঞ্চার, আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে।

'পানি ভাল?'

'চল্লিশ বছর ধরে খাচ্ছি।'

'কতটুকু জমি আছে এখানে?'

'কেন, বেড়া দেখতে পাচ্ছ না?' খেঁকিয়ে উঠল র‍্যাঞ্চার।

অবাক হলো স্পেনসার, একজন বিক্রেতার পক্ষে আচরণটা অস্বাভাবিকই। এত খেপা কেন? স্যাডল থেকে নেমে পড়ল ও।

'তা, দামটা শুনি?'

'সত্যি কিনবে, নাকি এমনি শুনতে চাইছ?' র‍্যাঞ্চার ভুরু কোঁচকাল।

'কী মুশকিল, এমনি শুনতে চাইব কেন?'

'আটশো ডলার। এক পয়সাও কম না।'

একটু ভাবনা-চিন্তা করল স্পেনসার। দামটা সামান্য বেশি, তবে জায়গাটা ওর ভীষণ পছন্দ হয়েছে। মনে হচ্ছে এতদিন ধরে যে স্বপ্নটা দেখেছে, সেটা আচমকা সত্যি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'বড্ড বেশি চাইছ, বুড়ো মিয়া,' বলল স্পেনসার। 'এখানকার বাতাস আর প্রাকৃতিক দৃশ্যের দাম চেয়ে লাভ কী? ওদু'টো বাদ দিয়ে ঠিক ঠিক বল—দেবে নাকি চারশোতে?'

তীক্ষ্ণ চোখে স্পেনসারকে জরিপ করল বুড়ো র‍্যাঞ্চার। তার আগ্রাসী মনোভাবে হঠাৎ করেই যেন পানি পড়ল। যখন কথা বলল, গলার স্বরে আগ্রহ পরিষ্কার টের পাওয়া গেল।

'নগদে কিনবে?'

'যদি আমার পার্টনার রাজি হয়,' স্পেনসার বলল। 'ও আরেকটা জমি দেখতে গেছে।'

'নিশ্চয়ই বক্স ক্যানিয়নটা? হাহ্, সালফারের গুঁড়ো ছাড়া আর আছেটা কী ওখানে? তল্লাটের সবাই জানে ওটার কথা। আর তোমরা কিনা ওটা কেনার কথা ভাবছ!'

বুড়োর প্রতিক্রিয়া দেখে মনে হলো প্রতিদ্বন্দ্বিতার আশঙ্কায় এমন করছে। স্পেনসার বলল, 'এত উত্তেজিত হবার কিছু নেই। আমার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। যদি রাজি থাকো তো পার্টনারকে নিয়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসতে পারি।'

'বিজ্ঞাপনগুলোই যত নষ্টের গোড়া,' বিড়বিড় করল র‍্যাঞ্চার। 'যাকগে, শোনো, চারশো ডলার যদি পুরোটা নগদে দিতে পার তো জমি বেচতে রাজি আছি। আর আমার জমি হলো গিয়ে যাকে বলে নিষ্কণ্টক। বন্ধক দেয়া নেই, বেআইনীও নয়। তবে আমি একটু তাড়ার মধ্যে আছি। তাড়াতাড়ি জমি বেচে কেটে পড়তে চাই। আজ রাতেই দলিল করে ফেললে কেমন হয়?'

'আমার অসুবিধে নেই,' বলল স্পেনসার। লোকটার

তাড়াহুড়ো দেখে বিশেষ অবাক হলো না ও। নিঃসঙ্গ লোকজন যখন ঘর ছাড়ার ফয়সালা করে, তখন তাদের মধ্যে একটু তাড়াহুড়ো থাকেই–এসব আগেও দেখেছে সে।

'একটা কথা বলা দরকার,' ইতস্তত করে বলল র‍্যাঞ্চার। 'এদিকে কিছু বাজে লোক বাস করে।'

'লোক আমরাও বিশেষ সুবিধের নই,' পকেট থেকে সিগারেটের কাগজ বের করতে করতে বলল স্পেনসার। 'তবে নেহাত ঠেকায় না পড়লে শান্তি ভঙ্গ করি না।'

কী ভেবে কেবিনের পেছনে রিজের দিকে তাকাল র‍্যাঞ্চার, পরমুহূর্তেই তার চেহারায় মেঘ জমল। স্পেনসারের দিকে তাকিয়ে ভয়ার্ত গলায় বলল, 'চলে যাও, চলে যাও এখুনি! আঁধার নামার আগে আর এসো না!'

'ব্যাপার কী, বুড়ো মিয়া?' শুধাল স্পেনসার। 'কী হয়েছে?'

'কথা না বাড়িয়ে যাও তো এখন!' ধমকের সুরে বলল র‍্যাঞ্চার। 'যা বলছি, তাই করো। নইলে টাকা-জমি কোনটাই থাকবে না। আঁধার নামার পরে এসো!'

লোকটার আতঙ্কের কারণ বুঝতে পারল না স্পেনসার, ও কিছু দেখতে বা শুনতে পায়নি। র‍্যাঞ্চারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্যাডলে চেপে বসল। তারপর ফিরতি পথ ধরল। পাইনের অরণ্যে ঢুকে থামল ও, আড়াল থেকে র‍্যাঞ্চের ওপর নজর রাখল। খানিক পরেই রিজের ঢাল ধরে একজন ঘোড়সওয়ারকে নামতে দেখল। সন্তুষ্ট মনে রঁদেভু-র দিকে আবার চলতে শুরু করল ও।

তেমন চিন্তিত হচ্ছে না স্পেনসার। র‍্যাঞ্চটা ভাল, আর ভাল জিনিসের ওপর আজেবাজে মানুষের কুনজর থাকেই। তাই বলে কিছু গুণ্ডা-পাণ্ডার ভয়ে এত সুন্দর একটা জায়গা হাতছাড়া করা যায় না। ও বরং মনে মনে খুশি, মার্টিকে আকৃষ্ট করার মত একটা কিছু পাওয়া গেছে বলে।

মুখে যাই বলুক, ওর ছোটখাট গড়নের বন্ধুটি কিন্তু শান্ত-

নিরুদ্বিগ্ন জীবন যাপনে তেমন আগ্রহী নয়। এ কথা স্পেনসার ছাড়া আর কেউ ভাল জানে না। অবশ্য এজন্য মার্টিকে দোষও দেয়া যায় না। সারাটা জীবন যে মানুষটার লড়াই করে কাটে, তার জন্য যুদ্ধটা অস্তিত্বেরই একটা অংশ হয়ে যায়। এ কারণে যুদ্ধহীন নির্বিবাদী একটা জীবন তার পক্ষে মেনে নেয়া কষ্টকর।

তবে এ মুহূর্তে আশার আলো দেখতে পাচ্ছে স্পেনসার। ওই র‍্যাঞ্চটা ঘিরে সত্যিই যদি কোন সমস্যা থাকে তো লাফিয়ে উঠবে মার্টি। র‍্যাঞ্চটা কেনার বিষয়ে আর কোন আপত্তি করবে না। তার সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে থাকবে আসন্ন একটা সংঘাতের চিন্তা

খুশি মনে বিশাল গাছটার তলায় পৌঁছাল স্পেনসার। মার্টিকে আশেপাশে কোথাও দেখতে পেল না। ক্যান্টিন বের করে পানি খেতে যাচ্ছিল, হঠাৎ দৃষ্টি চলে গেল গাছের চারপাশের মাটির দিকে। ভুরু কুঁচকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে এল ও। হাঁটু গেড়ে বসল মাটিটা পরীক্ষা করার জন্য।

অনেকগুলো ঘোড়ার খুরের দাগ আর মানুষের পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে। স্পেনসারের মুখ থেকে হাসি-খুশি ভাবটা অদৃশ্য হলো, সেখানে ফুটে উঠল উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা। মার্টির মূল ট্র্যাকটা খুঁজে বের করল ও, সেটা বক্স ক্যানিয়নের দিকে গেছে। তবে প্রথমটার পাশাপাশি একই ট্র্যাক আবার দেখা গেল—উল্টোমুখী, তারমানে মার্টি ফিরে এসেছিল। কিন্তু গেল কোথায়?

অন্য ট্র্যাকগুলোর ওপর এবার নজর দিল স্পেনসার। পাঁচ থেকে ছ'জন লোক গাছপালার আড়ালে লুকিয়ে ছিল। মার্টি ফেরার পরে বেরিয়ে এসেছে। মাটিতে ধস্তাধস্তির ছাপ স্পষ্ট, একটা লড়াই হয়েছে এখানে।

লাফ দিয়ে স্যাডলে চড়ে বসল স্পেনসার, সজোরে স্পার দাবাল অ্যাপালুসার পেটে। ছোট্ট দলটার ট্র্যাক অনুসরণ করতে শুরু করল। কিছুদূর যেতেই ট্রেইলের পাশে মার্টির ব্যানডানাটা

পড়ে থাকতে দেখা গেল। থেমে সেটা তুলে নিল ও। তারপর ঘোড়ার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'সাবধানে এগোস। দেখিস, সোজা গিয়ে ব্যাটাদের ঘাড়ের ওপর পড়িস্ না।'

অ্যাপালুসা কী বুঝল কে জানে, শুধু মৃদু হ্রেষারব করে উঠল।

এ এক অন্য জিম স্পেনসার—ইস্পাতের মত শক্ত, সিংহের মত সাহসী, অ্যাপাচিদের মত ভয়ঙ্কর। এমনিতে শান্ত-শিষ্ট, হাসি-খুশি মানুষ সে, সারাক্ষণ কৌতুক করতে ভালবাসে। কিন্তু চোখের পলকেই সাংঘাতিক হিংস্র হয়ে উঠতে পারে। যারা ওর কৌতুকে অভ্যস্ত, তাদের কাছে ব্যাপারটা স্রেফ অবিশ্বাস্য ঠেকবে। আর এ মুহূর্তে সেরকমই একটা রূপান্তর ঘটেছে ওর মধ্যে। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ও এগোচ্ছে অস্বাভাবিক সতর্ক হয়ে, চারদিকে বাজপাখির মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছে।

উত্তর দিকে এগোচ্ছিল, ট্রেইলটা হঠাৎ অন্যদিকে বাঁক নিল। এবার পথ আরও কঠিন হয়ে উঠল। খানিক পর পরই এদিক-সেদিক ঘুরে যাচ্ছে, রাস্তাও বিশেষ সুবিধের নয়। একের পর এক গাছগাছালির ছোট ছোট সমাবেশ পেরিয়ে এল ও। সেগুলো পেরুবার সময় প্রতিবারই থামল, সময় নিয়ে ট্র্যাক পরীক্ষা করল, তারপর সামনে বাড়ল। বাঁকগুলো ওকে ক্যানিয়নে নিয়ে গেল, তারপর একটা ঝর্নায়, সবশেষে এল্ডারসহ নাম না জানা হরেক রকম গাছে ছাওয়া একটা পাহাড়ী ঢালে।

অনেকদূর চলে এসেছে স্পেনসার।

গাছপালার ঘনত্ব কমে এসেছে, এ অবস্থায় এগোনো বিপজ্জনক—দূর থেকে সহজেই দেখা যাবে ওকে। তাও আরও খানিকটা যাবার সিদ্ধান্ত নিল ও। একটু পরেই সম্পূর্ণ বিরান এক রিজের ওপর উঠে এল স্পেনসার। ট্র্যাকগুলো রিজের ওপর দিয়ে উত্তর-পূর্বদিকে চলে গেছে। চট করে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে মাটিতে বুক মিশিয়ে দিল ও। এমনিতেই দিনের বেলা, আকাশের পটভূমিতে নীচ থেকে স্পষ্ট দেখা যাবে ওকে। গুলি করার সহজ

নিশানা।

অ্যাপালুসাটাকে ছেড়ে দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে শুরু করল স্পেনসার। অগ্রসর হবার গতি ধীর হয়ে গেল বটে, তবে খামোকা ঝুঁকি নেবারও কোন মানে হয় না, মাইলটাক এগোবার পর থামার সিদ্ধান্ত নিল ও। প্রতিপক্ষ বেশি দূরে নেই, বুঝতে পারছে। আঁধার নামার পর আবার রওনা হবে বলে ঠিক করল। শত্রু যদি সংখ্যায় বেশি হয়, তবে লড়াইয়ের জন্য অন্ধকারের প্রয়োজন। একটা বোল্ডারের আড়ালে আত্মগোপন করল ও। শুরু হলো আঁধার নামার প্রতীক্ষা।

সূর্য ডুবল একসময়। পশ্চিমাকাশে লাল আভা রইল কিছুক্ষণ, তারপর নিকষ অন্ধকার পাহাড়ের প্রতিটা ভাঁজ আর সমতলকে গ্রাস করতে শুরু করল। আড়াল থেকে বেরিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে শুরু করল স্পেনসার। অন্ধকারে ট্র্যাক দেখা যায় না, তবে অনেকক্ষণ থেকেই নাকে আগুন আর ধোঁয়ার গন্ধ পাচ্ছে–ওই দিকটাই ওর লক্ষ্য।

হামা দিতে দিতে রিজের প্রায় কিনারায় পৌঁছে গেল স্পেনসার, মাথা উঁচু করে উঁকি দিল। দূরের পাইনের অরণ্যটা চেনা চেনা লাগছে। ক্রল করে আরেকটু এগোল ও, তাকাল ভাল করে। আরে, তাই তো! সকালে এখানেই এসেছিল। নদী আর র‍্যাঞ্চারের কেবিনটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। র‍্যাঞ্চের পেছনের রিজের ওপরে পৌঁছে গেছে ও। আস্তাবলে ছ'টা ঘোড়া বাঁধা দেখা যাচ্ছে, তার মধ্যে মার্টির গেল্ডিংটাও আছে।

'একী কাণ্ড!' বিড়বিড় করল স্পেনসার। 'বুড়ো মিয়া কি তা হলে আসল বদমাশ? ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করল ও। নাহ্, তা হতে পারে না। তা হলে ওকে না তাড়িয়ে বরং আটকে রাখত, যাতে পাঁচ গুণ্ডা এলে ও-ও ধরা পড়ে। তারপরও কথা থাকে। বুড়ো যদি ভাল মানুষই হবে, তা হলে লোকগুলো মার্টিকে নিয়ে এখানে এসে উঠেছে কেন?

রিজের কিনারা থেকে মাথা বের করে আশপাশটা ভাল করে দেখে নিতে চাইল স্পেনসার। আঁধার আরও ভাল মত জেঁকে বসছে। কেবিনের জানালায় ক্ষণিকের জন্য একটা উজ্জ্বল আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল, চিমনি দিয়েও আগুনের ঝলকানি দেখা গেল। কেবিনের ভেতরে উঁচু গলায় হেসে উঠল কেউ, রিজের চূড়ায়ও তার আওয়াজ পৌঁছাল। তবে স্পেনসার সেসবকে পাত্তা দিচ্ছে না, ওর মনোযোগ গোলাঘর আর আস্তাবলের দিকে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে বোঝার চেষ্টা করল, ছায়ার ভেতর কোন ঘাতক লুকিয়ে আছে কিনা। তবে শঙ্কিত হবার মত কিছু দেখতে পেল না; অবশ্য অন্ধকারও বেশ গাঢ়, তার ভেতর দিয়ে দৃষ্টি চলে না। একটু অবাকই হলো ও, ব্যাটারা কাউকে পাহারায় রাখেনি কেন? মার্টিকে ধরার সময় ওরা নিশ্চয়ই স্পেনসারের ট্র্যাকও দেখেছে, ট্র্যাকিংয়ে যে লোক সবে হাতেখড়ি নিচ্ছে, তারও বোঝার কথা মার্টি এই এলাকায় একা আসেনি। কিন্তু কথা হচ্ছে, ব্যাটারা ওকে ধরল কেন? মার্টির মাথা গরম স্বভাব, ঝগড়া-টগরা করে ঝামেলা পাকায়নি তো? নাকি অন্য কিছু?

যা-ই ঘটে থাকুক, এখানে বসে আবোল-তাবোল ভাবলে তার সমাধান হবে না—ভাবল স্পেনসার। নীচে যেতে হবে। দরজায় নক না করে ঘরে ঢুকে পড়তে হবে। এ জাতীয় মামলা ফয়সালা করার জন্য এটাই সেরা পন্থা।

সতর্কতার সঙ্গে রিজের ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল স্পেনসার। কেবিন থেকে পঞ্চাশ ফুট দূরত্বে পৌঁছে উঠে দাঁড়াল ও। হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে হাতে নিল। পা টিপে টিপে কেবিনের একেবারে পেছনে চলে গেল ও, দেয়ালটা হাত দিয়ে স্পর্শ করল। আক্রমণে যাবার আগে জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে ভেতরের অবস্থাটা যাচাই করবে বলে ঠিক করল ও। উঁকি দিতে যাচ্ছিল প্রায়, হঠাৎ শিরদাঁড়ায় ধাতব একটা গুঁতো খেয়ে বরফের মত জমে গেল।

'অস্ত্র ফেলে দাও!' কর্কশ গলায় বলে উঠল কেউ।

এ ধরনের পরিস্থিতিতে নির্দেশ পালন করাই বুদ্ধিমানের কাজ, আর জিম স্পেনসার বোকা নয়। পিস্তলটা ফেলে দিয়ে হালকা সুরে ও জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কোত্থেকে উদয় হলে, বন্ধু?'

'লাকড়ির স্তূপের পেছন থেকে,' বলল লোকটা। 'সেই দুপুর থেকে তোমার অপেক্ষায় ওখানে বসে আছি। এত দেরি হলো যে?'

'শ্বশুরবাড়ি গেছিলাম,' সকৌতুকে বলল স্পেনসার। 'ওরা কি আর সহজে আসতে দেয়?'

'আমরাও সহজে যেতে দেব না। এখন ফালতু কথা বাদ দিয়ে হাত দুটো মাথার ওপরে তোলো, আর ভদ্রলোকের মত সামনের দরজা দিয়ে কেবিনে ঢুকে পড়ো।'

'আমাকে ভদ্রলোক বলায় ধন্যবাদ। তবে তোমাকে তা বলতে পারছি না বলে দুঃখিত।'

'পারতে, যদি আমার মত বিরাট মিথ্যুক হতে,' বলে হেসে উঠল প্রতিপক্ষ।

ব্যাটা দেখি রসিকতাও জানে, ভাবল স্পেনসার।

'হাঁটো!' পেছন থেকে ধমক দিল লোকটা।

দরজাটা আগে থেকেই হাট করে খোলা। দু'হাত তুলে ভেতরে প্রবেশ করল স্পেনসার।

'আমাদের অতিথি মশাই এসে পড়েছেন, বন্ধুরা!' ঘোষণার সুরে বলল পেছনের লোকটা। 'বলিনি, এটাই ওকে ধরার সবচে ভাল উপায়? দেখেছ, কেমন নিজেই চলে এসেছে?'

ঘরটার ওপর নজর বোলাল স্পেনসার। মার্টি স্টোভের পাশে একটা চেয়ারে বসে আছে। মুখ দেখেই বোঝা যায়, রাগে ফুঁসছে। বেচারার অস্ত্র কেড়ে নেয়া হয়েছে, তবে ওকে বেঁধে রাখার প্রয়োজন মনে করেনি প্রতিপক্ষ। র‍্যাঞ্চারকে এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল, তার মুখ ভাবলেশহীন। বিপক্ষদলের

অন্য চারজনকেও দেখতে পেল, শুধু পঞ্চমজন ছাড়া—সে এখনও পেছনে বন্দুক বাগিয়ে রয়েছে। দলের একজন এগিয়ে এসে স্পেনসারের দেহ তল্লাশি করল; পরখ করল, লুকানো কোন অস্ত্র আছে কিনা। লোকটা বিশালদেহী, চেহারায় বন্যতা খেলা করছে। নিঃসন্দেহে সেই এদের নেতা, কেননা তার নির্দেশেই সবার টানটান উত্তেজনায় ঢিল পড়ল, আর জিমের গ্রেফতারকারী পঞ্চম লোকটাও ঘুরে সামনে চলে এল এতক্ষণে তার চেহারা দেখার সৌভাগ্য হলো স্পেনসারের। এই লোকটার চেহারায় একটা কপট হাসি ঝুলছে।

'আমার নাম হ্যাঙ্ক টাইলার,' বলল সে। 'এভাবে ধরেছি বলে রাগ-টাগ কোরো না। কী করব বলো, যে কাজের যে নিয়ম। সামনে যে দৈত্যকে দেখছ, এ হলো রড স্যাভেজ—আমার পার্টনার। ওর শক্তি, আর আমার ধূর্ততা—দুয়ে মিলে এক দারুণ কম্বিনেশন। অন্যেরা বাড়তি শক্তি যোগায়। সব মিলিয়ে আমরা অসাধারণ এক টীম। এ পথে যে বকরাই যায়, আমাদের ট্যাক্স দিয়ে যেতে হয়। এই দফায় তোমরাই সেই বকরা।'

র‍্যাঞ্চারের দিকে এগিয়ে গেল স্যাভেজ। জিজ্ঞেস করল, 'এই লোকই তোমাকে নগদ চারশো ডলার দিতে চেয়েছে?'

মাথা ঝাঁকাল র‍্যাঞ্চার।

'ওকে সার্চ করো,' নির্দেশ দিল স্যাভেজ।

বলার দরকার ছিল না, টাইলার ইতোমধ্যে সে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। একটু পরেই সফল হলো সে। স্পেনসারের কোটের ভেতরের পকেট থেকে একটা পুরানো বই বেরুল। সেটা খুলতেই ভেতরে সযত্নে রাখা নোটগুলো পাওয়া গেল।

'তিনশো দশ,' গুনল টাইলার। 'আর ওই বাঁটকুর কাছে পেয়েছি দু'শো চল্লিশ। তারমানে সব মিলিয়ে পাঁচশো পঞ্চাশ। হুঁ, মন্দ নয়।'

'ঘোড়াগুলো নিয়ে এসো, টাইলার,' নির্দেশ দিল স্যাভেজ,

তারপর স্পেনসারদের দিকে তাকাল। 'আর তোমরা...আমরা যাবার পর খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে তারপর বেরুবে। খবরদার, পিছু নেয়ার চেষ্টা কোরো না। এর আগে কয়েকজন খামোকা ওই করতে গিয়ে জান খুইয়েছে। শেরিফের কাছে গিয়েও সুবিধে করতে পারবে না, এই এলাকা আমার রাজ্য। কাজেই সবচে ভাল করবে তল্লাট ছেড়ে চলে গেলে। আর হ্যাঁ, ভবিষ্যতে জমি কেনার জন্য এত উতলা হয়ো না।'

মার্টির চোখজোড়া রাগে জ্বলে উঠল। খেপা গলায় সে বলল, 'শুনে রাখ্ শয়তান, এত সহজে তুই রেহাই পাবি না! শিগ্‌গিরই আবার আমাদের দেখা হবে।'

ঘোড়াগুলো এসে গেছে। দরজায় দাঁড়িয়ে স্যাভেজ অবজ্ঞার হাসি হাসল। বলল, 'ওসব বড় বড় কথা বহু শুনেছি। ভাল চাও তো কেটে পড়ো। আমার সঙ্গে লাগতে গেলে খামোকা জানটাই হারাবে।'

কথা শেষ করে এক লাফে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল সে। তারপর লাগাম হাঁকিয়ে দলবল নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে গেল। ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ আবছা হতে হতে মিলিয়ে গেল।

'মনে হচ্ছে এখানকার ট্যাক্স বড্ড চড়া,' বলল স্পেনসার।

মার্টি ওর দিকে ছুটে এল। বলল, 'আরে! দাঁড়িয়ে আছ কেন? ব্যাটাদের একটা শিক্ষা দেবে না? ওদের বুঝিয়ে দেয়া দরকার, এরচে ডিনামাইট নিয়ে খেললেও ভাল করত!'

টান দিয়ে বন্ধুকে থামাল স্পেনসার।

বলল, 'শান্ত হও, মার্টি। এখানকার কোন কিছুই চিনি না আমরা। লড়তে গেলে ওরাই বেশি সুবিধা পাবে।'

'তাই বলে বসে থাকবে?'

'সে কথা বলিনি। আগে অবস্থাটা বুঝতে তো দেবে!' র‍্যাঞ্চারের দিকে ফিরল স্পেনসার। বলল, 'একটা ব্যাখ্যা পাওনা হয়েছে আমাদের।'

'এখানে আসাটাই উচিত হয়নি তোমাদের,' বলল র‍্যাঞ্চার, কণ্ঠে হতাশার সুর স্পষ্ট। 'অন্তত সোজা এসে ওদের হাতে ধরা না দিলেও পারতে। টাকাটাও বাঁচত, জমিও কিনতে পারতে।' এবার তার গলায় রোষ ফুটল। 'হারামির দল, গত দু'বছর ধরে আমাকে জ্বালাচ্ছে! আমি স্রেফ একটা টোপ, আর কিছু না।'

'খুলে বলো। কীসের টোপ তুমি?'

'এখনও বুঝতে পারছ না? ট্রেইলে যে ক'টা নোটিশ দেখেছ, সব ওদের লেখা। ওগুলো দেখে কেউ জমি কিনতে আসা মানেই তার কাছে নগদ টাকা আছে। তাকে টার্গেট করে ওরা, ফাঁদ পেতে টাকা-পয়সা কেড়ে নেয়; ঠিক যেমন তোমাদেরটা নিয়েছে। তারপর তাড়িয়ে দেয়। দু'বছরে পাঁচজনকে এভাবে সর্বস্বান্ত করেছে ওরা।'

'তারমানে জমিটা আসলে তুমি বেচতে চাও না?' জিজ্ঞেস করল মার্টি।

'চাই, একশোবার চাই। এভাবে টোপ সাজতে আমার ভাল লাগে না। কিন্তু কী করব, বলো? আমার হাত-পা বাঁধা। কিছু করার উপায় নেই।'

'কিন্তু কাউন্টির তো আছে,' বলল স্পেনসার। 'তারা চুপচাপ কেন?'

'ভয়ে। রড স্যাভেজ সাংঘাতিক লোক।'

'হু,' বন্ধুর দিকে তাকাল স্পেনসার। 'মনে হচ্ছে যা করার আমাদেরই করতে হবে।'

'আমিও তো তাই বললাম,' মার্টি ফুঁসে উঠল। 'তুমিই তো ব্যাটাদের পালাতে দিলে!'

'যাবে আর কোথায়?' স্পেনসার বলল। 'দেখি ওদের ফিরিয়ে আনা যায় কিনা, হয়তো টাকাটাও ফেরত পাব। তা বুড়ো মিয়া, জায়গাটা বেচতে এখনও রাজি আছ?'

'কী দিয়ে কিনবে—সিগারেটের কাগজ?' শুধাল র‍্যাঞ্চার।

'নাহ্,' মাথা নাড়ল স্পেনসার। 'টাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ওই আগের চুক্তি–চারশো ডলার। আজ থেকে ঠিক এক সপ্তাহ 'পরে নগদ চুকিয়ে দলিল করব। প্রস্তাবটা পছন্দ হয়?'

বিস্মিত দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে তাকাল মার্টি। বলে কী! এক সপ্তাহের মধ্যে এত টাকা পাবে কোথায়? কিন্তু স্পেনসারের চোখে অদ্ভুত এক ঝিলিক দেখতে পেয়ে চুপ থাকার সিদ্ধান্ত নিল ও। নিশ্চয়ই কোন বুদ্ধি এঁটেছে। প্রশ্ন করে লাভ নেই, নিজ থেকে না বললে ওর পেটে বোমা মেরেও কথা বের করা যাবে না।

বুড়ো র‍্যাঞ্চার একদৃষ্টে কিছুক্ষণ স্পেনসারের দিকে চেয়ে রইল। অদ্ভুত একটা নীরবতা নেমে এল ঘরের ভেতর। চুলায় চড়ানো মটরশুঁটি সেদ্ধ হচ্ছে, বাইরে নিশাচর প্রাণীদের শব্দ ছাড়া আর কোন কিছু শোনা যাচ্ছে না। হঠাৎ বাঙ্কের ওপর থেকে হ্যাট তুলে নিল র‍্যাঞ্চার। দরজার দিকে এগোতে এগোতে বলল, 'জমিটা তোমার। আমি এমনিতেও পালাতে যাচ্ছিলাম। ঘোড়াটা ছাড়া আর কিছু নিচ্ছি না, চুলার খাবারটাও তোমাদের দিয়ে যাচ্ছি। নিঃসন্দেহে তোমাদের পাগলে ধরেছে! তারপরও এক সপ্তাহ অপেক্ষা করব আমি। যদি আস্ত থাকে তো শহরে এসে আমাকে টাকাটা দিয়ে যেও। অবশ্য যাই ঘটুক, এখানে আর আমি ফিরছি না।'

খানিক পরেই ঘোড়ায় চড়ে তাকে চলে যেতে দেখা গেল। মার্টির দিকে তাকিয়ে হাসল স্পেনসার। চুলায় চড়ানো মটরশুঁটিতে পানি শুকিয়ে যাচ্ছে কিনা দেখল, ঘুরে ঘুরে ঘরটা পরীক্ষা করল, তারপর দরজায় দাঁড়িয়ে লম্বা করে শ্বাস নিল। যখন ঘুরে দাঁড়াল, তার মুখে প্রশান্তির এক আশ্চর্য হাসি দেখতে পেল মার্টি। বন্ধুকে এতটা খুশি আর কখনও দেখেনি ও।

'আহ্, নিজের জমি নিজের ঘর,' বলল স্পেনসার। 'কী শান্তি তাই না, মার্টি? মনে হচ্ছে যেন স্বর্গে এসে পড়েছি! বাতাসের গন্ধটা শোঁকো, আর ওই যে নদীর কুলুকুলু শব্দ...এমন একটা

জীবনই তো চাইছিলাম!'

মার্টি এতটা রোমান্টিক হতে পারছে না। মুখ গোমড়া করে সে বলল, 'বুড়োকে পয়সা দেবে কোত্থেকে, সে কথা ভেবেছ?'

'কী আশ্চর্য,' স্পেনসার হাসল। 'আমরা সাড়ে পাঁচশো ডলারের মালিক না?'

'ছিলাম, এখন আর নই।'

'এখনও আছি,' স্পেনসারের হাসি বিস্তৃত হলো। 'হতে পারে টাকাটা এ মুহূর্তে অন্য কারও পকেটে, তাই বলে আমাদের হক তো আর ছেড়ে দিতে পারো না। এই বলে দিচ্ছি ওদের আমি ফিরিয়ে আনব। দেখবে, রীতিমত মাফ চেয়ে টাকাটা ফেরত দিচ্ছে তখন।'

'হায় কপাল!' গোঙানির মত শব্দ করল মার্টি। 'তুমি কি বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেলে? ও...ওরা এসে মাফ চেয়ে টাকা ফেরত দেবে?'

'অবশ্যই দেবে,' জোর দিয়ে বলল স্পেনসার।

'কী ভাবে, শুনি?'

জবাব না দিয়ে এক টুকরো সাদা কাগজ আর একটা পেন্সিল খুঁজে বের করল স্পেনসার। তারপর চেয়ারটা টেবিলের কাছে টেনে কী যেন লিখতে শুরু করল। তার কাজকর্মে বিরক্ত বোধ করল মার্টি। সে কেবিন থেকে বের হয়ে আস্তাবলে গেল। একটাই চিন্তা হচ্ছে, গুণ্ডারা ওর ঘোড়া নিয়ে যায়নি তো? তবে আস্তাবলে পৌঁছে দুশ্চিন্তামুক্ত হলো। আছে গেল্ডিংটা। ব্যাটারা অন্তত এটুকু দয়া দেখিয়েছে–ঘোড়া নেয়নি। কেবিনে ফিরে দেখল, স্পেনসারের লেখালেখি শেষ হয়েছে, কাগজের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসছে।

'নাও এটা,' কাগজটা মার্টির দিকে বাড়িয়ে ধরল সে। 'গিয়ে ওই বড় গাছটার গায়ে লাগিয়ে দিয়ে এসো। এটা পড়ে যদি ব্যাটারা ফিরে না আসে, বুঝব মানব চরিত্র সম্বন্ধে আমি একটা অকাট মূর্খ।'

কৌতূহলী হয়ে কাগজটা হাতে নিল মার্টি। সেটা এরকম:

সন্ধান চাই
এক হাজার ডলার পুরস্কার

নিম্নবর্ণিত দুই ব্যক্তিকে জীবিত অবস্থায় গ্রেফতার এবং বেইক কাউন্টির শেরিফের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য বি.এল. অ্যাণ্ড ইউ রেলরোড কোম্পানি এক হাজার ডলার পুরস্কার ঘোষণা করছে। জিম স্পেনসার এবং মার্টি অ্যাডকিন্স নামক এই দুই অপরাধী গত ৩০ আগস্ট রাতে নেভাদাগামী এক্সপ্রেস ট্রেনের মেইল কম্পার্টমেন্ট লুট করে এবং নগদ আট হাজার ডলার নিয়ে উত্তরমুখী ট্রেইল ধরে পালিয়ে যায়। স্পেনসার লম্বা-চওড়া সুঠামদেহী লোক, বয়েস আনুমানিক ৩৫, গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামলা। অ্যাডকিন্স বেঁটে-খাটো কৃষ্ণবর্ণ কদাকার চেহারার মানুষ, আচরণে হিংস্র প্রকৃতির। ধৃত হলে অবিলম্বে বেইক কাউন্টিতে পৌঁছে দেবার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে। টাকাগুলো এদের সঙ্গেই আছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এরা বিপজ্জনক অপরাধী, সকলকে সাবধানতা অবলম্বন করতে বলা যাচ্ছে।

টমাস লিওপোল্ড
শেরিফ, বেইক কাউন্টি

'নোটিশটা খুব শিগ্‌গিরই ওদের চোখে পড়বে,' বলল স্পেনসার 'আর পড়ামাত্রই ওরা ছুটে আসবে এখানে।'

'আমাদের ধরিয়ে দিয়ে এক হাজার ডলার পুরস্কার জোগাড় করতে?' ভুরু নাচাল মার্টি।

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল স্পেনসার। 'ধরিয়ে দেবার কথা ওরা কল্পনাও করবে না। আট হাজার ডলার, মার্টি! ওটার লোভেই

আসবে ব্যাটারা। তখনই শুরু হবে আসল খেলা।'

'কিন্তু আমাদের অস্ত্র-শস্ত্র সব নিয়ে গেছে ওরা,' মনে করিয়ে দিল মার্টি।

'সব নেয়নি,' বলল স্পেনসার। 'স্যাডলব্যাগে রাইফেল আর কম্বলের ভাঁজে একটা বাড়তি পিস্তল–সব আমার অ্যাপালুসার পিঠে আছে।'

'তা হলে বুঝলাম,' বলে নোটিশটার দিকে আবার তাকাল মার্টি 'কিন্তু এসব কী লিখেছ? বেঁটে-খাটো কৃষ্ণবর্ণ কদাকার চেহারার মানুষ...আমাকে তোমার তাই মনে হয়?'

'আমার মনে হয় না, তবে একজন শেরিফের তা-ই মনে হবে।'

'চালবাজি, না? নিজের বেলায় তো কিচ্ছু লেখোনি। দাঁড়াও, আগামীতে কোন নোটিশ লিখতে হলে সেটা আমি লিখব।'

'জো হুকুম,' হেসে উঠল স্পেনসার।

সমব্রেরোটা মাথায় চাপাল মার্টি। 'যাচ্ছি আমি। তোমার এসব উদ্ভট প্ল্যান যদিও আমার পছন্দ নয়, তবুও যাচ্ছি। আশা করি গেলবারের মত এবার আর কোন ঘাপলা হবে না

করাল থেকে গেল্ডিংটা নিয়ে রওনা হয়ে গেল সে।

•

রাতে আর বিশেষ কিছু ঘটল না। নোটিশটা টাঙিয়ে ফিরে এল মার্টি, স্পেনসারও রিজে গিয়ে অ্যাপালুসাটাকে নিয়ে এল। এরপর দু'জনে রাতের খাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোর হলো পুব আকাশে সূর্য দ্যুতি ছড়াতেই ঘুম থেকে জেগে উঠল দুই বন্ধু তবে দীর্ঘ পথচলার ক্লান্তি গ্রাস করল ওদের, শুয়ে পড়ল আবার। পরেরবার যখন ঘুম ভাঙল, তখন ন'টা বাজে বেশ বেলা হয়েছে, দিগন্তের অনেক ওপরে উঠে এসেছে সূর্য। নদীর পানি তির্যক আলো পড়ে ঝলমল করে উঠছে। উপত্যকা থেকে কুয়াশা অনেক আগেই বিদায় নিয়েছে,

চারদিক ঝকমক করছে। সামনে সুন্দর একটা দিন।

তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে নিল ওরা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে নাশতা করতে বসল তারপর। চুলায় কফি বসিয়ে মার্টি জিজ্ঞেস করল, 'এভাবে ক'দিন অপেক্ষা করতে হবে, বলতে পারো? অপেক্ষা করাটা আমার মোটেই পছন্দ নয়।'

'বেশি দেরি হবে বলে মনে হয় না,' বলল স্পেনসার। 'যে কোন মুহূর্তে আসতে পারে ওরা। আমাদের এখন থেকেই তৈরি থাকতে হবে। তুমি বরং পিস্তলটা নাও, আমি রাইফেলটা রাখছি।'

'এ জায়গাটাও সুবিধের নয়,' মার্টি বলল। 'ওই জঙ্গলের ভেতর কয়েকশো লোক লুকিয়ে বসে থাকলেও টের পাওয়া যাবে না। চলো, রিজে উঠে পড়ি।'

'এখান ছেড়ে কোথাও যাচ্ছি না আমরা,' দৃঢ় গলায় বলল স্পেনসার। 'এ কথাটা ওই মাথামোটাদেরও বুঝিয়ে দেয়া দরকার।'

খাওয়া শেষে সম্পত্তি দেখতে বেরুল দুই বন্ধু। কেবিন, আস্তাবল, গোলাঘর–সবকিছুকে যাচাই করার দৃষ্টিতে দেখল। লাকড়ি যথেষ্ট জমা করা আছে, তবে পুরো শীতকাল চালানোর জন্য আরও লাগবে। করালের পেছনে শুকনো ঘাসের স্তূপ দেখা গেল। হিসেব করে ওরা দেখল, খরার মৌসুমে ওই দিয়ে ঘোড়া দুটোর ভালই চলে যাবে। আশপাশটার উন্নতি কীভাবে করা যায়, এ নিয়েও নানা রকম পরিকল্পনা করতে থাকল দু'জনে। শেষে মার্টি বলল, 'তোমার যা প্ল্যান দেখছি, আগামী বিশ বছর তো আমাদের খেটেই মরতে হবে।'

'না হয় খাটলাম,' বলল স্পেনসার। 'কিন্তু জায়গাটাকে আমরা বেহেশত বানিয়ে ছাড়ব।'

'মরার পর তো এমনিতেই বেহেশতে যাব,' মার্টি টিপ্পনি কাটল। 'দুনিয়ায় বেহেশত বানিয়ে লাভ কী?'

'তুমি যাবে বেহেশতে! তবেই হয়েছে!' হেসে উঠল

স্পেনসার।

গোয়াল ঘরের দিকে চলে গেল মার্টি। স্পেনসার ঘাসের গাদার পাশে গিয়ে একটা সিগারেট বানাতে শুরু করল। ঠিক তক্ষুণি উল্টোপাশ থেকে একটা অল্পবয়েসী ছেলে বেরিয়ে এল, তার হাতে একটা বন্দুক। অস্ত্রটা ওর দিকে তাক করল সে।

'হা...হাত ম...মাথার ওপরে!' কাঁপা গলায় বলল ছেলেটা। 'আ...আমি ক্...কিন্তু সিরিয়াস!'

বিস্মিত দৃষ্টিতে প্রতিপক্ষের দিকে তাকাল স্পেনসার। নেহাত বাচ্চা মানুষ, এখনও ভাল করে গোঁফও গজায়নি। বন্দুকটা তার হাতে ভীষণ বেমানান ঠেকছে।

'দোলনা ছেড়ে উঠে এসে কাজটা ভাল করোনি, বাছা,' স্পেনসার বলল। 'হিসু হয়ে যাবার আগেই খেলনাটা ফেলে দাও।'

'ব্...বাজে কথা বোলো না!' চেঁচিয়ে উঠল ছেলেটা। 'গুলি করে দেব কিন্তু! আমি ভয়ঙ্কর লোক। তোমাদের ধরে নিয়ে যেতে এসেছি।'

জীবনে বহুবার বন্দুকের নলের মুখে দাঁড়িয়েছে স্পেনসার। অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছে--পেশাদার নয়, অপেশাদার নার্ভাস গানম্যানরাই সবচেয়ে বিপজ্জনক হয়। টেনশনে আচমকা গুলি করে বসে, আগে-পিছে ভাবে না। এই ছোঁড়াও ওই প্রকৃতিতেই পড়ে। তেড়িবেড়ি করতে গেলে সত্যিই গুলি খাবার চান্স আছে। ধীরে ধীরে দু'হাত মাথার ওপর তুলে আনল সে। এমনভাবে নড়তে শুরু করল, যেন তাল রাখার জন্য ছেলেটাকেও নড়তে হয়। প্রতিপক্ষের পিঠ গোলাঘরের দিকে ঘুরে যেতেই থামল ও। কথা বলে মনোযোগ ফেরানোর প্রয়াস চালাল।

'তুমি তো মারাত্মক লোক হে! দারুণ খেল্ দেখাচ্ছ! কোত্থেকে হাজির হলে টেরই পেলাম না। বন্দুক চালাতে শিখেছ কোথায়? নিশ্চয়ই কোন ঘাঘু লোকের কাছে? তোমাকে তো

অনায়াসে আরেক বিলি দ্যা কিড বলা যায়...'

মার্টিকে দেখা গেল গোলাঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে, পা টিপে টিপে এগিয়ে আসছে। কথা বলার গতি আরও বাড়িয়ে দিল স্পেনসার, ছেলেটাকে পুরোপুরি বিভ্রান্ত করে ফেলছে। এই সুযোগে পেছন থেকে তাকে জাপটে ধরল মার্টি। ধস্তাধস্তি শুরু হলো, মাটিতে পড়ে গেল দু'জনেই। ছুটে গিয়ে বন্দুকটা কেড়ে নিল স্পেনসার।

'শিশুদের অস্ত্র স্পর্শ করার বিরুদ্ধে একটা আইন থাকা উচিত,' বলল ও। 'এ তো আরেকটু হলে গুলিই করে বসত।'

'ছাড়ো আমাকে!' চেঁচিয়ে উঠল ছেলেটা। 'যেতে দাও বলছি!'

তার কথায় কান না দিয়ে দেহ তল্লাশি করল স্পেনসার। অস্ত্র বলতে একটা হান্টিং নাইফ পাওয়া গেল। জিনিসটা নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ও বলল, 'ছোটদের হাতে ছুরি-বন্দুক মানায় না। এখন বলো, সাতসকালে এসব নাটকের মানে কী?'

'এখন আর সাতসকাল নেই, হাঁদার দল!' বলল ছেলেটা। 'এটা কোন নাটকও নয়। তোমাদের ধরতে পারলেই পুরস্কার! তাড়াতাড়ি চলে এসেছি আমি, অন্যেরা পৌঁছানোর আগে।'

'মানে?!' থতমত খেয়ে বলল মার্টি।

'তোমরা যে ট্রেন ডাকাতি করেছ, একথা সবাই জানে। দশ মাইলের মধ্যে যত লোক আছে, সবাই ছুটে আসছে তোমাদের ধরতে।'

'হায় খোদা!' আতঙ্কিত কণ্ঠে বলল মার্টি, তাকাল সঙ্গীর দিকে। 'তোমার টোপ ডিম পাড়তে শুরু করেছে, পার্টনার।' পরমুহূর্তে গাছপালার ফাঁকে নড়াচড়ার আভাস পেল ও। 'ওরা এসে গেছে!'

'পালাও, বাছা,' ছেলেটাকে বলল স্পেনসার। 'নইলে গুলি খাবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে দৌড় দিল ছেলেটা। পরমুহূর্তে সকালের

নির্জনতা খান খান করে দিল গুলির শব্দ, মার্টির একগজ দূরে ধুলো ছিটকে উঠল। চারদিকে তাকিয়ে খেপা গলায় মার্টি বলল, 'পুরো জঙ্গলটাই দেখছি ভরে গেছে।'

'দৌড়াও!' চেঁচিয়ে উঠল স্পেনসার। 'গোলাঘরে ঢুকে পেছনের দরজাটা আটকাও। আমি ঘোড়াগুলো নিয়ে আসছি।'

ছুট লাগাল দুই বন্ধু। আরও কয়েকটা বন্দুক গর্জে উঠল, কানের পাশ দিয়ে বিইঙঙ করে চলে গেল গুলি, ধারে কাছে মাটি ছিটকে উঠল। একবার পেছনে তাকাল মার্টি, আঁতকে উঠল। পিলপিল করে ঢাল বেয়ে নামছে সশস্ত্র মানুষেরা, শেষই হচ্ছে না। এই এলাকা নিঃসন্দেহে ঘনবসতিপূর্ণ, ভাবল সে। গোলাঘরে ঢুকেই পেছনের দরজাটা আটকে দিল মার্টি, স্পেনসার ঘোড়া নিয়ে আসার পর সামনেরটাও।

'আশা করি খুশি হয়েছ?' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মার্টি, কাঠের ফাঁক দিয়ে বাইরে নজর বোলাচ্ছে। 'নোটিশটা দারুণ কাজে দিয়েছে!'

'অন্তত একসঙ্গে সমস্ত প্রতিবেশীর সাথে তো দেখা হলো,' স্পেনসার বলল।

'ফাজলামি থামাও তো!' রেগে গিয়ে বলল মার্টি। 'এখানে জান নিয়ে টানাটানি...কী করবে ভেবেছ কিছু? ওই পাগলগুলোকে বোঝানোই তো মুশকিল হবে।'

'ভয় পেয়ো না,' বলল স্পেনসার। 'উপায় একটা বেরিয়ে যাবে।'

'ভয়! বললে এক্ষুণি বাইরে গিয়ে সবক'টাকে সাবাড় করে দিয়ে আসতে পারি।'

'অত বীরত্ব না দেখালেও চলবে,' দেয়ালের ফুটো দিয়ে বাইরে তাকাল স্পেনসার। 'হুঁ, সাহস আছে ব্যাটাদের। নদী পার হয়ে চলে আসছে। রিজের ওপরে ক'জন আছে কে জানে।'

পাহাড়ের ঢালে ধাক্কা খেয়ে গুলির শব্দ প্রতিধ্বনি তুলল।

গোলাঘরের পেছনের দরজায় একটা ফুটো সৃষ্টি হলো। তার থেকে চেঁচিয়ে উঠল কেউ, কিন্তু লোকজনের পায়ের আওয়াজে চাপা পড়ে গেল সেটা। ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দের মত কিছু শোনা গেল পেছনে। সেদিকে ছুটে গেল মার্টি। আরেকবার গুলির শব্দ হলো, তারপরই শোনা গেল রড স্যাভেজের পরিচিত কণ্ঠ।

'গোলাঘরের দিকে লক্ষ রাখো, টাইলার। হারামজাদারা এখন ঝোপের ভেতর লুকাচ্ছে কেন? কত্তো বড় সাহস! আমার পাতে হাত দেয়!'

'আমাদের উপকারী বন্ধুরা এসে পড়েছে, জিম,' ফুটো দিয়ে তাকিয়ে বলল মার্টি।

'আসবেই তো!' মুচকি হেসে বলল স্পেনসার। 'মানব চরিত্র হচ্ছে অসংখ্য পরিচ্ছদ বিশিষ্ট এক বই, মার্টি। আর এ মুহূর্তে যে পরিচ্ছদটা দেখছ, তা হচ্ছে "লোভ"।'

'আমার তো মনে হচ্ছে "দুর্ভাগ্য," ' মার্টি বলল। 'তল্লাটের সমস্ত সমর্থ লোক চলে এসেছে। কী যে হবে, ঈশ্বরই জানেন!'

এবার গোলাঘরের পেছন থেকে টাইলারের গলা শোনা গেল।

'গোলাঘরের উজবুকেরা শোনো, বাঁচতে চাইলে জলদি বেরিয়ে এসো। চাষাগুলোকে বেশিক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারব না আমরা।'

স্যাভেজ তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল। 'তুমি চুপ থাকো, গর্দভ! কার সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয় তাও জানো না। ব্যাপারটা আমাকে সামলাতে দাও।' কয়েক পা এগিয়ে এল সে। স্পেনসারদের উদ্দেশে বলল, 'কিছু মনে কোরো না, বন্ধুরা। কাল রাতে তো আমাকে বোকাই বানিয়ে দিয়েছিলে। আগেই যদি বলতে যে তোমরা আমাদের মত একই পথের পথিক, তা হলে এসব কিছুই ঘটত না। বিশ্বাস করো, তোমাদের টাকায় হাতও লাগাতাম না আমি। তোমাদের স্রেফ সাধারণ মুসাফির ভেবেছিলাম।'

'তুমি কি ক্ষমা চাইবার জন্যই ফিরে এসেছ?' বলতে বলতে সরতে থাকল স্পেনসার, শব্দের উৎস লক্ষ্য করে প্রতিপক্ষ গুলি চালালে তার শিকার হতে চায় না।

একটু নীরবতা। শেষে স্যাভেজ বলল, 'ব্যাপারটা কীভাবে নেবে জানি না, তবে তোমাদের বন্ধুত্ব চাই আমি।'

'হঠাৎ এই বদান্যতার কারণ?' বিদ্রূপ ঝরল স্পেনসারের কণ্ঠে।

'খামোকা লজ্জা দিয়ো না। তোমাদের ওপর আমার রীতিমত শ্রদ্ধা এসে গেছে। আট হাজার ডলার ডাকাতি—একী যা-তা কথা?'

'ছেঁদো কথা বাদ দিয়ে কেটে পড়ো!' পরামর্শ দিল মার্টি।

'আমাকে ভুল বুঝো না। পাহাড়ের দিকে তাকাও। ওরা সবাই এসেছে তোমাদের ধরতে। অথচ এই আমি তাদের দলে নই। আমি তোমাদের মঙ্গল চাই।'

'কেন, পুরস্কারটা মনে ধরেনি বুঝি?' সকৌতুকে বলল স্পেনসার।

'স্বগোত্রের সঙ্গে বেঈমানী করি না, তাই সরকারী পুরস্কারে আমার কোন আগ্রহও নেই,' বলল স্যাভেজ। 'তবে তোমরা যদি খুশি হয়ে ওই আট থেকে চার হাজার দাও তো ভিন্ন কথা।'

'খুশি হবার মত কিছু ঘটেছে কি?' চাঁছাছোলা গলায় জিজ্ঞেস করল মার্টি।

'ঘটবে,' আশ্বাস দিল গুপ্তাসর্দার। 'আমরা তোমাদের এখান থেকে বের করে নিয়ে যাব। একা চেষ্টা করে দেখতে পারো, তবে লাভ হবে না। ওই চাষারা ছিঁড়ে-খুঁড়ে খেয়ে ফেলবে তোমাদের। কিন্তু আমি থাকলে কিচ্ছু হবে না। চেঁচামেচি থেমে গেছে, খেয়াল করেছ? আমাকে ওরা যমের মত ডরায়। যদি শেল্টার দিই তো কারও বাপেরও সাধ্য নেই তোমাদের দিকে চোখ তুলে তাকায়। কী ভাবছ বলো?'

চিন্তা করার ভাব করল স্পেনসার, কিছুক্ষণ চুপচাপ রইল।

শেষে গোমড়া মুখে বলল, 'কাল রাতে টাকা কেড়ে নিয়ে কাজটা মোটেই ভাল করোনি তোমরা।'

'সেজন্য তো মাপ চাইলামই। ওটাকে নাহয় চার হাজারের অংশই ভেবে নাও।'

'না,' কড়া গলায় বলল স্পেনসার। 'পাহাড়ী শকুনদের বিশ্বাস করি না আমি। টাকা ফেরত দিয়ে প্রমাণ করো যে তোমাদের মনে কুমতলব নেই। তা হলে হাত মেলাব আমি।'

ওপাশে স্যাভেজ নীরব হয়ে গেল। বোধহয় কিছু চিন্তা করছে। মার্টি কাছে এসে ফিসফিসিয়ে বলল, 'তোমার মতলবটা কী, জিম?'

'ব্যাটারা টাকা ফেরত দিক, তারপর ওদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ব,' স্পেনসার জানাল।

'কোথাও যাবার কথা ছিল না আমাদের। আচ্ছা নাহয় গেলাম...তারপর? চার হাজার ডলারের জন্য ওরা আমাদের চামড়া খুলে ফেলবে, জিম! সেটা সামাল দেবে কীভাবে?'

'স্বীকার করছি, ঠিক যেভাবে চেয়েছিলাম, সেভাবে সব ঘটছে না,' মাথা ঝাঁকাল স্পেনসার। 'আপাতত ভাগ্যের ওপর কিছুটা তো নির্ভর করতেই হবে। সুযোগ বুঝে ঠিক চালটা দিলেই পাশার ছক আবার আমাদের দিকে চলে আসবে।'

ঠিকই বলছে জিম–ভাগ্যের ওপর নির্ভর করতে হবে, ভাবল মার্টি। ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মত অবস্থা হয়েছে ওদের। এখন গুণ্ডাদের সাহায্য না নিয়ে উপায় নেই। উত্তেজিত জনতার মত ভয়ঙ্কর আর কিছু নেই দুনিয়ায়। মবের হাতে অনেক লোককে মরতে দেখেছে সে, সেগুলো কোন সুখকর দৃশ্য ছিল না। নিজের কপালেও এমন কিছু ঘটবে, কল্পনাও করতে পারে না ও।

দরজায় রড স্যাভেজের পায়ের শব্দ শোনা গেল। তলা দিয়ে টাকাগুলো ঢুকিয়ে দিয়ে সে বলল, 'এই নাও তোমাদের টাকা। আগেই বলেছি, আমার মধ্যে কোন ছলচাতুরি নেই, সিধে ব্যবসা

পছন্দ করি। তোমাদেকে পরের কাউন্টিতে অক্ষত পৌঁছে দেব, এই আমার ওয়াদা।'

'কী আমার ওয়াদাকারী রে!' বিড়বিড় করল মার্টি।

তাড়াতাড়ি টাকাগুলো তুলে নিয়ে গুনে দেখল স্পেনসার। সন্তুষ্ট হয়ে ট্যাঁকে গুঁজল।

'বেরিয়ে এসো,' স্যাভেজের গলা শোনা গেল। 'চাষাগুলো অধৈর্য হয়ে উঠছে। তাড়াতাড়ি রওনা হতে হবে আমাদের।'

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল দুই বন্ধু। ভেতরে ভেতরে টেনশন অনুভব করছে দু'জনেই। সেইসঙ্গে উত্তেজনা। স্পেনসারের চোখ জ্বলজ্বল করছে, আর মার্টির নিষ্ঠুর মুখে আরও কয়েকটা ভাঁজ সৃষ্টি হয়েছে। স্যাডলে চড়ে বসল ওরা।

বেরুনোর রণকৌশল ঠিক করে দিল মার্টি, 'তুমি স্যাভেজ শুয়োরটার পাশাপাশি এগিয়ো, আমি সবার পেছনে থাকব। গোলমালের আশঙ্কা দেখলে কাশি দিয়ে তোমাকে সাবধান করে দেব। গোলমাল তো করবেই, দেখা যাক সবার আগে কার পটল তোলার খায়েশ হয়।'

'তুরুপের তাস কার হাতে থাকে সেটাই কথা,' বলে ঝুঁকে গোলাঘরের দরজা ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলল স্পেনসার।

বেরিয়ে এল দুই বন্ধু। গোলাঘরের কোণ ঘুরতেই পাঁচ গুণ্ডাকে চোখে পড়ল, ঘোড়ার পিঠে বসা। টাইলারের ঠোঁটে সেই কপট হাসিটা লেগেই আছে, তবে স্যাভেজ ভাবলেশহীন। দলের বাকি তিনজন শান্ত হয়ে বসে, সম্ভবত স্পেনসারদের কাছ থেকে কোন ভুলের আশায় আছে। তবে দুই বন্ধু অনেক বেশি সেয়ানা, অসময়ে লড়াই এড়ানোর সমস্ত কায়দাই জানে। চলা থেকে থামলই না ওরা, স্পেনসার গিয়ে দলনেতার চারপাশে ঘুরপাক খেতে থাকল, আর মার্টির অবস্থান হলো পেছনে।

'চলো, যাওয়া যাক,' বলল স্যাভেজ।

রিজের ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল ছোট্ট দলটা। নদীর ওপার থেকে একটা গুলির আওয়াজ হলো। ঘাড় ফিরিয়ে ওরা দেখল, বাউন্টি শিকারীদের তৎপরতা আবার শুরু হয়েছে। সম্ভবত শিকারদের চলে যেতে দেখে তাদের মাথায় আগুন ধরে গেছে।

পলায়নপর দলটা রিজের চূড়ায় উঠে এল খানিক পরেই, তারপর উল্টোদিকের ঢাল বেয়ে তীব্রবেগে নামতে শুরু করল।

'পাপি-ট্যাসির ভয় কোরো না,' স্যাভেজ বলল। 'ওই ব্যাটারা ভীতুর ডিম। আমার সঙ্গে লাগার সাহস নেই। বৌ-বাচ্চার ভয় আছে না? তা ছাড়া ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যাক, তা-ই বা কে চায়?'

'মানব চরিত্র হচ্ছে অসংখ্য পরিচ্ছদ বিশিষ্ট এক বই,' দার্শনিকের সুরে বলল স্পেনসার।

'ভুল বললে,' স্যাভেজ মাথা নাড়ল। 'একটা জিনিসই আছে মানুষের জীবনে—জানের মায়া।'

'সেটা নির্ভর করে পরিস্থিতির ওপরে,' স্পেনসার বলল। 'সামনের দিকে তাকিয়ে দেখ,' রুক্ষ ঊষর একটা এলাকার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। প্রকৃতির কী বিচিত্র খেয়াল, মনে হচ্ছে সমতলটাকে অসংখ্য ফাটল দিয়ে ভাগ করে দিয়েছে। ও বলে চলল, 'একা একা পিঠ বাঁচিয়ে চলা যায়। কিন্তু যখন কারও কাঁধে আর দশটা মানুষের জীবনের জিম্মা এসে পড়ে, তখন তার সাহসী না হয়ে উপায় থাকে না।'

'সাহস, হাঃ! ওদের সবক'টাকে লুট করেছি আমি, ওদের বাড়িতে গিয়ে! টুঁ শব্দটাও করেনি।'

'নিশ্চয়ই ওরা তখন দলে ভারি ছিল না,' বলল স্পেনসার, টাইলার যে কাছে আসার চেষ্টা করছে, বুঝতে পারছে।

'দলে ভারি থাকলেও কিস্যু করতে পারত না। জলে নেমে কেউ কুমিরের সাথে বিবাদ করে?'

'তোমার এখনও অনেক কিছু শেখার আছে,' মন্তব্য করল

স্পেনসার।

পর পর কয়েকটা গিরিসংকট পেরিয়ে এল ওরা। সামনে একটা সমতল ভূমি চোখে পড়ল, ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে বেশ কিছু পাইন গাছ জন্মেছে তাতে। লাভা পাথরের দেখা মিলল, দূরে তুষারাবৃত শৃঙ্গ নিয়ে একটা পর্বত দাঁড়িয়ে আছে।

এই-ই সময়!

রাশ টেনে অ্যাপালুসাটাকে দাঁড় করাল স্পেনসার। স্থির দৃষ্টিতে তাকাল সামনের দিকে, যেন বিপদের আশঙ্কা করছে।

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল স্যাভেজ।

ঘাড় ফেরাল স্পেনসার, সবাই দাঁড়িয়ে পড়েছে। মার্টিকে ইশারা দেবার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল, তারপর ঘোড়াটাকে সামলাবার ভঙ্গিতে জটলা থেকে কয়েক ফুট এগিয়ে গেল।

'ঝামেলা পাকানোর জন্য দিনটা চমৎকার,' বলতে বলতে দলটার দিকে ঘোড়া ঘোরাল ও।

থমকে গেল স্যাভেজ। জিমের রাইফেলটা সরাসরি তার পেটের দিকে তাক করা, তার বিশাল দেহ ওকে আড়ালও দিচ্ছে ভালভাবে।

'চুপচাপ বসে থাকো, শয়তানের দোসরেরা!' পেছন থেকে মার্টির চিৎকার শোনা গেল। 'নইলে খুলি উড়ে যাবে!'

'এ সবের মানে কী?' রাগী গলায় জিজ্ঞেস করল স্যাভেজ।

'মানে হচ্ছে তুরুপের তাস আমাদের হাতে,' স্পেনসার হাসছে। 'তোমাদের খেল খতম।'

অসহায় দিকটা টের পেল গুণ্ডাসর্দার। আচমকা থেমে পড়ায় তারা পাঁচজন পুরো জটলা পাকিয়ে ফেলেছে। আর সামনে পেছনে থেকে জটলাটাকে কাভার করছে স্পেনসার আর মার্টি। কয়েক সেকেণ্ড চুপ রইল সবাই। শেষে অভিযোগের সুরে স্যাভেজ বলল, 'তুমি কিন্তু চুক্তি ভঙ্গ করছ!'

'সে তো তুমিও ভাঙতে। সেধে কী করে নিজের গলায় ছুরি

চালাতে দিই, বলো?' স্পেনসারের মুখের হাসি আরও প্রসারিত হলো। 'শোনো, খামোকাই এতসব ঝামেলা কাঁধে নিয়েছ তোমরা। আমরা কোন ট্রেন ডাকাতি করিনি। ওই নোটিশটা ছিল স্রেফ একটা টোপ, তোমাদেরটার মত। আমিই লিখেছি ওটা। কী জানো, আমাদের টাকা হজম করা এত সোজা নয়। আমরা হলাম গিয়ে সাতঘাটের পানি খাওয়া লোক, আর তোমরা দুগ্ধপোষ্য শিশু। দেখেছ, কী সুন্দর নিজ থেকেই টাকা ফেরত দিয়ে গেলে?'

'ধাপ্পা দিচ্ছ তোমরা, ধাপ্পা!' চেঁচিয়ে উঠল স্যাভেজ। 'আমাদের বখরা দিয়ে যাও বলছি!'

'যেখানে মালই নেই সেখানে বখরার প্রসঙ্গ আসে কোত্থেকে?' বলল স্পেনসার। 'যাও বাছারা, বাড়ি যাও। আমাদের জমি থেকে একশো হাত দূরে থেকো। আজ এমনি এমনি ছেড়ে দিচ্ছি, পরেরবার কিন্তু গাছে লটকে দেব। আর তোমার যা ওজন, গাছে টাঙাতে আমাদের বেশ কষ্ট হবে।'

'কেন, বন্দুক চালাতে জানো না? সাহস থাকে তো এসো না লড়াই করতে!'

'শো-ডাউন চাও?' বলল স্পেনসার, অ্যাপালুসাটাকে পাঁজরে গুঁতো দিয়ে পিছাতে শুরু করল ও। 'আমি সদা প্রস্তুত!'

হাব-ভাব সুবিধের নয়, মার্টিও পিছাতে শুরু করল।

অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে গুণ্ডাসর্দার। পিস্তলের দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে আবার থেমে গেল। র‍্যাটার হয়তো শুভ বুদ্ধির উদয় হয়েছে, ভাবল স্পেনসার। নার্ভে একটু ঢিল দিল ও। পরমুহূর্তেই চোখের কোণে নড়াচড়া ধরা পড়ল। হোলস্টারের দিকে হাত বাড়াচ্ছে স্যাভেজের এক চ্যালা!

গর্জে উঠল স্পেনসারের রাইফেল। চোখ-মুখ উল্টে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেল লোকটা। বিচ্ছিরি ভাষায় গাল দিয়ে উঠল স্যাভেজ, সেও হাত বাড়াল ড্র করতে।

কাত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল স্পেনসার। হারামজাদা

মারাত্মক ফাস্ট, ঘোড়ার পিঠে থাকলে এতক্ষণে লাশ হয়ে পড়ে যেত!

অ্যাপালুসাটা ছুটে চলে গেল একদিকে, আড়াল হারাল ও। নিজেকে নাঙ্গা মনে হলো ওর। স্যাভেজ আবার গুলি ছুঁড়তে যাচ্ছে, দেরি না করে শোয়া অবস্থাতেই ট্রিগার চেপে দিল স্পেনসার, ভালমত লক্ষ্যস্থিরও করেনি। প্রতিপক্ষের কাঁধে লাগল গুলি। হাত থেকে পিস্তল খসে পড়ল, পাক খেয়ে স্যাডল থেকে ভূপাতিত হলো দস্যুসর্দার। তার বুলেট স্পেনসারের কান ঘেঁষে চলে গেল।

দৈত্যটার প্রাণশক্তি আছে বলতে হবে, মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। সূর্যের আলোতে হাতে ধরা ছুরির ফলাটা ঝকমক করে উঠল। প্রমাদ গুনল স্পেনসার, উঠে দাঁড়াবার সময় পাবে না, তার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়বে প্রতিপক্ষ। নড়ল না ও, শত্রুকে কাছে আসতে দিল। তারপর শেষ মুহূর্তে স্যাভেজ যেই লাফ দিতে যাবে, তার দুই উরুর সন্ধিস্থলে গায়ের জোরে একটা লাথি হাঁকাল।

আর্তনাদ করে উঠল গুণ্ডাসর্দার, আহত স্থানটা চেপে ধরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মাটিতে। ধীরে সুস্থে উঠে দাঁড়াল স্পেনসার। মনের সাধ মিটিয়ে একটা লাথি কষল স্যাভেজের চোয়ালে, বিনা প্রতিবাদে জ্ঞান হারাল সে; মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। এতক্ষণে অন্যদিকে তাকাবার ফুরসত মিলল।

স্যাভেজের অন্য দুই চ্যালাকে সাবাড় করেছে মার্টি, পিস্তলে ওর হাত দারুণ চালু। টাইলারও আহত, শরীরের একটা পাশ রক্তে রঞ্জিত—ব্যথায় কাতরাচ্ছে, মুখ থেকে কপট হাসিটা উধাও হয়েছে।

'আফসোস,' জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করল স্পেনসার। 'লোকে নিজের ভালটা বুঝে না!'

দূরে চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে। ঘাড় ফিরিয়ে দুই বন্ধু দেখল,

আট-দশজনের একটা পাসি ঘোড়ায় চড়ে ছুটে আসছে।

'যাক,' হাসল স্পেনসার। 'এই অঞ্চলের সমস্ত লোক অন্তত কাপুরুষ নয়।'

'সামলাবে কীভাবে ওদের?' ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল মার্টি।

'চিন্তা কোরো না,' জিম বলল। 'এরা পাগলা জনতা নয়, অল্প ক'জন মানুষ। কথা বলার সুযোগ পাওয়া যাবে। আরেকটা নোটিশ লিখে দেখাব। তা হলেই প্রমাণ হয়ে যাবে, প্রথমটাও আমারই লেখা।'

'যদি না মানে?'

'তা হলে বেইক কাউন্টিতে বেড়াতে যাব আরকী। ওখানে গেলেই সমস্ত সন্দেহের অবসান ঘটবে। তা ছাড়া বোনাস হিসেবে এই দুই হারামজাদাকে তো ওদের হাতে দিচ্ছিই। যাক্‌গে, এখন আসল কথা ভাবো। পীচ আর স্ট্রবেরির চারা কোথায় পাওয়া যাবে?'

পাসি এসেছে। দু'হাত মাথার ওপর তুলে এগুতে শুরু করল ওরা।

দু'জনেরই মনে ভবিষ্যতের স্বপ্ন।

নিজের জমি। নিজের ঘর...

ইসমাইল আরমান

মৃত্যু সুনিশ্চিত

ডেডআই ডিক সাবধানী লোক। তার বয়স বিয়াল্লিশ। পেশাদারী খুনি হওয়া সত্ত্বেও এতদিন যখন বেঁচে আছে, তাকে সাবধানী না বলে উপায় কী? এই সতর্ক হবার শিক্ষা সে পেয়েছে পনেরো বছর আগে, প্রথম লোকটাকে খুন করার সময়। লড়াইটা হয়েছিল মুখোমুখি, লোকটাকে পেড়ে ফেলতেও অসুবিধে হয়নি। অসুবিধে হলো পরে। পুরো একটা লিঞ্চিং মব তার পেছনে লেগে গেল।

সেই থেকে সে সদা সতর্ক। প্রতিটা কাজ হাতে নেবার পর এমনভাবে কৌশল ঠিক করে যেন যুদ্ধে যাচ্ছে। কেননা এই পেশায় জীবনের ইতি ঘটাতে একটা ভুলই যথেষ্ট। বছরের পর বছর গবেষণা করে নিজস্ব একটা পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে সে যাতে ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

ব্যাক ট্রেইল এলাকায় প্রবেশ করে সে। শিকারের ওপর আড়াল থেকে বেশ কয়েকদিন নজর রাখে, তার অভ্যাসগুলো জেনে নেয়। তারপরই সে পা বাড়ায়। শিকারকে সম্পূর্ণ একা অবস্থায় আক্রমণ করে। খেয়াল রাখে, যেন আশেপাশে কোন কাভার না থাকে। প্রথম গুলিটা ফস্কালেও শিকার তা হলে আড়াল নিতে পারে না, দ্বিতীয় গুলি ছোঁড়ার সুযোগ পাওয়া যায়। লোকটা ঘোড়ার পিঠে থাকলেও চলবে না, ভয়ার্ত ঘোড়া আরোহীকে নিয়ে পালিয়ে যেতে পারে; তাই তাকে থাকতে হবে মাটিতে। এক গুলিতেই কাজ সারে ডিক এবং আজ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়নি।

কাজেই ডিক মিলার থেকে সে হয়ে গেছে ডেডআই ডিক

যার নাম শুনলেই লোকে বলে, 'মৃত্যু সুনিশ্চিত'।

খুব লম্বা নয় সে, গায়ের গড়ন মাঝারি, মুখ সরু এবং কঠোর। মাথায় একটা সরু রিমের হ্যাট, পরনে নীল রঙের একটা শার্ট আর জিন্স। কোট একটা আছে, তবে সেটা পরার ধাত নেই তার—বেশিরভাগ সময় বেডরোলের সঙ্গেই বাঁধা থাকে।

এই মুহূর্তে ডেডআই ডিক উপুড় হয়ে শুয়ে আছে বাফেলো রিজের চূড়ায়, পাইন বনের ছায়ায়। রিজের নীচে ডি.এইচ র‍্যাঞ্চের বিস্তৃত সবুজ উপত্যকা। সেখানে এই মুহূর্তে একজন মাত্র মানুষ রয়েছে—তাকেই খুন করতে এসেছে সে। মানুষটার নাম কেভিন স্পেডার।

'ওকে অবহেলার চোখে দেখো না,' মক্কেল তাকে সাবধান করে দিয়েছে। 'লোকটা গানফাইটার নয় বটে, তবে শক্ত পাল্লা। সহজে ভয় পায় না। আমরা চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি।'

এসব কথায় ডিক শুধু একটা হাই তুলেছে। প্রতিপক্ষকে কোন সুযোগই দেয় না সে। শিকার দক্ষতা দেখাবার সুযোগ পাবে কোত্থেকে! মানুষ অভ্যাসের দাস, আর সেখান থেকেই তাদের দুর্বলতা খুঁজে বের করে সে। কিন্তু আজ পঞ্চম দিনে এসে আগের সেই আত্মবিশ্বাস অনুভব করতে পারছে না ডিক। এই লোকটা ব্যতিক্রম—আর সবার চেয়ে।

প্রথম তিনটে দিন স্পেডার একটা বাঁধাধরা রুটিন মেনে চলেছে। ভোর সাড়ে পাঁচটায় ঘর ছেড়ে বেরোয় সে, আস্তাবলে গিয়ে ঘোড়াকে দানাপানি খাওয়ায়। তারপর সেটার শরীর দলাইমলাই করে। কাউকে এত সময় নষ্ট করে ঘোড়ার যত্ন নিতে দেখেনি আগে ডিক। কাজ শেষে স্পেডার বাড়ির ভেতরে গিয়ে কাঠের বালতি হাতে বেরোয়। দরজা থেকে চল্লিশ কদম দূরে ঝর্না, সেখান থেকে পানি এনে নাশতা তৈরি করে।

দ্বিতীয় দিনে ডিক সিদ্ধান্ত নিল, এই-ই যদি শিকারের অভ্যাস হয়, তা হলে কাজ সারার জন্যে আস্তাবলটাই আদর্শ। জায়গাটা

খোলামেলা, লোকটাও বলতে গেলে এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকে। দুর্ভাগ্যক্রমে যদি প্রথম গুলি মিস্‌ও হয়, রাইফেল রিলোড করার মত যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে। আশেপাশে চল্লিশ গজের ভেতর স্পেডারের কোন কাভার নেই। নিজের জন্যে সে যে জায়গাটা ঠিক করেছে, সেটাও চমৎকার। শিকার তাকে দেখতে পাবে না। আরও একটা দিন অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল সে।

তৃতীয় দিনেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। আর দেরি করা চলে না। কালই কাজ সারতে হবে, ঠিক করে ফেলল সে।

নিজের অস্তিত্ব গোপন করার জন্যে সব রকম ব্যবস্থাই সে নিয়েছে। ক্যাম্পটা ছ'মাইল দূরে; নজর রাখার জন্যে একই জায়গা পরপর দু'বার ব্যবহার করেনি, বিনকিউলারও ছায়ার ভেতর থেকে ব্যবহার করেছে, যাতে লেন্সের ওপর রোদ পড়ে ঝিক করে না ওঠে। কিন্তু ডেডআই ডিকের জানা নেই, সব চেষ্টাই বিফলে গেছে। শিকারী নিজেই এখন পরিণত হয়েছে শিকারে।

চতুর্থ দিন ভোরে অন্যরকম ঘটনা ঘটল। ডিক পজিশন না নিতেই স্পেডার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। আস্তাবলে যাবার বদলে সে বাড়িটাকে একবার চক্কর দিল। তারপর পেছনে অদৃশ্য হয়ে গেল। এই আকস্মিক পরিবর্তনে ডিক বোকা বনে গেল, তবে দমল না। লোকটা যাবে কোথায়? পুরানো অভ্যাসে তাকে ফিরতেই হবে। হঠাৎ আস্তাবলে একটা নড়াচড়া হলো। চোখ ফিরিয়ে সে দেখল ঘোড়াটা একটি বালতি থেকে খাবার খাচ্ছে, অথচ কেভিন স্পেডারকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না! লোকটা ঘোড়াকে খাবার দিল কখন?

অবাক হবার তখনও কিছু বাকি ছিল। হঠাৎ স্পেডার আবার উদয় হলো। পানি নিয়ে ঝর্না থেকে ফিরছে। ওখানে গেল কী করে ও? কেবিনের কোনায় পৌঁছে থামল একবার। চোখের সামনে হাত তুলে ট্রেইলের দিকে তাকাল। কাউকে কি আশা

করছে?

বাড়ির ভেতর এবার ঢুকে পড়ল স্পেডার। একটু পরেই চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উঠতে শুরু করল। নাশতা বানাচ্ছে সে। কমপক্ষে এক ঘণ্টা এ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। কিন্তু ডিক পুরোপুরি ধাঁধায় পড়ে গেছে। স্পেডার বাড়ির চারপাশে চক্কর দিল কেন? আস্তাবল আর ঝর্নায়ই বা তার অলক্ষে পৌঁছুল কীভাবে? ট্রেইলের দিকেই বা ওভাবে তাকাচ্ছিল কেন? কারও কি আসবার কথা? নাকি সে কিছু সন্দেহ করেছে?

দূর! তা কী করে হয়? ডিকের অস্তিত্ব কাক-পক্ষীও টের পায় না, আর কেভিন স্পেডার তো সামান্য মানুষ! তবে অসঙ্গতিগুলোরও ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না। মানুষ তো সহজে দৈনন্দিন অভ্যাস পাল্টায় না। মাথা বেশি গরম না করে চিন্তায় ক্ষান্ত দিল ডেডআই। স্পেডারকে সে অচিরেই খতম করবে। শুধু একটু দেখা দরকার, ট্রেইল ধরে সত্যিই কেউ আসে কিনা।

দিনের প্রথম সিগারেটটা শেষ করে এনেছে, এমন সময় হঠাৎ একটা লোককে ট্রেইল ধরে আসতে দেখা গেল, কখন যে উদয় হয়েছে ডিক টেরই পায়নি। নবাগত বিশালদেহী, পরনে বাকস্কিনের শার্ট, কাঁধে রাইফেল। চওড়া কার্নিসঅলা হ্যাটের জন্যে চেহারা দেখা গেল না। স্পেডারের দরজায় টোকা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল সে। এদিকে ডেডআইয়ের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। কে এই নবাগত? কোত্থেকে এল, কেনই বা এল?

তার জানার কথা নয়, লোকটা কেভিন স্পেডার নিজেই। বাকস্কিনের তলায় একগাদা কাপড় পরে বিশালদেহী সেজেছে সে, হ্যাটের কার্নিস দিয়ে চেহারা ঢেকেছে। কেবিনে ঢুকে আলগা কাপড়-চোপড় খুলে ফেলল স্পেডার। পোড়খাওয়া মানুষ সে, র‍্যাঞ্চটাও নিজের নয়–বন্ধু ডেভিড হরনেটের। বেচারা ক'দিন আগে দখল নিয়েছে এ জায়গার, কিছুই গুছিয়ে উঠতে পারেনি। এ অবস্থায় তার সন্তানসম্ভবা স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাকে নিয়ে

গেছে পুবে, চিকিৎসার জন্যে। যত দ্রুত সম্ভব ফিরবে, কথা দিয়ে বন্ধু স্পেডারের হাতে তুলে দিয়ে গেছে র‍্যাঞ্চ-ওর ওপর ডেভিডের অগাধ আস্থা।

কিন্তু বেশ কিছু লোকের কুনজর পড়েছে জায়গাটার ওপরে-তার মধ্যে মার্কাস গিল্ডলিই সবচে ভয়ঙ্কর। মালিক নেই, র‍্যাঞ্চ জবরদখল করার জন্যে এরচেয়ে ভাল মওকা আর হতে পারে না। বাধা শুধু স্পেডার। প্রথমে ওকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছে গিল্ডলি, কাজ হয়নি। শহরে গানফাইটেও নামানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু গিল্ডলিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল তার চেলাচামুণ্ডারা। তাই স্পেডার ওই ফাঁদে পা দেয়নি।

এরপর বেশ কয়েকদিন চুপচাপ কেটেছে; কিন্তু স্পেডার তার সতর্কতায় ঢিল দেয়নি। ও ভাল করেই জানে, গিল্ডলির মত লোকেরা সহজে ক্ষান্ত হয় না। ভেতরে ভেতরে ঠিকই মতলব আঁটছে। ওর অনুমান সঠিক প্রমাণিত হলো। একদিন সকালে করালে যাবার পথে রিজের চূড়ায় হালকা নড়াচড়ার আভাস পেল ও। তৎক্ষণাৎ ঘাড় ফেরাল না। ঘোড়াকে যথারীতি খাবার দিল, তারপর দলাইমলাইয়ের ফাঁকে চূড়াটা পর্যবেক্ষণ করল। তেমন কিছু দেখা গেল না, তবে যদ্দূর গেল তা-ই যথেষ্ট। ও দেখল, গাছের ডাল থেকে একটা পাখি আচমকা কোনরকম জানান না দিয়ে ছটফট করে উড়ে চলে গেল। ভয় পেয়েছে ওটা, গাছের নীচে কিছু একটা নড়ে উঠেছে। আর, কিছু একটা মানে, অনেক কিছুই হতে পারে।

ডেডআই ডিক স্পেডারকে নজরে রেখেছে ঠিকই, তবে তার একটা অভ্যাস সে টের পায়নি। সেটা হলো, স্পেডার নিশাচর। রাতের তারা, অন্ধকার আর নৈঃশব্দ্যের ভক্ত সে ছোটবেলা থেকেই। রাতের খাবারের পর সে ঘুরে বেড়ায় পথে-প্রান্তরে। এই একাকীত্বই তার মনে সন্দেহবাতিকতার জন্ম দিয়েছে।

সকালের ঘটনার পর সেদিন রাতেও স্পেডার বের হলো,

তবে বাড়তি সতর্কতার সঙ্গে। পায়ে দিল মোকাসিন, যেন নিঃশব্দে চলতে পারে। র‍্যাঞ্চের পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছুনোর পর সে নাকে ধুলোর গন্ধ পেল। একটা মৃদু শব্দও শোনা গেল, যেন কোন ঘোড়া মাটিতে পা ঠুকছে।

দুটো স্বল্প-ব্যবহৃত ট্রেইলের সংযোগস্থলে দাঁড়িয়ে ছিল সে। খুরের শব্দটা মনে হলো দক্ষিণে স্প্রীং ক্রীক ট্রেইল থেকে আসছে। কিন্তু রহস্যময় রাইডার কোথায় যেতে পারে? যদি র‍্যাঞ্চে না গিয়ে থাকে, তা হলে নিশ্চয়ই বাফেলো রিজে।

চিন্তিত মনে র‍্যাঞ্চে ফিরল স্পেডার। ওই রাইডার যদি সকালেও বাফেলো রিজে থেকে থাকে, তার মানে সারাটা দিনই ওখানে কাটাচ্ছে। কিন্তু কেন? সহজ, র‍্যাঞ্চের ওপর চোখ রাখছে। অবশ্য ওর ভুলও হতে পারে। পাখিটা হয়তো সাপ বা পাহাড়ি সিংহ দেখে ভয় পেয়েছিল। তবে খারাপটার জন্যে তৈরি থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

পরদিন ভোরে আলো ফোটার এক ঘণ্টা আগেই ও কেবিন ছাড়ল। স্প্রীং ক্রীক ট্রেইলের কাছাকাছি গিয়ে লুকিয়ে রইল। রহস্যময় রাইডারের মুখোমুখি হলো না বটে, লোকটা সদাসতর্ক—তবে তার কাশির আওয়াজ, ঘোড়ার পা ঘষটানোর শব্দ শুনতে পেল। বুঝল, লোকটা বাফেলো রিজে গিয়ে উঠেছে। সন্তর্পণে বেরিয়ে ট্র্যাক পরীক্ষা করল ও।

ঘোড়াটাকে বেশ কিছু দূরে রেখে এসেছিল, এবার সেটায় চড়ে র‍্যাঞ্চে ফিরল। সোজা ফিরল না ও। র‍্যাঞ্চের উত্তর প্রান্তে একটা সরু গভীর নালা আছে। জায়গাটা ঘাসে ঢাকা, রিজের চূড়া থেকে দেখা যায় না। নালা ধরে কেবিনে ফিরে এল ও, প্রতিপক্ষের অজ্ঞাতে। তারপর যথাসময়ে রোজকার মত কাজে নেমে পড়ল। রিজের দিকে মনোযোগ দিল না ও, আবার খোলা জায়গায়ও বেশিক্ষণ থাকল না।

ঘরে বসে ব্রেকফাস্ট তৈরি করার সময় পরিস্থিতিটা খতিয়ে

দেখল স্পেডার। সন্দেহ নেই, ওর ওপর নজর রাখা হচ্ছে। কেন রাখা হচ্ছে, সেটাও পরিষ্কার। তবে খুনিকে যতটা সতর্ক দেখা যাচ্ছে, তা চিন্তার বিষয়। লোকটা বিপজ্জনক, তাকে হালকাভাবে নেয়া যাবে না।

কিন্তু সে এখনও আঘাত হানেনি কেন? নিশ্চয়ই সুযোগের অপেক্ষায় আছে।

স্পেডার পুরো অবস্থাটাকে আগাগোড়া বিচার করল। নিজেকে না-দেখা খুনির জায়গায় কল্পনা করল। পরদিন সকালে নতুন রাস্তা ধরল। কেবিনের চারপাশে চক্কর দেয়া, আড়াল থেকে ঘোড়াকে খাবার দেয়া, নালা ধরে ঝর্না পর্যন্ত গিয়ে পানি আনা, সবই তার অংশ। রিশালদেহীর নাটকটা সাজিয়েছে শত্রুকে ভড়কে দেয়ার জন্যে। লোকটা তাকে একা না পাওয়া পর্যন্ত গুলি করবে না।

এ-সবই ও করছে খানিকটা সময় পাবার জন্যে। শেষপর্যন্ত ওই লোকটার মুখোমুখি হতেই হবে। ইত্যবসরে ও ভেবে বের করার চেষ্টা করল, আক্রমণটা কখন এবং কোথায় আসতে পারে, কোত্থেকেই বা গুলিটা করা হবে। এ ব্যাপারে ডেডআই আর ওর চিন্তা একই খাতে প্রবাহিত হলো।

স্পেডারও সিদ্ধান্তে এল, দলাই-মলাইয়ের সময়টাই আদর্শ। ঘোড়াটা ওর জানের জান, প্রচুর সময় নিয়ে ছোট্ট শিশুর মত ওটার যত্ন নেয় ও। বাফেলো রিজ থেকে নেমে আসা ছোট্ট ক্রীকটা পজিশন নেবার জন্যে সবচে' ভাল জায়গা। গোপনে সেটা দেখে এল ও। হ্যাঁ, আবছা কিছু ট্র্যাক আছে। মানে খুনি ইতোমধ্যেই জায়গাটা রেকি করে গেছে।

রাতের খাবার খেতে খেতে স্পেডারের মাথায় চিন্তার ঝড় বয়ে গেল। পাহাড়ের মাথায় লোকটা ভয়ঙ্কর, এখনও তাকে দেখা যায়নি। দ্রুত একটা পাল্টা ব্যবস্থা নিতে হবে। নইলে সমূহ বিপদ। লোকটার পরিচয় জানা নেই, তবে এটা নিশ্চিত, তাকে

ভাড়া করেছে মার্কাস গিল্ডলি।

কেভিন স্পেডার বন্দুকবাজ নয়, তবে চাইলে হতে পারত। বন্দুকে তার হাত যে মন্দ নয়, সেটা ইয়োলোজ্যাকেটের বাসিন্দারা কয়েক বছর আগে ঠিকই টের পেয়েছে। স্পেডার অন্য ধাতের মানুষ, খেপে গেলে বাঘের গুহায় ঢুকে বাঘকে লেজ ধরে টেনে নিয়ে আসবে–ভয় পাবে না। রাগলে মরণের পরোয়া করে না সে।

এই মুহূর্তে সে রাগছে। শিকারে পরিণত হওয়াটা ওর মোটেই পছন্দ নয়। দরকার হলে বন্দুকের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে, লড়াই করে পুরুষের মত মরবে। এতদিন সেভাবেই লড়েছে। কিন্তু কেউ আড়াল থেকে ওর পিঠে গুলি করবে, এটা সহ্য করা যায় না। কাজটা বিপজ্জনক, কিন্তু এর একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়বে বলে ঠিক করল স্পেডার। প্রথমে ধরবে পাহাড়ের মাথার ওই হারামজাদাকে, তারপর মার্কাস গিল্ডলিকে।

স্পেডার কঠিন প্রকৃতির মানুষ হলেও পশ্চিমের লোকদের ভেতর যে স্বাভাবিক রসবোধ থাকে, তা হারিয়ে ফেলেনি। হঠাৎ ওর মাথায় একটা আইডিয়া খেলে গেল। পাহাড়ের মাথার ওই গাধাটাকে বোঝানো দরকার যে, ও সব বুঝে ফেলেছে।

বেলচা নিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল ও। সামান্য দূরে গিয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু করল। ব্যাপারটা অচিরেই ডেডআইয়ের চোখে পড়ল। ধড়মড়িয়ে উঠল সে। তার চোখ আরও কপালে উঠল গর্তের আকার দেখে–ছ'ফুট বাই তিন ফুট। একটা কবর খুঁড়ছে কেভিন স্পেডার!

খুঁড়তে খুঁড়তেই ঘাতকের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে গেল স্পেডারের মনে। মনে পড়ল ঠিক এরকম কয়েকটা ঘটনার কথা। নিঃসঙ্গ মানুষ আড়াল থেকে গুলি খেয়ে মারা পড়েছিল প্রতিবার। বেশিদিন আগের কথা নয়। ওকলাহোমায় রীতিমত আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছিল এই খুনি। একান-ওর্কান হয়ে স্পেডারের কানেও

এসেছিল নামটা।

ডেডআই ডিক! যাকে লোকে বলে 'মৃত্যু সুনিশ্চিত'!

কেবিনে ফিরে এসে স্পেডার চুলায় কফিপট চড়াল। তারপর চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়ল।

ডেডআই ডিক সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। পুরোটাই গুজব, অথবা অলীক কাহিনি। কোন এক র‍্যাঞ্চার একটা রেঞ্জ ওয়ারের শুরুতে প্রথম তার নাম উল্লেখ করে। বলে, কাউকে খতম করতে চাইলে ডিকই সবচে' আদর্শ। কথাটা হালকা শোনালেও পেছনে কিছু সত্যতা ছিল। এরপর ধীরে ধীরে নামটা ছড়িয়ে পড়তে থাকে, সঙ্গে আজগুবি গল্প-গাঁথাও। অথচ কোথাও কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছিল না। মনে হয় অল্প কিছু ক্ষমতাবান লোকই জানে, কখন কোথায় ডিককে পাওয়া যাবে।

ওকলাহোমার খুনগুলোর জন্যে ডেডআই ডিককে দায়ী করা হয়। তাকে নিয়ে লোকে বহু আলোচনা করেছে, বিশেষ করে তার কর্মপদ্ধতি নিয়ে। নিখুঁত প্ল্যানিং, নির্ভুল নিশানা, বরফের মত শীতল দক্ষতা—একসঙ্গে এসব বড় একটা দেখা যায় না।

মনে হচ্ছে পাহাড়ের মাথায় ডিকই বসে আছে। তল্লাটে বহু ভাড়াটে খুনিই আছে, কিন্তু তাদের সঙ্গে এ লোকটার আচরণ মিলছে না। একটু শঙ্কিত বোধ করল স্পেডার। লোকটা যদি সত্যিই ডেডআই হয়ে থাকে, ব্যাপারটা আর ছেলেখেলা থাকছে না।

ডিকের একটা ভয়াবহ সুনাম আছে। সে একবারই গুলি করে, এবং সেটা ব্যর্থ হয় না।

একটা সুবিধে অবশ্য আছে স্পেডারের। ডেডআইয়ের উপস্থিতি ও টের পেয়ে গেছে। ব্যাটাকে তার কাঙ্ক্ষিত সুযোগ না দিয়ে ফাঁদে ফেলতে পারলেই হয়।

একটা কাঠের তক্তা নিল স্পেডার, তাতে গুটি গুটি করে কিছু

কথা লিখল। তারপর কেবিন থকে বেরিয়ে এসে সদ্য খোঁড়া কবরটার মাথায় বসিয়ে দিল। রিজের চূড়া থেকে ডিকও দেখল তা। তার মাথা কাজ করছে না। কী হচ্ছে এসব? জীবনে প্রথমবারের মত প্ল্যানে রদবদল করল সে। ঠিক করল, কাঠটাতে কী লেখা, জানতে হবে।

এদিকে স্পেডার দেরি করেনি। কাঠটা বসিয়েই সোজা করালে চলে গেছে। প্রিয় ঘোড়া রেডের পিঠে স্যাডল চড়াল, সেটাকে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করে। তারপর এক লাফে পিঠে চড়ে গটমটিয়ে চলে গেল।

ততক্ষণে ছোট্ট ক্রীকটার খাঁড়ি বেয়ে বেশ কিছুটা নেমে এসেছে ডিক। একটা কটনউডের ছায়ায় লুকিয়ে দূরবীন চোখে কাঠটার দিকে তাকাল।

গভীর করে খোঁড়া লেখাটা পড়া যাচ্ছে সহজে। ভাষাটা পরিষ্কার, বড্ড বেশি পরিষ্কার!

এখানে শুয়ে আছে পেশাদার
খুনি ডেডআই ডিক।
নিহত : এখানেই
এপ্রিল, ১৮৭৭

দূরবীন নামিয়ে ডিক চোখ কচকাল। ভুল দেখছে না তো! এ অসম্ভব! সে আরেকবার লেখাটা পড়ল। এ হতেই পারে না। তার উপস্থিতি ফাঁস হয়ে গেছে! স্পেডার তাকে চিনেও ফেলেছে!

কোথায় যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। ডেডআই ডিক তার কবরফলকের দিকে তাকিয়ে আছে–এ কীভাবে সম্ভব? তারিখটাই শুধু ফাঁকা। মাসটা এই মাস, বছরটাও এ বছরই। এটা একটা হুমকি–কে জানে, হয়তো বা সত্যিও হতে পারে।

ডিক জোরে মাথা ঝাঁকাল। না, ঘাবড়ালে চলবে না। স্পেডার

নিজেকে অতি চালাক ভাবছে। সমুচিত শিক্ষা দেয়া দরকার। ডেডআই নামটা তো আর এমনি এমনি হয়নি। সেও বুঝিয়ে দেবে, কত ধানে কত চাল।

কিন্তু স্পেডার ওকে চিনল কী করে? এত নিশ্চিতই বা হলো কীভাবে?

একটা সিগারেট পাকিয়ে ধরাল ডিক। বিভ্রান্ত বোধটা কাটানো দরকার। শঙ্কাও বোধ করছে। ভাগ্যিস, সে জানে না, স্পেডার এই মুহূর্তে রিজের চূড়ায় টহল দিচ্ছে, নইলে হয়তো হার্টফেলই করত।

স্পেডার একটা ঝুঁকি নিয়েছে। ডিক লেখাটা পড়ার জন্যে নাও যেতে পারত। তবে সে ব্যাপারটা খুব একটা কেয়ার করেনি। তার মাথায় আগুন জ্বলছে। স্লাইপাররা ওর দু'চোখের বিষ, তার ওপর এই হারামজাদার টার্গেট কিনা ও নিজে! র‍্যাঞ্চ থেকে বেরিয়ে শহরের ট্রেইল ধরেছিল ও, তবে বেশিদূর যায়নি। একটা বাঁক ঘুরে দক্ষিণ পাশ দিয়ে উঠে এসেছে রিজে।

ডিকের ট্র্যাক খুঁজে পেতে ওর বেশি সময় লাগল না। এবার একটু সতর্ক হলো। উইনচেস্টারটা আলগোছে ফেলে রাখল কোলের ওপর, প্রয়োজনে বিনা নোটিশে ব্যবহার করতে পারবে। একটু পরেই ডিকের ঘোড়াটা খুঁজে পেল ও। ওটার স্যাডল খুলে ফেলল, তারপর বাঁধন খুলে তাড়িয়ে দিল। সামান্য খোঁজ করতেই ডেডআইয়ের হাইডআউটগুলোও পেয়ে গেল।

স্পেডার ধরে নিয়েছে, ঘাতক এখনও নীচে। কিন্তু অনুমানটা ভুল। ও যখন হাইডআউট নিয়ে ব্যস্ত, ডিক তখন ফিরতি পথ ধরেছে। গিরগিটির মত হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে আসছে খাঁড়ি ধরে। অবশ্য তার মন বিক্ষিপ্ত। এমন পরিস্থিতিতে আগে কখনও পড়েনি তো! স্পেডার যদি এখন শহরে গিয়ে শেরিফের কাছে সব খুলে বলে, তা হলেই সর্বনাশ!

রিজের চূড়ায় মাথা তুলতেই ঘোড়াটাকে সে দেখতে পেল।

জন্তুটাও সম্ভবত বিপদ টের পেয়েছে, ওটার কান মাথার সঙ্গে লেপ্টে গেল, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল এদিকে। একটু দূরেই কেভিন স্পেডার, নিচু হয়ে কী যেন দেখছে।

গুলি করল ডিক। আতঙ্কিত ঘোড়াটা একদিকে ছুটে পালাল, স্পেডারও মাটিতে পড়ে গেল। কিন্তু মাটি স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে তার উইনচেস্টার গর্জে উঠল।

বুলেটটা কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। ডিকও ঝট করে বসে পড়ল, তারপর পিছলে ঢাল বেয়ে নেমে গেল খানিকটা। উঠে ছুটতে শুরু করল সে, ঘোড়ার কাছে পৌঁছুতে চাইছে। ঝোপঝাড়ে ছাওয়া, পাথরে ঢাকা পাহাড়ী ঢালে গানফাইটে নামার কোন ইচ্ছেই তার নেই। ব্যাপারটা তা হলে বন্দুকবাজিতে সীমাবদ্ধ থাকে না, পিছল ঢালে তাকে কিছু সার্কাসের কেরামতিও দেখাতে হবে।

ঘোড়াটাকে যেখানে রেখেছিল, সেখানে পৌঁছে ডেডআই হতভম্ব হয়ে গেল। ঘোড়া নেই। মাটিতে স্যাডল আর দড়ি পড়ে রয়েছে।

ডিকের মাথায় আগুন ধরে গেল। একটা পাথরের আড়ালে কাভার নিল সে। ভালই ফাঁদে পড়া গেছে। স্পেডারের ঘোড়াটা পেলে একটা গতি হতে পারে।

জন্তুটা পালিয়েছে বটে, তবে বেশিদূর যায়নি নিশ্চয়ই। ওর গুলিতে জখমও হয়ে থাকতে পারে। ধরতে বেশি বেগ পেতে হবে না। তবে সাবধান থাকতে হবে। স্পেডার ঢাল বেয়ে নেমে আসতে পারে। ডিক ঘোড়ার কাছে যেতে পারে অনুমান করা কঠিন নয়। কে জানে, সে হয়তো এদিকেই আসছে!

ডিকের জুলফি দিয়ে ঘাম গড়াতে শুরু করল। বুঝতে পারছে, এবার সব ওলট-পালট হয়ে গেছে। এই বিপদ থেকে বাঁচতে হলে নিজের সমস্ত মেধা আর দক্ষতা খাটাতে হবে। প্রতিপক্ষ বোকা নয়, এটাই সবচে' ভয়ের কথা।

*

রেডের ঘাড় ঘোরানো দেখেই বিপদের পূর্বাভাস পেয়েছিল স্পেডার। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাই। গুলিটা সচেতনভাবে করেনি, প্রবৃত্তির বশেই ট্রিগারে আঙুল চেপেছিল। কাজেই গুলিটা কতটা কাজে এসেছে, জানার উপায় নেই। কয়েকটা গড়ান দিয়ে সিধে হলো সে। তারপর ত্রিশ গজের মত হামাগুড়ি দিয়ে এগোল। মাথা তেমন কাজ করছে না, তীব্র রোষে সে ভাবছে–ভাড়াটে খুনিটাকে জন্মের সবক দেয়া প্রয়োজন!

পাইনের বন নিথর হয়ে আছে, সূর্য যেন আগুন ঢালছে। বাতাসও থেমে গেছে। পরিবেশটা ভাপসা, গা আঠা আঠা হয়ে গেছে। শরীর ঘামছে, গলায় ঘামের ওপর ধুলো জমতে শুরু করল। উইনচেস্টারের নল থেকে পোড়া বারুদের গন্ধ আসছে। সবকিছু নিস্তব্ধ। ঘোড়াটাও ছুটতে ছুটতে কোথায় গিয়ে যেন থেমে গেছে।

প্রতীক্ষার প্রহর শুরু হলো। ধৈর্য আর সতর্কতারই জয় হবে এখন। এই বনের ভেতর এখন যে কোন সময় যে কোন কিছু ঘটে যেতে পারে। গলা শুকিয়ে কাঠ, একটা ড্রিঙ্ক পেলে বড় ভাল হত। কোথাও একটা মৃদু শব্দ হলো, কিন্তু ও নড়ল না। পাইনের ঝরা পাতার ওপর শুয়ে স্পেডার গরমে সেদ্ধ হতে লাগল। আশেপাশে রিজের মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আছে অসংখ্য চোখা পাথর। অল্প দূরেই বড় বড় বোল্ডার, একটা গাছের গুঁড়িও পড়ে আছে। কী চমৎকার কাভার! কিন্তু এই পর্যন্ত যাবার সাহস হলো না।

কোথাও একটা নিঃসঙ্গ ঈগল তীব্র স্বরে ডেকে উঠল। ঝরাপাতার ভেতর দিয়ে সরসর করে চলে গেল কী যেন। তারপর আবার সব চুপচাপ।

ঘোড়াটা ওর কাছে ফিরে আসবে। সেভাবেই রেডকে ট্রেনিং দিয়েছে স্পেডার। আরেকটা চিন্তা মাথায় টোকা দিল। ডিকও তো

ঘোড়াটাকে কব্জা করতে চাইতে পারে।

লোকটা মহা ধূর্ত। যদি টের পেয়ে যায়, ঘোড়াটা মালিকের কাছে ফিরছে? কিছুই করতে হবে না, রেডকে অনুসরণ করে ওকে ঠিকই বের করে ফেলবে। ঘোড়ার ঘ্রাণশক্তি প্রায় কুকুরের মতই, বেশি পুরানো ট্রেইল না হলে ঠিকই গন্ধ পায়। একটু পরই রেড আসবে, পিছু পিছু ডিক। বিপদ ঘনিয়ে আসছে, টের পেল স্পেডার।

রোদের তেজ আরও বেড়েছে। মাটির ওপর নাচছে তাপতরঙ্গ। দূরে ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ হলো। এদিকেই আসছে।

অপেক্ষা করাটা স্পেড়ারের ধাতে নেই। ঝামেলার ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়ে সেটার সমাধান করতেই সে অভ্যস্ত। বুঝতে পারছে, এটা ডেডআই ডিকের খেলা। ঠাণ্ডা মাথার, শীতল খুনির খেলা।

ডিক আসবে, তাকে আসতেই হবে। ওকে খুন করার ওপর খুনিটার মানসম্মান নির্ভর করছে। রেড আরও কাছে এসে পড়েছে। নড়াচড়া করার ইচ্ছেটাকে গলা টিপে মারল ও। কাপড়ের ঘষার একটা অস্পষ্ট শব্দ শোনা গেল। ট্রিগার গার্ডের ওপর আঙুল চেপে বসল স্পেডারের, রাইফেলটা দু'হাতে শক্ত করে ধরল। মুহূর্তের মধ্যে গুলি ছোঁড়ার জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি।

ঘোড়ার শব্দটা থেমে গেছে হঠাৎ। রেড সম্ভবত ডেডআইকে দেখতে পেয়েছে।

স্পেডার অপেক্ষা করতে লাগল। ঘামছে, সূর্যের প্রখর আলোয় পিঠ ভাজা ভাজা হয়ে যাচ্ছে–পাত্তা দিল না ও। উত্তেজনায় দেহের প্রতিটা পেশি শক্ত হয়ে গেছে। হঠাৎ চোখের কোণে একটা নড়াচড়া দেখল ও, পরমুহূর্তেই একটা বন্দুক গর্জে উঠল। গুলিটা ওর হ্যাটের রিমে আঁচড় কেটে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল স্পেডার–যেখান থেকে গুলি এসেছে, তার মধ্যে,

ডানে আর বামে–মোট তিনটা গুলি ছুঁড়ল।

আততায়ীর দ্বিতীয় বুলেটটা ওর কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। দ্রুত একটা গড়ান দিয়ে দক্ষিণের ঢালে নেমে গেল স্পেডার, উঠে দাঁড়ানোর আগে ঘাতককে ফাঁকি দেবার প্রয়াস। কিন্তু তৃতীয় গুলিটা ওর চোখে একরাশ ধুলো ছিটিয়ে দিল। অন্ধের মত গুলি করল স্পেডার।

আরেকবার গড়ান দিয়ে উঠে দাঁড়াল ও, ডাইভ দিয়ে পড়ল ছোট-বড় কতগুলো পাথরের পেছনে–আড়াল পেতে চাইছে। আবার গুলি করল ডিক। ভাগ্য ভাল, আরেকটু হলেই বুলেটটা পাথরে বাড়ি খেয়ে ওর মুখে ঢুকে পড়ছিল। মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ডেডআইয়ের পায়ের শব্দ পাওয়া গেল পেছনে। ছুটতে ছুটতেই গুলি করল সে। হ্যাঁচকা টানে স্পেডারের হাত থেকে রাইফেলটা খসে পড়ল। বিস্মিত চোখে ও দেখল, গুলির আঘাতে অস্ত্রটার বাঁটের চলটা উঠে গেছে।

উঠে আরেকটা লম্বা ঝাঁপ দিল ও, ঘন ব্রাশের আড়ালে আশ্রয় নিতে চাইছে। কিন্তু ডেডআইয়ের বন্দুক আগুন ঝরাল তৎক্ষণাৎ। পড়তে পড়তে একটা ধাক্কা অনুভব করল স্পেডার, বুঝল, এবার ডিক মিস্ করেনি। লোকটা থামছে না, ওকে ধরার জন্যে ছুটে আসছে। হোলস্টার থেকে সিক্স শূটার বের করল ও, ডিককে থামাতেই হবে।

ঝট করে উঠে দাঁড়াল স্পেডার, শত্রুকে খোলা জায়গায় দেখতে পেল। পায়ের নীচে মাটি দুলছে, নোনা ঘামে চোখ জ্বলছে, নাকে রক্তের গন্ধ–ওই অবস্থায় তপ্ত সীসা ছুঁড়ল ও। ডেডআইয়ের শার্ট থেকে ধুলো উড়তে দেখা গেল, লোকটা মাটিতে ঝাঁপ দিল। কিন্তু ওই অবস্থায়ও পাল্টা গুলি ছুঁড়তে ভুলল না। আরেকটা ধাক্কা খেল স্পেডার। মাটিতে পড়তে পড়তে গুলি করার প্রয়াস পেল, তবে সেটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো।

মাটিতে পড়েই তীব্র আতঙ্ক বোধ করল ও। আরও ভাল

কাভার লাগবে, নইলে কোন আশা নেই। ক্রল করতে শুরু করল ও, পেছনে ফেলে এল একটা রক্তমাখা ট্রেইল। যখন থামল, গড়ান দিয়ে বসে পড়ল স্পেডার। সিক্স শূটারটা রিলোড করে নিল।

প্রকৃতি আবার নীরব হয়ে গেছে। কে বলবে, খানিক আগেও এখানে গোলাগুলি হচ্ছিল? ডেডআই ডিক এখনও বেঁচে আছে। কাজেই ব্যাপারটা আরও অনেকদূর গড়াবে। এটা শেষ হবে তখন, যখন ওদের একজন মারা যাবে, অথবা দু'জনেই।

ক্ষতের দিকে মনোযোগ দিল ও। উরুর ওপরে একটা বিচ্ছিরি গর্ত হয়েছে, রক্তপাতটাও সুবিধার বলা চলে না রুমাল ছিঁড়ে ক্ষতটা বন্ধ করল ও। এবার বুকের দিকে তাকাল। ভয় হচ্ছিল, বেকায়দা গুলি লেগেছে বলে। কিন্তু দেখা গেল, ব্যাপারটা তা নয়। বুলেটটা হিপবোনের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে আরেকপাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। ক্ষতটা গভীর, তবে ততটা মারাত্মক নয়। শার্ট ছিঁড়ে সেটাও বাঁধল।

দারুণ তেষ্টা পেয়েছে। পানির ক্যানটা রেডের স্যাডলে আছে; ডাকলেই ঘোড়াটা চলে আসবে, তবে সে ঝুঁকি নেয়া চলে না।

কোথাও কোন নড়াচড়া বা শব্দ নেই। স্পেডার বেল্টটা চেক করল। বিশটা কার্তুজ আছে, সিক্স শূটারের ভেতরে আরও ছ'টা। এই অ্যামুনিশনে যদি জিততে না পারে, কোনদিনই তা হলে পারবে না।

হঠাৎ প্রচণ্ড রাগে খেপে গেল। চিৎকার করে বলল, 'তোকে আমি খুন করব, ডিক! পারিস তো শুধু মানুষের পিঠে গুলি করতে, এবার বুঝবি সত্যিকার লড়াই কাকে বলে!'

'চেষ্টা করেই দেখো!' দূর থেকে ডেডআইও চেঁচাল। 'যে কয়টা ফুটো করেছি, রাত পর্যন্ত টিকবে বলে তো মনে হয় না।'

স্পেডার তার দাড়ি না-কামানো মুখে হাত ঘষল। তারপর সিক্স-শূটারটা কোমরে গুঁজল। ওর হাত দুটো এখনও ভাল আছে

গুলি ছুঁড়তে পারবে, হামাগুড়ি দিতে পারবে–আর কী চাই? দাঁড়াতে পারলে ভাল পায়ে ল্যাংচাতেও পারবে–কাজেই ভয়ের কিছু নেই।

কাজটা ভীষণ কষ্টকর, তবুও রিজের ঢাল ধরে ধীরে ধীরে এগোতে থাকল ও–ঘন জঙ্গলে পৌঁছুতে চায়। অসহ্য ব্যথায় সারা শরীর বিদ্রোহ করতে চাইছে, কিন্তু দাঁতে দাঁত পিষে এগোল ও। শেষপর্যন্ত ঘন জংলায় পৌঁছে থামল স্পেডার। একটু জিরিয়ে নিল।

ঘোড়াটা এখন ওর তুরুপের তাস। ডাকলেই চলে আসবে ডিক যদি প্রথম থেকে চেষ্টা করত, তা হলে ওটাকে কব্জা করতে পারত। কিন্তু এতক্ষণে রক্তের গন্ধ পেয়ে থাকবে রেড, এখন ওটার পিঠে চড়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

শুকনো পাইন পাতার ওপর বসে স্পেডার হাঁপাতে লাগল। জ্ঞান হারানো চলবে না, সতর্কও থাকতে হবে। ওকে খুন করাটা এখন ডিকের জন্যে শুধু টাকার লোভে সীমাবদ্ধ থাকছে না, নিজের জীবন বাঁচানোর মধ্যে চলে এসেছে।

আহত স্থান থেকে ব্যথাটা দমকে দমকে ছড়িয়ে পড়ছে। দাঁত পিষে সহ্য করার চেষ্টা করল ও। শরীর দুর্বল হয়ে পড়ছে। হঠাৎ একটা ঝিরঝিরে বাতাসে প্রাণ জুড়িয়ে গেল। স্পেডার মাথা তুলে তাকাল ঈশান কোণে মেঘ জমেছে, বৃষ্টি হবে। কালো মেঘের মাঝে বিজলী চমকাচ্ছে। ঠাণ্ডা বাতাসে শান্তির আমেজ। অনেক চেষ্টা করেও ঘুম ঠেকাতে পারল না, এলিয়ে পড়ল ও।

মনে হলো, মাত্র এক মিনিট পেরিয়েছে, কিন্তু চোখ খুলতেই দেখল চারপাশে ঘন অন্ধকার। বৃষ্টি নেমেছে। জ্ঞান হারিয়েছে ও।

গুরুগম্ভীর আওয়াজে পৃথিবী প্রকম্পিত হচ্ছে, পাগলা হাওয়া কানের কাছে শোঁ শোঁ করছে। বিজলীর আলোয় গাছগুলোকে দেখে মনে হলো কোন এক অতিকায় দানব সেগুলোকে নিয়ে খেলায় মত্ত–চাইছে দুমড়ে-মুচড়ে ভেঙে ফেলতে। সবকিছু ছাপিয়ে

ওর কানে আরেকটা শব্দ বাজল। সেই মুহূর্তেই আরেকটা বাজ পড়ল।

তীব্র আলো চোখ যেন ধাঁধিয়ে দিল, তবুও এর ভেতর যা দেখল, তা কাউকে স্থবির করে দেবার জন্যে যথেষ্ট। ওর পজিশনের কাছেই বিশাল পাইন গাছটার নীচে বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে একজন মানুষ। লোকটা ডেডআই ডিক। বিজলী চমকাতেই সে গুলি করল।

যে কোন কারণেই হোক, গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো দ্রুত একটা গড়ান দিয়ে সিক্স-শূটারটা বের করল স্পেডার, পরপর তিনটা গুলি ছুঁড়ল গাছটা লক্ষ্য করে। এক ঝটকায় ভাল পা'টায় ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল ও, একটা গাছ ধরে ভারসাম্য রক্ষা করল পরেরবার বিজলী চমকাতে দু'জনেই এক সঙ্গে গুলি ছুঁড়ল ফলাফল জানার তাগিদ অনুভব করল না স্পেডার, ডিক যেখানে ছিল, সেদিকে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে ছুটে গেল।

প্রতিপক্ষের গায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল ও। গুলি করার সময়ই নেই, তাই দুর্বল হাতে একটা ঘুষি ছুঁড়ল বাউলি কেটে আঘাতটা এড়াল ডিক, তাল সামলাতে না পেরে মাটিতে পড়ে গেল স্পেডার। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়ে সরে গেল। ডিকের গুলিটা মুখ থেকে মাত্র এক ফুট দূরে মাটিতে বিঁধল, পোড়া গান পাউডারের গন্ধ পেল ও সরে না গেলে এতক্ষণে লাশ হয়ে যেত।

ঝোপের ভেতর আবার গুলি চালাল ডিক, ব্যর্থ হলো সেটা। চোখের সামনে তার একটা গোড়ালি দেখতে পেয়ে হ্যাঁচকা টান দিল স্পেডার, ভারসাম্য হারিয়ে ভূপাতিত হলো ডেডআই। তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ও, টুঁটি চেপে ধরতে চাইছে। জোরাল প্রতিরোধ গড়তে পারল না ডিক, স্পেডারের মত সেও আহত এবং রক্তাক্ত। ঝোপের ভেতর ধস্তাধস্তি শুরু হলো হঠাৎ একটা বাজ পড়ল, সেইসঙ্গে ডেডআইয়ের বন্দুকও গর্জে উঠল...

ঘন ঘন বাজ পড়ছে আজ রাতে। তুমুল বৃষ্টির পানি না থাকলে বাফেলো রিজে হয়তো আগুনই ধরে যেত।

ধীরে ধীরে কেভিন স্পেডারের জ্ঞান ফিরল। তবে না ফিরলেই বোধহয় ভাল হত। মাথাটা দপদপ করছে, যেন ছিঁড়ে পড়ে যাবে। কাঁধ আর হাত অসাড় হয়ে আছে। নড়লেই সারা শরীরে তীব্র ব্যথা অনুভব করছে। তার ওপর ঝড়ের তাণ্ডব অসহ্যবোধ হচ্ছে। ওভাবেই পড়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ।

বৃষ্টি থামল এক সময়, ঝড়ো বাতাসও। হঠাৎ এই নিস্তব্ধতা বড্ড বেমানান ঠেকছে কানে। মেঘ কেটে গেছে, উজ্জ্বল তারাগুলো আকাশে দেখা দিয়েছে। আশেপাশে একটু হাতড়াতেই পিস্তলটা পেয়ে গেল ও। তারপর শরীরের তীব্র প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে হাঁটুতে ভর দিয়ে সোজা হলো। খালি কার্তুজগুলো ফেলে নতুন করে অস্ত্রটা লোড করল ও। আশেপাশে কেউ নেই। ডিক যে কোথায় গেছে, ভেবে পেল না। হাতড়ে হাতড়ে একটা ভাঙা গাছের ডাল পেয়ে গেল স্পেডার। সেটাকে ক্রাচের মত ব্যবহার করে উঠে দাঁড়াল।

ঘোড়াটা নিশ্চয়ই চলে গেছে, ঝড় ওটাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। অথচ র‍্যাঞ্চটা এখান থেকে হাজারখানেক ফুট নীচে। বাঁচতে চাইলে ওই দূরত্বটা তাকে পেরুতেই হবে। কাজটা এই আহত শরীরে প্রায় অসম্ভব।

ট্রেইল ধরে ঘুরে নামা যাবে না, দূরত্ব বেড়ে যাবে অনেক। সেক্ষেত্রে সাফল্যের সম্ভাবনাও কমে যাবে। সহজ একটা পথ বের করতে হবে, যেটা ধরে পিছলে নীচে নেমে যাওয়া যাবে বিনা পরিশ্রমে। আলো নেই, মাটিতে বসে হাতড়ে হাতড়ে পথ খোঁজার চেষ্টা করল। কাজটায় সফল হলো না বটে, তবে হঠাৎ একটা ঘোড়ার ট্র্যাক পেয়ে গেল। বৃষ্টিতে তো সব ধুয়ে মুছে যাবার কথা. এটা এল কোত্থেকে? তা হলে কি রেড ঝড়ের সময় চলে যায়নি?

এখনও আছে?

ডিকের গুলির ভয় আছে, তবে ঝুঁকিটা নেবে বলে ঠিক করল ও। ঘোড়াটাকে নাম ধরে ডাকল। কয়েকবার ডাকতেই সাড়া পাওয়া গেল। খটখট করে খুরের শব্দ নিকটবর্তী হতে থাকল, মৃদু হ্রেষারবও শোনা গেল।

'রেড! রেড!!' স্পেডার ফিসফিসাল।

দূর থেকে বুদ্ধিমান জানোয়ারটা নিশ্চিত হয়ে নিল, লোকটা সত্যিই তার মালিক কিনা। তারপর দ্বিধা ঝেড়ে সামনে এগোল। আদর করে ওটার নাকে চাপড় দিল স্পেডার। তারপর রেকাবে পা বাধিয়ে কোনমতে স্যাডলে চড়ে বসল।

'বাড়ি চল্,' রেডকে বলল ও। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই, ঝাঁকিতে পড়ে যেতে পারে; পমেলটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরল।

পথটা কীভাবে পেরোল বলতে পারবে না। কেবিনের সামনে পৌঁছুতেই ঝাঁকিতে আরেকটু হলে পড়ে যাচ্ছিল। স্যাডল থেকে নামতেই বারান্দার থামে হেলান দেয়া লোকটাকে দেখে চমকে গেল ও, চকিতে পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল। তবে সঙ্গে সঙ্গেই ওর ভুল ভাঙল। মানুষটা নিথর, নড়ছে না।

ভোরের আবছা আলোয় ডেডআই ডিককে চিনতে পারল ও। ব্যাপার কী, মরে গেল নাকি? হাত ধরে দেখল, না, শরীর এখনও গরম। অজ্ঞান হয়ে গেছে সে।

স্পেডার মৃদু হাসল। বিড়বিড় করে বলল, 'তোমার ওপর দিয়েও কম ধকল যায়নি দেখছি!'

ভাল হাতটা দিয়ে ও এবার রেডের পিঠ থেকে স্যাডলটা খুলে নিল। বলল, 'যা, বাছা। আরাম কর।'

দরজা খুলে ডিককেও ভেতরে টেনে নিয়ে এল। পিস্তল দুটোও নিয়ে নিল।

ঘণ্টা দুয়েক লাগল ক্ষতগুলো পরিষ্কার করে পরিচর্যা করতে। ডেডআইয়ের জ্ঞান তখনও ফেরেনি নিজের শুশ্রূষা শেষ করে

এবার ও অজ্ঞান লোকটার সেবায় মন দিল। আঘাতগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করে ড্রেসিং করল। দারুণ কষ্ট হচ্ছে, তাও কাজে ক্ষান্ত দিল না। কেটলিতে পানি গরম করে কফি বানাল ও, হুইস্কি সহযোগে দু'কাপ গলায় ঢালল। এরপর ডিকের হাতের কবজি আর গোড়ালি দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল। কাজ শেষ করে বিছানায় শুয়ে পড়ল স্পেডার। তলিয়ে গেল গভীর ঘুমে।

ঘুম যখন ভাঙল, তখন সূর্য পাটে বসেছে। ঝট করে উঠে বসল স্পেডার, বন্দির দিকে তাকাল। জ্ঞান ফিরেছে ডিকের, ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে এদিকেই।

'মরা মুরগীর মত দশা হয়েছে তোমার,' তাকে বলল স্পেডার। 'কেমনতরো গানম্যান তুমি, অ্যাঁ?'

'তোমার নিজের অবস্থাও তো বিশেষ সুবিধের মনে হচ্ছে না,' ডেড়আই চাঁছাছোলা গলায় বলল।

দেয়াল ধরে উঠে দাঁড়াল স্পেডার। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আগুনের কাছে গিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। ওয়েস্টব্যাণ্ডে গোঁজা পিস্তলটা বের করে বলল, 'আমার কাছে কিন্তু একটা পিস্তল এখনও আছে। এদিক থেকে তোমার কপাল মন্দ।'

'আমি তোমাকে বাগে পেয়েছিলাম।'

'বাহ্, বাহ্!' স্পেডার ভেঙচি কাটল। 'তা এই মুহূর্তে বন্দি কে–তুমি না আমি? পেরেছ আমাকে মারতে? গাধা কোথাকার! আমাকে মারার মত যোগ্যতা তোমার নেই।'

'তাই তো দেখছি,' ডিক মাথা ঝাঁকাল। 'দিব্যি কথা বলে বেড়াচ্ছ, অথচ তোমার শরীরে এই মুহূর্তে তিনটে বুলেট থাকার কথা।'

'চারবার লাগাতে পেরেছ,' স্পেডার হাসল। 'কিন্তু একটা সীসাও আমার শরীরে আটকে নেই।'

কষ্ট হচ্ছে, তাও চুলায় কফির পানি চড়িয়ে দিল ও।

এটুকুতেই হাঁপিয়ে গেল, ধপ্ করে চেয়ারে বসে পড়ল আবার।

'বেশি নড়াচড়া কোরো না,' ডিক বলল। 'খালি. খালি কষ্ট পাবে।'

'হয়েছে, তোমার উপদেশ চাই না!'

'আচ্ছা,' খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে হঠাৎ প্রশ্ন করল ডিক। 'সুযোগ পেয়েও তুমি আমাকে খুন করলে না কেন?'

'কী জানি!' স্পেডার ওর দিকে চোখ রাখল, সেখানে কৌতুক ঝিলিক দিচ্ছে। 'আমি আসলে সাহসী আর লড়াকু লোকদের শ্রদ্ধা করি। কাল রাতে ওই পাহাড়ে তুমি ভালই লড়েছ। এতটা আশা করিনি আমি, অন্তত যে লোক মানুষের পিঠে গুলি করায় অভ্যস্ত তার কাছ থেকে। এসব মানুষকে কাপুরুষ ভাবতাম আমি।'

কী বলবে ভেবে পেল না ডিক, কথাগুলো তার অন্তরে বিঁধেছে। শেষপর্যন্ত বলল, 'এখন কী করবে তুমি? আমাকে ফাঁসিতে ঝোলাবে?'

'নাহ্,' স্পেডার কাপে কফি ঢেলে তার দিকে বাড়িয়ে দিল। 'তোমার কপালের লিখন পড়তে পারছি আমি। কারও গুলি খেয়ে মরবে তুমি। আর সে লোকটা আমিই হতে পারি যদি ফের তোমাকে এ তল্লাটে দেখি। এ জায়গার মালিক ডেভিড হর্নেট, আমার বন্ধু। ওকে ঘাঁটিও না। সে ভাল লোক।'

'ভাল একজন লোককেই বন্ধু পেয়েছে সে,' ডিক বলল।

পরের চারটে দিন ওদের দু'জনকে রীতিমত সংগ্রাম করতে হলো। আসলে যা করার করেছে স্পেডারই, ডিক শুধু চেয়ে চেয়ে দেখেছে। যতই দেখেছে, ততই অবাক হয়েছে সে। বিশ্বাস করা যায় না, কোন মানুষ এই শরীরে এত পরিশ্রম করতে পারে, কিছুতেই হাল ছাড়তে রাজি নয় সে। সহসা ডিক উপলব্ধি করল, এমন মানুষকে পছন্দ না করে থাকা যায় না। একে খুন করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এর ভেতর জীবনীশক্তি ছাড়াও কী যেন একটা আছে, যাকে কেউ হত্যা করতে পারবে না।

ষষ্ঠ দিনে ডেডআই বিদায় নিল। করাল থেকে একটা বাড়তি গেল্ডিং তাকে ধার দিল স্পেডার। তাতে স্যাডল চাপিয়ে চলে গেল ডিক–আহত, কিন্তু জীবিত অবস্থায়।

ডেভিড হরনেট র‍্যাঞ্চে ফিরল নবম দিনে। বন্দুক হাতে তাকে স্বাগত জানাল স্পেডার–এ ক'দিনে অনেক শুকিয়ে গেছে, উরুতে একটা রক্তাক্ত ব্যাণ্ডেজ।

'একী অবস্থা তোমার?' হরনেট অবাক। 'শহরের গানফাইটে তো তুমি ছিলে না বলেই জানি।'

'কীসের গানফাইট?'

'আর বোলো না! ডিক মিলার নামে এক স্ট্রেঞ্জারের সঙ্গে মার্কাস গিল্ডলি আর ওর দুই চেলার কথা কাটাকাটি হয়েছিল। ব্যাপারটা শেষপর্যন্ত বন্দুকে গড়ায়।'

'বলো কী! ওই লোকের কী অবস্থা?'

'তা জানি না। লোকটা জখম হয়েছে বটে, তবে ঘোড়ায় চড়ে শহর থেকে বেরিয়ে গেছে।'

'গিল্ডলির কী হলো?'

হরনেট হাসল। 'লোকটা বন্দুক চালাতে জানে বটে! গিল্ডলি আর ওর এক চেলাকে খতম করেছে, অন্যটাকেও জন্মের মত পঙ্গু করে দিয়েছে। কী এক মানুষ!'

'হুঁ,' আনমনে মাথা নাড়ল স্পেডার। 'লোকটা সত্যিই ভাল।'

'তুমি জানলে কী করে?' হরনেট চোখ পিটপিট করল। 'চেনো নাকি ওকে?'

'নাহ্, আমি চিনব কোত্থেকে? তোমার বউয়ের খবর কী? আর বাচ্চা?'

হাসি বিস্তৃত হলো হরনেটের। বলল, 'দু'জনেই ভাল। একটা ছেলে হয়েছে আমার!'

'কনগ্রাচুলেশন্স!' স্পেডার ধপ্ করে চেয়ারে বসে পড়ল। 'একটু কফি বানাবে নাকি? আর রাতের খাবারটা? আমি বড্ড

কাহিল হয়ে গেছি।'

'নিশ্চয়ই!' বলে ব্যস্ত হয়ে পড়ল হরনেট। স্পেডার চোখ মুদল।

একটু পরই আবার চোখ খুলল ও। দিগন্তে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, সেদিকে তাকাল।

'আমি খুশি যে, ও বেঁচে আছে,' ফিসফিসাল ও। 'হ্যাঁ, খুশি।'

ইসমাইল আরমান

খোঁজ

এক

রাইফেলের গুলির শব্দ পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। বেন ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। আশপাশের সমস্ত শব্দ মনোযোগ দিয়ে শুনছে। আরও গুলির শব্দ শোনার অপেক্ষায় আছে। কিন্তু শোনা গেল না। ওর পাশে প্যাট ডিলান উইনচেস্টার রাইফেল হাতে প্রস্তুত, চারপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। 'ওপরে,' বেন অবশেষে বলল। 'চলো, ওখানে যাই।'

ট্রেইলের সামনের বাঁকে অনেকগুলো বোল্ডার থাকায় ওরা বেশি দূর দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু বাঁকটা পেরিয়ে একটা সওয়ারবিহীন ঘোড়া আর তার সওয়ারীকে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখল। মরুভূমির গরম বাতাস স্তব্ধ হয়ে আছে, ঘন নীল আকাশের ব্যাপ্তি দূর পর্বতের চূড়াকে ছাড়িয়ে গেছে।

মৃতদেহটার কাছে পৌঁছে ওরা ঘোড়া থেকে নামল। বেন লাশটাকে চিৎ করল। লোকটার খুলির অর্ধেকটাই নেই, হলুদ মগজ বেরিয়ে পড়েছে। মৃত সওয়ারীর বয়স আন্দাজ বিশ, দেখতে তেমন সুন্দর না হলেও দেহটা পেশিবহুল। সারা শরীর গুলিতে ক্ষতবিক্ষত। পিস্তলটা এখনও হোলস্টারে।

'দুর্ভাগা লোক, বুঝতেই পারেনি কে গুলি করেছে,' প্যাট বলল।

'হুম।' বেনের প্রশস্ত কাঁধ, কোমরটা সরু এখান থেকে পুব এবং দক্ষিণের জায়গাগুলোতে অনেকেই বলে, পিস্তলে ওর হাত

নাকি ওয়েস হার্ডিন অথবা বিলি দ্য কিডের চেয়েও চালু। ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে চারপাশের খোলা জায়গাটা জরিপ করল ও। 'বুঝতে পারছি না আততায়ী কোথায় লুকিয়ে ছিল।'

ঝুঁকে মৃত ব্যক্তির পকেট সার্চ করল ও। ওয়ালেটের ভেতরে একটা চিঠি পাওয়া গেল। চিঠির ওপরে লেখা–'জনি ব্রাউন। কোনও দুর্ঘটনা হলে যোগাযোগ করুন–মলি রেনর, স্যান্ড স্প্রিং স্টেজ স্টেশন।' চিঠিটা প্যাটকে দেখাল বেন।

'লাশটা স্যাডলে তুলে দিয়ে আমি চারপাশটা একটু ঘুরে দেখব,' বলল সে।

স্যাডলে লাশটা তোলা হলে বেন নিজ ঘোড়ায় চড়ে বৃত্তাকারে আশপাশের এলাকাটা দেখতে বেরুল। সময়টা অলস দুপুর। সূর্যের প্রখর আলোতে প্যাট লাশের সাথে একা ওর কাঠামোটা সুগঠিত পেশির সমষ্টি, চামড়ার রং তামাটে, আর ধূসর চোখে বুদ্ধির ঝিলিক।

এখান থেকে বেনকে দেখা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে মরুভূমি যেন ওকে গিলে খেয়েছে। 'ডীপ ওয়াশ,' প্যাট আপন মনে বলল। পকেট থেকে তামাক আর কাগজ বের করে সিগারেট বানিয়ে ধরাল। লাশটার দিকে আবারও তাকাল। জনি ব্রাউনকে কমপক্ষে ছয়বার গুলি করা হয়েছে। 'আততায়ী ওকে মৃত দেখতে চেয়েছিল। আর যেমনটা চেয়েছিল তেমনটাই হয়েছে,' প্যাট বিড় বিড় করে বলল।

বেন চারপাশ ঘুরে এসে প্যাটের সামনে থামল। গলা থেকে রুমাল খুলে মুখ মুছে বলল, 'আততায়ী একা ছিল না। ওরা জনির জন্য ওখানে অপেক্ষায় ছিল। প্রায় পঁচিশ গজ সামনে। আর এ কাজে ওরা রাইফেল ব্যবহার করে। খুন করে ওয়াশের ভেতর দিয়ে পালিয়ে যায়।'

'কত জন?' প্যাট তার ঘোড়াকে সামনে এগুবার নির্দেশ দিল। বেনের ঘোড়াটাও প্যাটের ঘোড়ার পাশাপাশি চলতে লাগল।

'তিন জন।' বেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মরুভূমির সামনের দিকে নজর বুলাল। 'এখান থেকে সবচেয়ে সামনের শহর স্যান্ড স্প্রিং। ড্রিংকের জন্য খুনিরা হয়তো ওখানে গেছে।'

ওরা যাত্রা শুরু করল। মাথার ওপরে আকাশে একটা শকুন চক্কর মারছে। কয়েক মাইল দুই জনের কেউ কোনও কথা বলল না। নিজ নিজ চিন্তায় মগ্ন ওরা। স্যাডলে ঝোলানো এই মৃত ছেলেটার জন্যই ওরা এখানে এসেছে। সংবাদ আর মূল্যবান মালামাল দ্রুত আনা-নেয়া করার জন্য Phony Express কোম্পানি এই দুর্গম এলাকায় কাজ শুরু করে। তরুণ জনি ব্রাউন এই কোম্পানিরই একজন ম্যাসেঞ্জার।

বেন আর প্যাট দু'জনেই ভবঘুরে। দুই মাস হলো ওরা বার কে-এর হয়ে কাজ করছে। র‍্যাঞ্চ মালিক রুথ কেইন। এক সপ্তাহ আগে ওদের এক পুরানো বন্ধু বার কে-তে আসে। অনুরোধ করে তিনটি রহস্যময় সোনার চালান ডাকাতির ঘটনা তদন্ত করার জন্য। চালানগুলোর তথ্য খুব ভালভাবে গোপন করা ছিল। কিন্তু আউটলরা কীভাবে যেন সব কিছু আগেভাগেই জেনে ফেলে। কবে, কখন সোনার চালান পৌঁছাবে তা গ্রহীতার কাছে জানানোর জন্য একটা কাগজে লেখা মেসেজ জনি ব্রাউনের কাছে ছিল। এ পর্যন্ত পাঁচটা চালান পাঠানো হয়েছে। দু'বার নিরাপদে পৌঁছায়। জনি তিনবার চালানের খবর নিয়ে যায়। তার মধ্যে দু'বার ডাকাতি হয়। আর তৃতীয়বার ও নিজে খুন হলো।

রহস্যটা এই জায়গায়–মেসেজটা একটা সিল করা পাউচে ছিল। আর সেটা খোলার জন্য একটা মাত্র চাবি আছে, মেসেজটা যে পাবে তার কাছে। জনির গন্তব্য ছিল এখান থেকে ত্রিশ মাইল দূরে। এক্সপ্রেস কোম্পানি রাইডারদের জন্য কঠোর সময়সূচী বেঁধে দেয়। সময়মত অবশ্যই মেসেজ পৌঁছে দিতে হবে। সেই সময়সূচী অনুযায়ী, জায়গামত পৌঁছাতে জনির চার ঘণ্টা লাগার কথা। পথের মধ্যে তিনবার ঘোড়া পরিবর্তন করার সুযোগ পাবে

এবং প্রতিবারের জন্য চার মিনিট সময় বরাদ্দ করা হয়েছে। আগের রাইডারদের জন্যও এই সময়সূচী ছিল। তা হলে কীভাবে এই সময়ের মধ্যে কেউ পাউচ খুলে মেসেজ জেনে নিয়ে তা আবার ঠিক করে লাগিয়ে রাখবে?

'ব্যাপারটা খুবই জটিল,' প্যাট বলল। 'এর থেকে রাসলারদের পিছু ধাওয়া করা অনেক সহজ।'

'তবে আমরা হাল ছাড়ব না,' বেন বলল। 'একটা ক্লু পেয়েছি। আততায়ীদের একজন খুব অস্থির ছিল। অস্থিরতা কাটাবার জন্য সে গাছের ছোট ডাল ভেঙেছে।' বেন পকেট থেকে কয়েক ইঞ্চি লম্বা বেশ কটা ভাঙা গাছের ডাল বের করে দেখাল। তারপর ওগুলো একটা খামের ভেতরে ঢুকিয়ে, খামটা ভেস্ট পকেটে রাখল।

দুই

ওদের সামনে ছোট ছোট বেশ কয়েকটা টিলার পর পর্বতের ন্যাড়া ঢাল শুরু হয়েছে। পর্বতের চূড়ায় গাছপালার ঘন বন। দূর থেকেই ঢালে ট্রেইলের দাগ আর পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝর্না স্পষ্ট দেখা যায়। কয়েকটা টিলা অতিক্রম করে ওরা পর্বতের গোড়ায় স্যান্ড স্প্রিং শহরটা দেখতে পেল।

শহরে ঢোকার মুখে ডানে স্টেজ স্টেশনের করাল আর বার্ন। বামে একটা সেলুন আর তারপর স্টোর। স্টোরের পিছনে একটা লম্বা দালান, দেখে মনে হয় বাঙ্ক হাউজ। স্টেজ স্টেশনটা ঢালু ছাদের একতলা বড় দালান। এর সামনে প্রশস্ত বোর্ডওয়াক, স্টেশনের সামনে হিচ রেইলে ছয়টা ঘোড়া বাঁধা।

স্টেজ স্টেশনের ভেতর থেকে বিশালদেহী এক লোক সশব্দে

দরজা খুলে বেরিয়ে আসল। তার পিছনে নোংরা পোশাক পরা দু'জন পুরুষ আর দুটো মেয়ে। রাস্তার ওপারে সেলুনের পোর্চে লম্বা এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে। এখানে দাঁড়িয়েই ওদের ওপর লোকটার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির আঁচ অনুভব করতে পারল বেন।

'এই?' বিশালদেহী অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। 'কী হয়েছে?'

'অ্যামবুশ করা হয়েছিল। ছয়-সাত মাইল দূরের ট্রেইলে আমরা লাশটা পেয়েছি। নাম জনি ব্রাউন।'

মেয়েদের মধ্যে একজন আঁতকে ওঠায় তার দিকে তাকাল বেন। মেয়েটার চোখের রং ধূসর; মাথায় কালো লম্বা চুল। সুন্দরী। পাশে দাঁড়ানো কঠিন চেহারার মেয়েটির চুল সোনালি।

কালোকেশী, দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। কাঁপছে। বিশালদেহী বেনদের দিকে এগিয়ে আসছে। সোনালি চুলো মেয়েটার দৃষ্টি বিশালদেহীর ওপর।

'আমি রক রেনর,' বিশালদেহী বলল। 'তোমরা কারা?'

'আমি বেন। এ হচ্ছে প্যাট ডিলান। আমরা ভবঘুরে।'

কেউই কোনও কথা বলছে না, নীরবে লাশটার দিকে তাকিয়ে আছে। বেন বলল, 'মেইলের পাউচটা খোয়া যায়নি। আর ওর পকেটে একটা চিঠি পেয়েছি। তাতে মলি রেনরের নাম লেখা আছে বেন কালোকেশীর দিকে তাকাল। মেয়েটার চেহারা রক্তশূন্য দেখাচ্ছে।

ওকে অবাক করে দিয়ে সোনালি চুলো মেয়েটা সামনে এগিয়ে আসল। 'আমি মলি রেনর,' বলল সে। তারপর নোংরা পোশাক পরা লোক দু'জনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভার্ন, তুমি আর ম্যাট, দু'জনে মিলে স্যাডল থেকে লাশটা নামাও। কবর দেবার আগ পর্যন্ত লাশটা বার্নে রেখো।'

বেনের মনটা যেন কেমন করে উঠল। প্যাটের দিকে তাকাতে শ্রাগ করল সে। দু'জনেই স্যাডল থেকে নেমে ঘোড়ার লাগাম

ধরল 'শেরিফ এবং এক্সপ্রেস কোম্পানিকে ঘটনাটা জানাতে হবে,' বলল বেন 'ছেলেটা মরার আর জায়গা পায়নি।' ওর কথার মধ্যে শ্লেষাত্মক ভাবটা রক রেনরকে একটু কাঁপিয়ে তুলল।

'বেশি স্মার্ট হবার চেষ্টা করছ, তাই না?' রকের কণ্ঠস্বর কুৎসিত শোনাল। তার পিস্তলের বাঁট বহুল ব্যবহারে মসৃণ হয়ে গেছে চেহারায় কাঠিন্যের ছাপ।

'স্মার্ট?' বেন শ্রাগ করল। 'আমি স্মার্ট কি না জানি না, তবে চিন্তা করতে পছন্দ করি,' শুকনো কণ্ঠে বলল সে 'ছেলেটা বড় অসময়ে মরেছে আর সে জন্যে তোমাদের কাউকেই চিন্তিত মনে হচ্ছে না এমনকী যে মেয়েটার নাম চিঠিতে লেখা ছিল মনে হচ্ছে তারও কিছু আসে-যায় না। তুমি ওর কী হও?' প্রশ্নটা মলিকে করল ও।

মলির চেহারায় রাগের ছাপ ফুটে উঠল। 'আমরা বন্ধু ছিলাম, বলল সে 'কিছুটা সময় আমরা এক সাথে কাটিয়েছি। ব্যস, এটুকুই।'

বেন ঘুরে ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে সেলুনের কাছে হিচ রেইলে থামল। প্যাট ওকে অনুসরণ করল। ওদের পেছনে সবাই মৃদু কণ্ঠে কথা বলছে। সেলুনের পোর্চে দাঁড়ানো বৃদ্ধ ওদের দিকে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তাকাল। তার গায়ে নোংরা, রং চটা সুতি শার্ট, মুখে দাড়ির জঙ্গল শরীরটা চিকন। ওয়েস্ট ব্যাণ্ডে গোঁজা পিস্তলের বাঁট বলে দিচ্ছে ওটা ভালই চালাতে পারে সে।

ওরা সেলুনে ঢুকল। পিছু নিয়ে বৃদ্ধও। বারের পিছনে চলে গেল সে 'রাই?' জিজ্ঞেস করল।

মাথা ঝাঁকাল বেন। বারের ওপর বোতল আর গ্লাস রাখল বুড়ো। প্যাট আর নিজের জন্য গ্লাসে রাই নিয়ে বোতলটা বারের ওপর নামিয়ে রাখল বেন। দেখল, বুড়ো ওদের দিকে তাকিয়ে আছে।

পকেট থেকে একটা সিলভার ডলার বের করে বারের উপর

রাখল বেন। বুড়ো মদের দাম রাখল।

'এখানে ভাল খাবার কোথায় পাওয়া যাবে?' জিজ্ঞাসা করল বেন

'রাস্তার ওপারে, স্টেশনে, জবাব দিল বুড়ো। বেনের মনে হলো তার বয়স পঞ্চাশের ওপরে হবে 'ওরা ভাল খাবার পরিবেশন করে।

'তোমার নামও কি রেনর?'

'হ্যাঁ। আমি ফ্রাংক রেনর। স্টেজ স্টেশন যে চালায়, রক, আমার ছেলে। আর যে স্বর্ণকেশীর সাথে তুমি কথা বলেছ, মলি, আমার মেয়ে। লাল শার্ট পরা ছেলেটার নাম ভার্ন স্টেচার, আমার ভাতিজা আর অপর জনের নাম ম্যাট ফক্স। তোমাদের মতই ভবঘুরে। কাজ করার আশায় এখানে এসেছে।'

বেনের মেরুদণ্ডে একটা শীতল অনুভূতি হলো। ম্যাট ফক্সের নাম আগেই শুনেছে ও। কঠিন চেহারার এই বন্দুকবাজ এ পর্যন্ত সতেরো জন মানুষকে খুন করেছে। শেষ খুনটা করেছে কয়েক মাস আগে পিয়োচি-তে শক্তপাল্লা হিসেবে ওর খ্যাতি পৌঁছে গেছে সবখানে। হঠাৎ বেনের মনে হলো রেনরদের তৈরি মাকড়সার জালে আটকা পড়েছে ওরা।

'এক্সপ্রেস অফিসের ম্যাসেঞ্জার ছিল ছেলেটা তার এই মৃত্যু বড়ই করুণ,' মন্তব্য করল প্যাট।

'হয়তো,' বেন বলল 'স্টেজ অফিসে আমাদের যোগাযোগ করা উচিত। এই ছেলেটার মৃত্যুর ফলে ওদের হয়তো লোক দরকার হবে। আমরা কাজটা নিতে পারি।'

'ঠিক বলেছ,' প্যাট সায় দিল। 'এখনই খোঁজ নেয়া উচিত। ফ্রাংক আমরা কার সাথে যোগাযোগ করব? তোমার ছেলের সাথে?'

'না। রক তো শুধু স্টেশন ম্যানেজার, তোমাদের এজন্য কারসন সিটিতে স্টেজ স্টেশনের হেড অফিসে যোগাযোগ করতে

হবে ফ্রাংক ওদের দিকে তাকাল। অবশেষে তার মধ্যে কৌতূহল জেগে উঠেছে। 'তোমরা কোথা থেকে আসছ, ফেলারস্?'

'দক্ষিণ থেকে,' বেন বলল। 'আমরা বার কে-এর হয়ে রাইড করছি।' ওরা আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওদের এখানে আসার উদ্দেশ্য কাউকে বলবে না।

'বার-কে?' নড় করল ফ্রাংক। 'র‍্যাঞ্চটার কথা শুনেছি। গান ফাইটিং আউটফিট। শুনেছি তোমাদের বস্ পিস্তলেও দারুণ। আরেক জনের নাম শুনেছি। সেও পিস্তলে দারুণ, সবাই বলে ও নাকি বিলি দ্যা কিড় কিংবা ওয়েস হার্ডিনের সমকক্ষ। নামটা সম্ভবত জনসন।'

'ওর পুরো নাম বেন জনস্ন,' বলল বেন।

'ওকে চেনো?' বেনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ফ্রাংক। 'আরে তোমার নামও তো বেন! তা হলে কি তুমিই সেই লোক?'

'হ্যাঁ।' বেন চায় না বুড়ো অন্য কিছু ভাবুক, তাই আবার বলল, 'আমার এখানে আসার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, স্রেফ দেশ ঘুরে দেখা।'

'ভালই করেছ,' বলে রাস্তার ওপারে অন্ধকার এক দালান দেখাল ফ্রাংক। 'ওটা বোর্ডিং হাউজ। ডিনারের পর খুলবে। ওটার ওপরতলায় তোমাদের একটা রুম দিতে পারব। ভাড়া দৈনিক এক ডলার।'

স্টেজ স্টেশনের ডাইনিং রুমটা খুবই পরিচ্ছন্ন। খাবারও সুস্বাদু। সবাই চুপচাপ ডিনার খাচ্ছে। প্রত্যেকের মনেই চাপা অস্বস্তি।

কালোকেশী ডাইনিং রুমে ঢুকল। তার দিকে তাকাল বেন। মেয়েটা ভয়ে ভয়ে দেখছে ওকে। হাসল বেন। মুহূর্তের জন্য মেয়েটার ঠোঁটে কাঁপা একটু হাসি দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল।

হঠাৎ ফ্রাংক জোরে হেসে উঠল। সবার উদ্দেশে বলল, 'বন্ধুরা, আজ রাতে আমাদের মাঝে এক বিশেষ অতিথি আছে।' তার ঠোঁটে বিজয়ীর হাসি, তাতে বিদ্বেষের ছোঁয়াও স্পষ্ট। বেনের দিকে আঙুল তাক করে বলল, 'এ হচ্ছে বিখ্যাত বন্দুকবাজ বেন জনসন। বার-কে থেকে এসেছে।'

সবার নজর বেনের দিকে ঘুরে গেল। কথাটা শোনা মাত্র ম্যাট ফক্সের দৃষ্টিতে আগুনের ঝলক দেখা গেল। সে বেনের উদ্দেশে নড্ করে বলল, 'তোমার ব্যাপারে অনেক কথাই শুনেছি।'

'বেশি কথা বলা একটা বাজে স্বভাব,' বেন শান্ত কণ্ঠে বলল

'আমি জানি,' ম্যাট বলল, রুটিতে মাখন মাখছে, কথার মধ্যে ঘৃণার ছাপ স্পষ্ট।

বেন হঠাৎ মন থেকে সতর্ক হবার তাগিদ অনুভব করল। চোখের কোনা দিয়ে দেখতে পেল, প্যাট সতর্ক দৃষ্টিতে ম্যাটের দিকে তাকিয়ে আছে। প্যাট গানফাইটার নয়, তবে লড়াই হলে পিছিয়ে যাবার লোকও নয়। ওর সবচেয়ে বড় গুণ বিপদের আভাস আগেই টের পায়। এ পর্যন্ত ওরা দু'জন প্রচুর সমস্যা মোকাবেলা করেছে, কিন্তু এবারেরটা ভিন্ন। তবে বেন জানে ধীরে ধীরে এ সমস্যার সমাধানও ওরা করবে। ও দেখল, ডিনার সেরে একটা কাঠি দিয়ে দাঁত খিলি করছে রক।

পোর্চে বেরিয়ে এসে প্যাট বেনের পাশে দাঁড়াল। 'পিস্তলের বাঁটে হাত রেখে চলাফেরা করা উচিত,' শুকনো কণ্ঠে বলল সে। 'এখানকার পরিবেশ আমাদের অনুকূলে নয়।'

'বুঝতে পেরেছি। কিন্তু একটা কথা ভেবে অবাক লাগছে: এক পাল নেকড়ের মধ্যে কালোকেশী কী করছে? এখানে ওকে একদম মানাচ্ছে না।'

কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বেন বলল, 'এখানকার সব কিছু কড়া নজরে রাখতে হবে। স্টেজ স্টেশনে চাকরির জন্য আবেদন করে কাল সকালে কারসন সিটিতে একটা চিঠি পাঠাব। তদন্তের

জন্য এখানে কিছুদিন থাকতে হবে। সবাই ভাববে আমরা চিঠির উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছি।'

তিন

সকালের ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগায় বেনের ঘুম ভেঙে গেল। গা থেকে চাদর সরিয়ে চোখ ডলে বিছানা থেকে নামল। উলের মোজা পায়ে দিয়ে রুমের অপর প্রান্তে গেল মুখে পানি ছিটাবার জন্য। দেখল, প্যাট নাক ডেকে এখনও ঘুমাচ্ছে।

বেসিনের ঠাণ্ডা পানির দিকে তাকাল বেন। মুখ ধুয়ে বিছানার উপর বসে জুতা পরল। এসময় প্যাট চোখ খুলল। 'বুঝতে পেরেছি, আমার ঘুম ভাঙানোর জন্যই এত শব্দ করছ। কিন্তু তোমার ইচ্ছা আমি পূরণ হতে দেব না।' সে চোখ বন্ধ করে নাক ডাকতে শুরু করল

বিছানা থেকে উঠে এসে বেন ঘরের এক কোনায় রাখা পানির কলসের কাছে আসল। কলসটা তুলে শব্দ করে পানি ছিটাতে শুরু করে বিছানার দিকে তাকাল প্যাট চোখ খুলল, তাতে সতর্ক দৃষ্টি 'আমার গায়ে পানি লাগলে, তোমাকে আমি খুন করব,' হুমকি দিল মিছামিছি।

বেন হাসল। 'ওঠো, অনেক কাজ আছে।'

'কী এমন কাজ যে এত সকালে উঠতে হবে?' প্যাট উঠে বসল ওদের সাথে সকালের নাস্তা করার কথা ভাবলেই মনটা তেতো লাগছে এরকম লোক আমি কখনও দেখিনি।' সে হাই তুলল 'শুধু তোমার কালোকেশী মেয়েটা বাদে

বেন কিছু বলল না। তবে মনে মনে প্যাটের সাথে একমত পিস্তলের বেল্ট কোমরে ঝোলাবার সময় জানালা দিয়ে সামনের

রাস্তার দিকে তাকাল। শহরের লোকজন আস্তে আস্তে কাজে বেরোতে শুরু করছে। ভাবল, এদের মধ্যেই লুকিয়ে আছে জনির খুনিরা

'ম্যাট ফক্সকে দেখে খুবই বিপজ্জনক চরিত্র বলে মনে হয়েছে আমার। সবসময় ওকে নজরের মধ্যে রাখতে হবে,' বেসিনের দিকে যাওয়ার সময় বলল প্যাট

'এরকম জায়গায় ওর মত লোক থাকবেই,' বেন বলল। 'যে উদ্দেশে আমরা এখানে এসেছি, তা পূরণ করার জন্য বেশি দিন অপেক্ষা করতে হবে বলে মনে হয় না। বুড়ো ফ্রাংককে দেখেও কিন্তু আমার খুব বিপজ্জনক চরিত্র বলে মনে হয়েছে।'

শোবার ঘর থেকে বেন আর প্যাট খালি হলরুমে বেরিয়ে এল। ওরা সিঁড়ির দরজার দিকে এগিয়ে গেল। প্যাসেজে ওদের বুট জুতার শব্দ জোরাল ভাবে শোনা যাচ্ছে। সিঁড়ি বেয়ে ওরা বার রুমে নেমে এল। এখনও বার খোলেনি। জানালা দিয়ে আসা সকালের আবছা আলোয় বার রুমটা আলোকিত। বারের পিছনে নোংরা বোতল রাখা আছে, কয়েকটা টেবিল-চেয়ার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখা টেবিলের ওপর এখনও নোংরা গ্লাস আর তাস পড়ে আছে।

বাইরে হালকা বাতাস বইছে, তবে আস্তে আস্তে গরম হয়ে উঠছে স্টেজ স্টেশনের ডাইনিং রুমে চলে এল ওরা। একটা লণ্ঠন জ্বলছে, টেবিল সাজানো রয়েছে, কিন্তু লোকজন নেই। রান্নাঘর থেকে বাসন ধোয়ার শব্দ আসছে।

বেন হ্যাট খুলে দেয়ালে ঝোলানো নোংরা আয়নাটার দিকে তাকাল। ওর রোদে পোড়া চেহারাটা নিষ্ঠুর দেখাচ্ছে। গান বেল্টটা একটু ঢিলে করে পিস্তলের বাঁটে হাত রাখল। ওর পিস্তলটা রাশিয়ার তৈরি .৪৪। বহু ব্যবহারের ফলে পিস্তলের বাঁটটা মসৃণ হয়ে গেছে

ডাইনিং রুমের বাইরে দ্রুত পদশব্দ শোনা গেল একটু পর

কফিপট হাতে কালোচুলো মেয়েটা প্রবেশ করল সে ওদের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'জানতাম তোমরাই এসেছ এখানে এত সকালে কেউ ঘুম থেকে ওঠে না।'

'কিন্তু তুমি তো উঠেছ,' বেন হেসে বলল। 'তুমি কি রাঁধুনি?'

'সাধারণত সকালের নাস্তা আমিই তৈরি করি। আজই কি...তোমরা চলে যাবে?'

'না।' বেন মেয়েটার নড়াচড়া খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। ছিপছিপে গড়নের চেহারাটা খুবই সুন্দর। 'আমরা এখানে থাকব।'

এক মুহূর্ত সে থমকে দাঁড়াল, কান পেতে কোনও কিছু শুনতে চেষ্টা করল তারপর নিচু কণ্ঠে বলল, 'আমি কিন্তু এখানে থাকছি না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে যাব।'

ওরা দু'জনেই মেয়েটার দিকে তাকিয়ে রইল। 'কেন?' জানতে চাইল বেন। 'এখানে কী ঘটছে আমাদেরকে বলো। কী নাম তোমার?'

'আমার নাম জেনি। তবে সব কিছু তোমাদের বলতে পারব না। কিন্তু...এখানে থাকাটা খুবই বিপজ্জনক। কোনও আগন্তুক এখানে থাকুক, এটা ওরা চায় না। বিশেষ করে এখন।'

'কিন্তু এসবের সাথে তোমার কী সম্পর্ক? এ জায়গায় তোমাকে ঠিক মানায় না।'

জেনি ইতস্তত করছে, কান পেতে শুনতে চাইছে ডাইনিং রুমের বাইরে কারও পায়ের শব্দ শোনা যায় কি না। 'সে এক বিশাল কাহিনি। সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমার বাবা ওদের কাছ থেকে টাকা ধার করেছিল। কিন্তু বাবা মারা যাবার আগে সেই টাকা শোধ করতে পারেনি। তাই কাজ করে আমাকে সেই টাকা শোধ করতে হবে। আর তারপরই আমি এখান থেকে যেতে পারব। এখন যদি আমি পালাতে চেষ্টা করি, ওরা আমাকে ধরে আনবে।'

বেনকে বিস্মিত দেখাল। 'তোমার ধারণা আমাদের চলে যাওয়া উচিত? কিন্তু আমার তো মনে হয় তোমারই এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত। পাবলে পরবর্তী স্টেজে চড়ে চলে যাও।'

'আমি পারব না। আমি... ইতস্তত করছে মেয়েটা। কান পেতে আবারও পায়ের শব্দ শোনার চেষ্টা করল।

জেনির দিকে তাকাল বেন। 'জনি ব্রাউনের ব্যাপারটা কী? মলির সাথে কি ওর প্রেম ছিল?'

'জনি হয়তো মলিকে ভালবাসতে পারে, কিন্তু মলি? মলি নিজেকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসে না। তা ছাড়া, মনে হয় ম্যাটের সাথে ওর ভাব আছে। কী জানি! আসলে টাকার জন্য যাকে হোক কাছে টানতে পারে ও।'

জেনি রান্নাঘরে চলে গেল কিছুক্ষণ পর বাইরের বোর্ডওয়াকে পায়ের শব্দ হলো। ডাইনিং রুমের দরজা ঠেলে ম্যাট আর ভার্ন প্রবেশ করল। তারা টেবিলের পাশে রাখা বেঞ্চিতে বসল।

ম্যাট বেনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'খুব সকালে উঠেছ, কোনও কাজ আছে নাকি?'

'আশপাশের এলাকাটা একটু ঘুরে দেখতে চাই। তা ছাড়া, কারসন সিটিতে চিঠি পাঠিয়েছি,' মিথ্যা কথা বলল বেন। 'এক্সপ্রেস অফিসে ম্যাসেঞ্জারের কাজটা পাওয়া যায় কি না দেখতে চাই। চমৎকার কাজ।'

'জনির পরিণতি তোমরা দেখেছ। তারপরও কাজটা চমৎকার লাগে?'

বেন জবাব দিতে গেলে দেখল রক তার বাবার সাথে ডাইনিং রুমে প্রবেশ করছে। ওরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বেন আর প্যাটকে দেখে নিয়ে চেয়ারে বসল। নাস্তা শেষ করে বেন আর প্যাট ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে আস্তাবলে চলে এল।

'জনি ব্রাউনের রোড প্ল্যানটা কী ছিল?' হঠাৎ বলল বেন। 'এখান থেকে বিশ মাইল পশ্চিম থেকে যাত্রা শুরু করে স্যান্ড

স্প্রিং-এ ঘোড়া বদলে আরও দশ মাইল বন্ধুর পথ অতিক্রম করে, ঘোড়া পাল্টে মেসেজের পাউচ গ্রাহকের কাছে হস্তান্তর করবে। তারপর ফিরতি পথ ধরবে।'

'সমস্ত কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সারতে হবে। এত কঠোরভাবে সময় নিয়ন্ত্রণের মানেই হলো কেউ যাতে পাউচ খুলে মেসেজ পড়তে না পারে। কারণ কোম্পানি জানে পাউচের সিল খুলে মেসেজ পড়ে আবার তা ঠিক মত লাগানো খুব সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তবে সময় মেনে তা করা সম্ভব, যদি না...

'যদি না, কী?'

'যদি না জনি কোনওভাবে সময় বাঁচাতে পারে। এখানে আসার সময় সারা রাস্তা আমি এ চিন্তাটাই করেছি। ও নিশ্চয়ই কোনওভাবে সময় বাঁচিয়েছিল। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই এখানে পৌঁছে ঘোড়া পাল্টায়। কিন্তু একটা কথা কি জানো, একথা এখানকার কেউ স্বীকার করবে না। আমার সন্দেহ রেনর পরিবারের সবাই জড়িত। তা ছাড়া, মলিকে ভালবাসত জনি। কোনও পুরুষই তার ভালবাসার মানুষের বাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় তার সাথে একটু কথা বলার লোভ সামলাতে পারে না।'

'তারমানে তুমি বলতে চাচ্ছ জনি একটা সংক্ষিপ্ত পথের সন্ধান পেয়েছিল?'

'হ্যাঁ, আমার তাই ধারণা। সময় বাঁচানোর জন্য সে ওই সংক্ষিপ্ত পথে এখানে এসে মলির সাথে দেখা করে।'

'আর তারপর খুনিরা যখন পাউচ খুলতে যায় তখন সে দেখে ফেলে, তাই না?'

বেন নড় করে সিগারেট জ্বালাল। 'হ্যাঁ,' বলল সে। 'আর এজন্যই ওকে খুন করা হয়।'

চার

ঘোড়ার পিঠে স্যাডল চাপিয়ে ওরা পশ্চিমের ট্রেইল ধরে যাত্রা শুরু করল। পিছনে ফিরে তাকিয়ে বেন দেখল সেলুনের পোর্চে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে রক রেনর।

সারাটা সকাল বেন মনে মনে একটা পরিকল্পনা করেছে। এখন ঠিক সেভাবে কাজ করতে লাগল। পশ্চিমের ট্রেইলে কিছুদূর এগিয়ে বামে মোড় নিয়ে একটা আরেয়োয় নেমে পড়ল। তারপর বৃত্তাকার পথ পেরিয়ে স্যান্ড স্প্রিং-এ ঢোকার পুবের ট্রেইলে ফিরে এল

'এখন কোথায় যাবে?' প্যাট জানতে চাইল। 'এখানকার সবচাইতে খারাপ পাহাড়ী এলাকার দিকে যাচ্ছি আমরা।'

'হ্যাঁ।' ঘোড়ার গতি কমাল বেন। 'আমি মনের মধ্যে এই এলাকার একটা ম্যাপ এঁকেছি। এই ট্রেইলটা রুক্ষ পার্বত্য এলাকার পাশ দিয়ে অনেকটা ঘুরে এগিয়েছে। যার এক মাথায় বার্ন্ট (Burnt) রক আর অন্য মাথায় স্যান্ড স্প্রিং। জনি যে গোপন সংক্ষিপ্ত পথটা পেয়েছিল অবশ্যই সেটা ওই পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে গেছে। তোমার কী মনে হয়?'

'অবশ্যই। সংক্ষিপ্ত পথ থাকলে একজন লোক কেন কষ্ট করে এত পথ পাড়ি দেবে? আর সময় বাঁচানোর ব্যাপারটা তো আছেই।'

নীরবে ট্রেইল ছেড়ে পথ চলতে লাগল ওরা। সামনে পর্বতের এবড়োখেবড়ো দেয়াল। ঠিক দেয়াল নয়, ঢাল। খুবই খাড়া ঢাল, ঘোড়া উঠতে পারবে না এমনকী পাহাড়ী ছাগলের জন্যও কষ্টকর হবে। ওরা পর্বতের খাড়া ঢালে খাঁজ খুঁজতে লাগল। কিন্তু উত্তর

দিকে যতদূর চোখ যায় পর্বতের গায়ে কোনও পরিবর্তন ধরা পড়ল না।

পাহাড়ী শুকনো ঝর্নার চিহ্ন চোখে পড়ল। দুপুরে বিশ্রাম নেবার জন্য থামল ওরা শুকনো ঝোপ দিয়ে ছোট করে আগুন জ্বালিয়ে তাতে কফি পট চাপাল। বেন তৃতীয়বার কাপে কফি ঢালার আগ পর্যন্ত প্যাট নীরবে খেতে লাগল 'আমাদের অবস্থা খুব একটা ভাল নয়, বেন এখনও কোনও সূত্র খুঁজে পেলাম না।'

'পাহাড়ের ঢালে অবশ্যই একটা খাঁজ থাকবে,' বেন জোর দিয়ে বলল। 'এখানেই কোথাও আছে জনির সেই সংক্ষিপ্ত রাস্তার প্রবেশ পথ

ক্লান্ত আর ধুলোয় মাখামাখি হয়ে ওরা স্যান্ড স্প্রিং-এ ফিরে এল। সারাটা দিন ওদের বৃথা গেছে। গোপন পথের হদিস জানতে পারেনি শহরের রাস্তাটা একেবারে জনশূন্য এমনকী ফ্রাংক রেনর, যে সবসময় সেলুনের পোর্চে চেয়ারে বসে থাকে, সে-ও নেই। ওরা স্টেবলে ঘোড়া রাখল খড় দিয়ে ঘোড়ার গা পরিষ্কার করে, ঘোড়াকে খেতে দিল। তারপর দু'জনে বোর্ডিং বেন হাউসের উদ্দেশে হাঁটতে শুরু করল। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল বেন। ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ওকে সতর্ক করছে। 'প্যাট, সাবধান! বাতাসে বিপদের গন্ধ পাচ্ছি।'

প্যাট সাবধানে বার্নের খোলা দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বিপদের আশঙ্কায় ওর শরীর টানটান। 'কী ব্যাপার, বেন?' ও ফিসফিস করে বলল। 'কিছু দেখতে পেয়েছ?'

'ওটাই তো সমস্যা,' বেন বলল। 'কেউ কোথাও নেই। চারপাশ অদ্ভুত রকমের শান্ত।'

সতর্কতার সাথে বার্নের দেয়ালের ছায়ার ভেতর দিয়ে হাঁটছে বেন। ইতোমধ্যে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। চারপাশ অন্ধকার। সেলুনের জানালায় মৃদু নড়াচড়ার আভাস ধরা পড়ল। সারা দিন প্রচণ্ড

গরমের পর এখন ঠাণ্ডা পড়ছে। তা সত্ত্বেও জানালাটা খোলা। মনে মনে ভাবল, ওখান থেকে যে কেউ রাইফেল হাতে বার্নের দরজা আর আশপাশের এলাকাটা কাভার করতে পারবে।

বেন খুব দ্রুত ঘুরে, নিঃশব্দে বার্নের পিছনে চলে এল। দরজা খুলে করালের ভেতরে ঢুকল করালের বেড়া ডিঙিয়ে মরুভূমিতে এসে বৃত্তাকার পথ ঘুরে সেলুনের পিছনে চলে এল সমস্ত পথটা আসতে ওর মাত্র দুই মিনিট লেগেছে। সেলুনের পিছনে কয়েক ধাপ সিঁড়ি টপকে দরজা খুলে হলে প্রবেশ করল হলের সামনে একটা দরজা। বেন পা টিপে টিপে দরজার সামনে এগিয়ে আসল দরজাটা খোলার জন্য নবে হাত দিল। তখুনি ওপাশ থেকে মেঝের কাঠের তক্তায় পা ফেলার শব্দ শুনতে পেল বেনের হাতে পিস্তল বেরিয়ে এসেছে। নবটা মোচড় দিয়ে দরজায় জোরে ধাক্কা দিল ও। ভেতরে ঢুকে দূর থেকে ভেসে আসা মৃদু পদশব্দ শুনতে পেল

ঘরটা এখন খালি ডান পাশে আরেকটা দরজা বেন দ্রুত এগিয়ে গিয়ে সেটা খুলতে চেষ্টা করল। কিন্তু তালা দেয়া

যে ঘরটায় বেন দাঁড়িয়ে আছে তাতে বিছানা, চেয়ার, টেবিল, বেসিন আর পানির কলস রয়েছে জানালার কাছে গিয়ে বাইরে তাকাল ও কোথাও কোনও নড়াচড়ার আভাস কিংবা শব্দ নেই। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য ঘুরতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল ওর বুটের নীচে কী যেন চাপা পড়ে মট্ করে ভেঙেছে বেন হাঁটু ভেঙে বসে মাটি থেকে কয়েকটা ছোট জিনিস তুলে জানালার সামনে আনল দেখল, ভাঙা ছোট গাছের ডাল। সবগুলো কয়েক ইঞ্চি লম্বা।

বেরিয়ে এসে সেলুনের পিছনের দরজাটা লাগিয়ে দিল বেন। ঘুরে সেলুনের সামনের রাস্তায় এসে দেখল আশপাশে কেউ নেই। পিস্তলটা হোলস্টারে ঢোকাল। তারপর রাস্তা পেরিয়ে স্টেবলের কাছে এল 'সব ঠিক আছে, প্যাট,' বলল সে। প্যাট আগেই

এখানে পৌঁছেছে।

বোর্ডিং হাউসে ফেরার পথে বেন তাকে সব কথা বলল। বোর্ডিং হাউসের কাছে এসে দেখল ভেতরে বাতি জ্বলে উঠেছে। ওরা দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে দেখল, জেনি সবে মাত্র বাতিটা জ্বালিয়ে চিমনি লাগাচ্ছে।

'ওহ্, তোমরা!' ওর চোখে কী স্বস্তির চিহ্ন? 'চারপাশটা কেমন দেখলে?'

'মোটামুটি।' বেন হাত নাড়ল। 'আর সবাই কোথায়?'

'তোমরা চলে যাবার পরেই সবাই কোথায় যেন গেছে। বলেছে সূর্য ডোবার পর আসবে। তবে মলি আছে। এখন ঘুমাচ্ছে।'

প্যাট বেনের দিকে তাকাল। চোখের দৃষ্টিতে প্রশ্ন। বেন শ্রাগ করল। যদি মলি আর জেনি ছাড়া শহরে কেউ না থাকে তবে কি ওদের মধ্যে একজন অ্যামবুশ করার জন্য সেলুনে লুকিয়ে ছিল? তা ছাড়া ওদের অলক্ষে রাস্তা পেরিয়ে ফিরল কীভাবে? আর ভাঙা ডাল? তার ব্যাখ্যাই বা কী?

পাঁচ

ডিনারের সময় বেশ কয়েকজন রাইডার স্টেবলের সামনে এসে ঘোড়া থেকে নামল। এদের মধ্যে ম্যাট ফক্স আর রক রেনর স্টেজ স্টেশনের ডাইনিং রুমে প্রবেশ করল। তারা দু'জনেই বেন আর প্যাটের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল, কিন্তু কেউ কথা বলল না। কয়েক মিনিট পর অন্যরাও ঢুকল। খাবার পরিবেশন করা হলে নীরবে সবাই খেতে শুরু করল। ডাইনিং রুমের বাতাসে যেন উত্তেজনা ঝুলে রয়েছে।

বেন ভাবছে, জনি ব্রাউনের খুনি এই রুমের মধ্যেই আছে। আর ডাকাতি করা সোনাও এই এলাকার মধ্যে আছে। এখন ওর করার মত দুটো কাজ আছে–এক, আউটলরা সোনার চালানের খবর কীভাবে জেনেছিল সেটা জানা; দুই, লুট করা সোনা উদ্ধার করা। কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে, সোনাগুলো অন্য কোথাও বিক্রি করা হয়নি।

ও নিশ্চিত সন্ধ্যায় ওদেরকে অ্যামবুশ করার জন্য সেলুনের জানালায় কেউ অপেক্ষা করছিল। সেলুনের পিছন দিক দিয়ে বেনের ঢোকার শব্দ শুনে পালিয়ে যায়। আর অ্যামবুশকারী যে জনির খুনি, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ভাঙা ডালগুলোই তার প্রমাণ। কিন্তু গাছের ডাল ভাঙার অভ্যাসটা কার? রক রেননের? ও তো দাঁত খিলি করার জন্য ঝাড়ুর কাঠি ব্যবহার করে। এমনও হতে পারে গাছের ডালও ব্যবহার করে?

'ভাবছি,' হঠাৎ বেন বলল, ঘরের নীরবতায় শব্দগুলো খুব জোরে শোনা যাচ্ছে, 'ওই অভাগা জনি ছেলেটার কথা। ওকে নিশ্চয়ই কেউ খুব অপছন্দ করত। তা না হলে ছেলেটাকে এত সীসা হজম করতে হত না। আরও ভাবছি, ওকে হত্যা করা হলো কেন?'

বুড়ো ফ্রাংক কিছু না বলে পাইপ ধরাল। ম্যাট এখনও খাচ্ছে। ভার্ন আর রক ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। 'কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে কারণটা হিংসা ছাড়া আর কিছুই না,' বেন বলল। 'মলির সাথে ওকে দেখে তোমাদের মধ্যে কার হিংসা হত?'

ম্যাট খাওয়া থামিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বেনের দিকে তাকাল। 'প্রশ্নটা কি আমাকে করেছ? এখানে আমিই একমাত্র লোক যার সাথে মলির কোনও পারিবারিক সম্পর্ক নেই।'

'মলির মত সুন্দরী মেয়ের সাথে ভাব জমানোর জন্য বহুদূর থেকেও মানুষ আসতে পারে।'

'তা ছাড়া জনিকে বেশ কয়েকজন লোক গুলি করেছিল,' প্যাট বলল।

'খুন করার জন্য কারও সাহায্য আমার প্রয়োজন হয় না,' ম্যাট গম্ভীর ভাবে বলল।

বেন শ্রাগ করল। 'আমি শুধু আমার ভাবনাগুলো জানালাম।' উঠে দাঁড়াল ও। 'মনে হয় জনি এখানে অনেক বারই এসেছে। আর মলির সাথে অনেক সময়ও কাটিয়েছে।'

'কীভাবে?' মলি জানতে চাইল, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে সে। 'ও ছিল এক্সপ্রেস রাইডার, ওদের সবকিছু ঘড়ি ধরে চলে। ঘোড়া পাল্টানোর জন্য দুই মিনিটের বেশি এখানে থাকত না ও।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক তবে আমার ধারণা এক্সপ্রেস কোম্পানির বলে দেয়া পথ ছাড়াও একটা সংক্ষিপ্ত পথের সন্ধান পেয়েছিল ও।' সবার নজর এখন বেনের উপর। 'কোনও মেয়েকে যদি আমি ভালবাসতাম, তবে আমিও একটা সংক্ষিপ্ত পথ খুঁজতাম। যাতে করে কিছু সময় বাঁচানো যায়।'

'কোথায় পথটা?' রক জানতে চাইল।

'সম্ভবত পাহাড়ের ভেতর দিয়ে।'

ম্যাট চেয়ারে হেলান দিয়ে হঠাৎ হাসতে শুরু করল কিন্তু হাসিটা কুৎসিত দেখাচ্ছে ভার্ন খুনে দৃষ্টিতে বেনের দিকে তাকিয়ে আছে। ফ্রাংকও নির্বিকার। কিন্তু রক হঠাৎ করে ঘামতে শুরু করল।

'ওয়েল,' বেন বলল। 'সবাইকে গুড নাইট

বাইরে এসে প্যাট মুখের ঘাম মুছল। 'পাগল হয়েছ? ওদের সাথে এরকম সরাসরি কথা বললে কেন?'

বেন ডাইনিং রুমের জানালার পর্দাটা একটু নড়তে দেখল। 'জনিকে যেই খুন করে থাকুক,' ও জোরে বলতে লাগল। 'সোনাগুলো সেই লুট করেছে। আমার মনে হয়, লুট করা সোনা খুনি বেশি দূর নিয়ে যেতে পারেনি। ওই পাহাড়ে কোথাও লুকিয়ে

রেখেছে। আমরা আরও খোঁজ করব।'

রাস্তা পেরিয়ে সেলুনে ঢুকল ওরা। এক মুহূর্ত পর ফ্রাংকও সেলুনে এল। 'তোমরা ড্রিংক চাও?' প্রসন্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল সে। 'বিছানায় যাবার আগে একটা ড্রিংক খুবই কাজ দেয়।'

'ঠিক আছে, দাও,' জবাব দিল বেন। 'কিন্তু আমাদের সাথে তুমিও একটা নেবে।'

'অবশ্যই।' ফ্রাংক একটা বোতল আর তিনটা গ্লাস বারের উপর রাখল। ওকে দেখে মনে হচ্ছে কথা বলার জন্য মনে মনে শব্দ খুঁজছে। 'শুনলাম,' অবশেষে বলল সে, 'তোমরা সোনা খুঁজতে যাচ্ছ? তোমাদের জায়গায় আমি হলে এ কাজটা করতাম না। আসলে তোমরা দু'জনে এখানে কোনও বন্ধু তৈরি করতে পারনি। আমরা স্যান্ড স্প্রিং-এর বাসিন্দারা নিজেদের ব্যাপারে মাথা ঘামাই। আর চাই অন্যেরাও তাই করুক।'

বেন হেসে গ্লাস উঁচু করল। 'যে কেউ সোনা খুঁজতে পারে, অ্যামিগো। তুমি খুঁজে পেলে তোমার, আমি পেলে আমার। আর যেখানেই সোনা পাওয়া যায় সেখানেই পরিবেশ গরম হয়ে ওঠে।'

তিনজনেই টোস্ট করল। ফ্রাংক এক চুমুকে নিজের গ্লাস খালি করে আবার ভরল। 'ঠিক আছে,' বিষণ্ন কণ্ঠে বলল সে। আবার কিন্তু বলো না তোমাদেরকে সতর্ক করা হয়নি। তবে একটা কথা বলি, সত্যিই সংক্ষিপ্ত একটা পথ আছে।'

'তাই?' বেনের চেহারায় কোনও ভাব প্রকাশ পেল না।

'হ্যাঁ পুরোনো একটা পিউতে ট্রেইল রাস্তাটা ভাল, কিন্তু এখানকার অল্প কয়েকজন লোক এটার কথা জানে। আসলে সমস্ত কিছুর জন্যে আমিই দায়ী। জনিকে আমিই ওই ট্রেইলের কথা বলেছিলাম মলিকে খুব ভালবাসত ও। আর ছেলেটাকে তাই সাহায্য করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হায়! ওকে অকালে মরতে হলো।'

'কথাগুলো বলার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ।' বুড়োর উদ্দেশে

গ্লাস উঁচু করল বেন। ড্রিংক শেষ করে বলল, 'আগামীকাল তোমার সাথে দেখা হবে?'

ফ্রাংক ঢোক গিলল, তার চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি। 'দেখা যাক।'

বোর্ডিং হাউসের দোতলায় নিজেদের রুমে ঢুকে বেন দরজা লাগিয়ে নবের নীচে চেয়ার দিয়ে ঠেস দিল। প্যাট বিছানার উপর হ্যাটটা ছুঁড়ে ফেলল। 'ভাবছি, ওই বুড়ো গোপন পথটার কথা আমাদের বলল কেন?'

কেরোসিন ল্যাম্পের আলোতে বেনের চেহারায় স্বস্তির ছাপ দেখা গেল। 'ভাল করেই জানো কেন বলেছে। কোনও কৌতূহলী আগন্তুককে একটা অপরিচিত ট্রেইলে খুন করো, দেখবে শকুন ছাড়া আর কেউ তার খবর জানবে না। আর অবশ্যই আমরা ওই ট্রেইলে যাব।'

কথাটা শুনে প্যাটের চেহারাটা শুকনো দেখাল। জুতো খুলে পা ডলতে লাগল। 'আমরা কি সত্যিই ওখানে যাব?'

'অবশ্যই।' বেন হাসল। 'ওদেরকে কি হতাশ করা ঠিক হবে, প্যাট? আমরা অবশ্যই যাব, তবে এক সঙ্গে নয়।'

ছয়

সকালের উষ্ণ রোদ পাহাড়ের সবখানে ছড়িয়ে পড়েছে। পাহাড়ের ঢালে জন্মানো পাইন গাছগুলোর পাতায় রাতে জমে থাকা শিশিরে সূর্যের আলো পড়ায় চিক্‌চিক্ করছে। বেন যে অ্যাপালুসায় চড়েছে সেটা খুব শক্তিশালী ঘোড়া। চলার সাথে সাথে গায়ের পেশি ছন্দের সাথে নড়াচড়া করছে। বেনের পরনে গাঢ় নীল শার্ট, কালো জিন্স প্যান্ট আর পায়ে মেক্সিকান স্পার লাগানো বুট। চেহারায় নির্লিপ্ত ভাব, কিন্তু ঠোঁটে এক টুকরো হাসি ঝুলছে।

ওর সামনে পর্বতের ঢালটা দেখে মনে হচ্ছে বিশাল এক ছুরি দিয়ে কেউ যেন পর্বতটাকে কেটে দু'ভাগ করেছে। বিশাল এই ফাটলের ভেতরে সূর্যের আলো খুব একটা প্রবেশ করতে পারেনি। বেন খুব-সর্তকভাবে ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে ফাটলের ভেতর ঢোকাল এক হাতে ঘোড়ার লাগাম ধরে আছে আর অন্য হাত পিস্তলের বাঁটের কাছাকাছি ঝুলছে। যে কোনও বিপদ মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত। কোথাও কোনও শব্দ নেই, এমনকী কোনও কিছু নড়াচড়াও করছে না। প্রায় এক মাইল পথ পেরুবার পর ফাটলটা চওড়া হয়ে প্রশস্ত এক উপত্যকায় উন্মুক্ত হয়েছে। উপত্যকার চারদিকে সবুজের সমারোহ। প্রাচীন পিউতে ট্রেইলটা উপত্যকার মধ্য দিয়ে গেছে পানি পড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। বাতাসে সজীবতার ছোঁয়া।

বেন কিছু দূর এগিয়ে একটা ঝর্না দেখতে পেল ঝর্নার পানি একটা ডোবায় জমা হচ্ছে। বেন অ্যাপালুসাটাকে ওই ডোবা থেকে পানি খেতে দিল।

উপত্যকার কয়েকটা পাইন গাছের পাশে, প্রায় একতলা বাড়ির সমান উঁচু একটা বোল্ডার। হঠাৎ বোল্ডারের পিছন থেকে বেরিয়ে আসল ম্যাট ফক্স।

বোল্ডারের ছায়া থেকে সামনে এগিয়ে বেন ওকে দেখতে পেল। আরও এক কদম এগিয়ে বসে ম্যাট বেনকে বলল, 'সবাই বলে পিস্তলে তুমি খুব চালু। আজ আমি দেখতে চাই কতটা চালু।'

কথাটা বলার সাথে সাথে ড্র করল ম্যাট। ওর গুলিটা বেনের পায়ের কাছে মাটিতে বিঁধল। তারপর অবাক হয়ে নিজের বুকের দিকে তাকিয়ে দেখল শার্টের মধ্যে একটা লাল বৃত্ত তৈরি হয়েছে। একটু একটু করে বড় হচ্ছে সেটা। ম্যাট অবাক দৃষ্টিতে বেনের দিকে তাকাল, তারপর মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ল বেন তার রাশান .৪৪ কোল্টটার নল থেকে ফুঁ দিয়ে ধোঁয়া তাড়িয়ে

হোলস্টারে ভরল। তারপর দেখল পাইনের জটলা থেকে ফ্রাংক, রক এবং তাদের পিছনে ভার্ন বেরিয়ে আসল।

'ম্যাট সব সময় ভাবত পিস্তলে ওর চেয়ে চালু আর কেউ নেই,' ভার্ন বলল। 'তাই তোমাকে খুন করার সুযোগটা একাই নিতে চাইল ও। কিন্তু পারল না। এখন আমরা তোমাকে এখানে কবর দিয়ে যাব।'

'আরে, তোমার পার্টনার কোথায়?' হঠাৎ রক জানতে চাইল। বিশালদেহী রক খুব ঘামছে। চোখে-মুখে অস্থিরতার ছাপ স্পষ্ট। ভার্নও নিজেকে খুব কষ্টে সামলে রেখেছে। তবে ওদের মধ্যে বুড়ো ফ্রাংক রেনরকে শান্ত দেখাচ্ছে। কিন্তু বেনের মন বলছে শো-ডাউন শুরু হলে এই বুড়ো সবচেয়ে বিপজ্জনক হয়ে উঠবে।

হঠাৎ ওদের উপর থেকে প্যাটের গলা ভেসে এল। 'রক, আমি এখানে। পিস্তলটা ফেলে দাও, প্লিজ।'

রক চমকে গেল। ওর চেহারায় ভয়ের ছাপ ফুটে উঠেছে। প্যাট কোথায় আছে বলতে পারবে না, কিন্তু এটুকু বুঝতে পারছে ওদের সবাইকে কাভার করে রেখেছে প্যাট। বেন রকের মনের অবস্থা বুঝতে পেরেছে, কিন্তু ফ্রাংকের ওপর থেকে এক মুহূর্তের জন্যও চোখ সরাল না।

'পিস্তল ফেলে দেয়াটাই ভাল হবে, বাবা,' রকের গলা সামান্য কেঁপে গেল। 'ওরা আমাদের পুরোপুরি কাভার করে রেখেছে।'

বুড়ো ফ্রাংকের চেহারা ভাবশূন্য। কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে ঘৃণা স্পষ্ট। 'ওরা দুই আর আমরা তিনজন। ওরা আমাদের কিছুই করতে পারবে না। ভার্ন অন্যটাকে কাভার করবে। আর আমরা বেনকে খতম করব।'

'না!' রকের কথায় ভয় স্পষ্ট মাটিতে পড়ে থাকা ম্যাটের লাশ আর বেনকে এত দ্রুত ড্র করতে দেখে ওর ভয় আরও বেড়ে গেছে 'না! তা করো...'

বেন বুঝতে পারল শো-ডাউনের সময় এসে গেছে। ফ্রাংককে

পিস্তল বের করতে দেখে দ্রুত ড্র করল ও। ফ্রাংকের শরীরটাকে ঝাঁকি খেতে দেখল। আর বুড়োর ছোঁড়া গুলি ওর মাথার চুলে সিঁথি কেটে বেরিয়ে গেল। বেন লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ল এবার রকের দিকে পিস্তল নিশানা করল। কিন্তু ওর চারপাশের মাটিতে বেশ কয়েকটা গুলি মুখ গুঁজল। একটা গুলি ওর মুখের সামনে মাটিতে গাঁথায় চোখে ধুলো ছিটকে পড়ল। বেন শরীরটাকে এক পাশে গড়িয়ে দিল। ওর হাত থেকে পিস্তলটা পড়ে গেছে, দুই হাত দিয়ে চোখ ডলছে। চোখ পরিষ্কার হলে দেখতে পেল আহত ফ্রাংক বড় একটা পাথরের পিছন থেকে ওকে গুলি করার জন্য পিস্তল তুলছে।

বেন বাম হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে সরাসরি ফ্রাংকের দিকে দৌড় দিল। চারপাশে রাইফেল আর পিস্তলের গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে। প্রায় ফ্রাংকের কাছাকাছি পৌঁছে দু'জনেই এক সঙ্গে গুলি করল।

শব্দ শুনে মনে হলো একটাই গুলি হয়েছে। ফ্রাংকের গুলি বেনের গালে ছ্যাঁকা দিয়ে গেছে। আর বেনের গুলি বুড়ো ফ্রাংকের বুকে বিঁধেছে। গুলির ধাক্কায় ফ্রাংকের হাত থেকে পিস্তলটা পড়ে গেছে।

হঠাৎ করে গোলাগুলি থেমে গেল। চারপাশে নীরবতা নেমে এল। বেন আশপাশে তাকাল। ওর পরিকল্পনা মত প্যাট পর্বতের ঢালের উঁচুতে একটা বোল্ডারের আড়ালে ছিল। এখন সেখান থেকে বেরিয়ে আসল। রক মারা গেছে। ভার্ন গুরুতর আহত হয়ে মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে।

বেন ফ্রাংকের দিকে তাকাল। বুড়োর চোখ খোলা, হাসছে। 'টাফ!' ফিসফিসিয়ে বলল সে। 'ম্যাটকে বলেছিলাম তুমি খুব টাফ লোক। ও শুনল না...এই...বু...বুড়ো লোকটার কথা!'

'রক,' আরও বলল সে। 'আমি যদি তোমার বয়সী হতাম... কথাটা শেষ করতে পারল না। প্রচণ্ড কাশতে লাগল। মুখ থেকে

রক্ত বেরিয়ে আসছে।

'ফ্রাংক।' বেন তার পাশে হাঁটু ভেঙে বসল। 'আমরা আইনের প্রতিনিধিত্ব করছি। তোমরা যে সোনা লুট করেছ তা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের। তুমি মারা যাচ্ছ। সরকারের সম্পদ ফিরিয়ে দেয়া উচিত।'

'সরকার?' ফ্রাংক কাশল, মুখ দিয়ে আরও রক্ত বেরুচ্ছে। যে বোল্ডারের পিছনে ওরা লুকিয়ে ছিল সেটা দেখিয়ে বলল, 'গুহা...বোল্ডারের নীচে...

তার আর কোনও কথা শোনা গেল না। একটা খিঁচুনি দিয়েই সে মারা গেল। বুড়োর চোখের মণিতে একটা শকুনের প্রতিফলিত ছবি দেখতে পেল বেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল সত্যিই একটা শকুন বৃত্তাকারে চক্কর মারছে।

বেনের পাশে এসে দাঁড়াল প্যাট। ওর চেহারাটা বিষণ্ন দেখাচ্ছে। 'ভেবেছিলাম ওরা পিস্তল ফেলে দেবে,' সে বলল। 'তবে তোমার পরিকল্পনা ঠিকই ছিল।'

'হুঁ। তবে তুমি সময় মত হাজির হয়ে ওদেরকে চমকে দিয়েছিলে।'

'আমি শুধু ঠিক সময়ের অপেক্ষায় ছিলাম,' প্যাট বলল। রেনরদের ঘোড়াগুলো দেখাল। 'এই ঘোড়াগুলো দিয়ে সোনা নিতে পারব। জেনির জন্য কি শহরে থামবে?'

'হ্যাঁ।' বেন শিস বাজালে ওর অ্যাপালুসাটা এগিয়ে এল। 'জেনিকে আমরা কারসন সিটিতে নিয়ে যাব। এ জায়গাটা ওর থাকার জন্য উপযুক্ত নয়।'

'তবে একটা ব্যাপার আমি এখনও বুঝতে পারছি না,' প্যাট বলল। 'পাউচটা ওরা কীভাবে খোলে? আর জনিকেই বা খুন করল কেন?'

'এখানে আসার প্রথম দিনেই বারের পেছনে বোতলগুলোর ফাঁকে আমি অষি (চামড়া বা কাঠ ছেঁদা করার জন্য ছোট সুঁচাল

হাতিয়ার বিশেষ) আর চামড়া সেলাই করার সুই দেখেছিলাম। অনুমান করলাম, জনি যখন মলির সাথে কথা বলছিল তখন ওরা আস্তাবলে গিয়ে ওর স্যাডল ব্যাগ থেকে পাউচটা নীচের দিকে কেটে ফেলে মেসেজটা পড়ে আবার ঠিক মত সেলাই করে রাখে। এজন্যই কেউ বুঝতে পারেনি কীভাবে আউটলদের কাছে খবর পৌঁছায়। আর এক্সপ্রেস কোম্পানিও নিরাপত্তার জন্য রাইডার দিয়ে চালানের মেসেজ আর চালান একই দিনে আলাদাভাবে পাঠায়, যাতে প্রথমে গ্রাহকের কাছে মেসেজ এবং পরে চালান পৌঁছায়। জনি ছিল খুবই সৎ। আর তাই পরপর দুই বার সোনার চালান ডাকাতির পরেও তৃতীয়বার কোম্পানি ওকে দিয়েই মেসেজ পাঠায়। আর বাকি সব তো দেখলেই।'

তিনজনকে কবর দেবার পর বেন ফ্রাংক রেনরের কবরে একটা ক্রুশ গেঁথে দিল। 'বুড়ো খুব টাফ ছিল,' প্যাট গম্ভীর ভাবে বলল।

বেন ঘোড়ায় চড়ে ট্রেইলের সামনের দিকে তাকাল। সবুজ উপত্যকাটা রোদে ঝলমল করছে। হ্যাট খুলে রুমাল দিয়ে মুখ মুছল। 'হ্যাঁ, খুব টাফ ছিল,' বিড়বিড় করে বলল ও।

তারক রায়

পথের আতংক

চলার পথে অদ্ভুত ট্র্যাকটা সারাদিনই চোখে পড়েছে বিল 'বুলডগ' কার্নির। সামান্য খোঁড়া টাট্টু ঘোড়ার খুরের ছাপগুলো স্বপ্নে দেখলেও এখন চিনবে সে। পাহাড়-পর্বত, উপত্যকা আর প্রান্তর ধরে আঁকাবাঁকা ট্রেইলটা চলে গেছে। সারাদিন জিনে বসে ভেবেছে বিল, কার হতে পারে ঘোড়াটা? পথের দু'পাশে মাথা তুলে থাকা প্রকাণ্ড ক্লিফগুলো মানুষের মাথা নুইয়ে দেয় তাদের বিশালত্ব দিয়ে। মানুষ যে কত তুচ্ছ, তা সম্ভবত সবচেয়ে ভাল বুঝতে পারে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে চলা নিঃসঙ্গ পথিক। আমাদের বিল কার্নি দার্শনিক নয়, কিন্তু ঘোড়ার পিঠে একলা সওয়ার হয়ে কথাগুলো মনে হলো তার। কখনও চোখে পড়ল ছোঁ মেরে আসা বাজপাখি, কখনও পার্বত্য খাত ধরে সগর্জনে ঝরে পড়া জলপ্রপাত, কখনও বা কানে এল বয়ে চলা বাতাসে একলা পাইনগাছের ডালের নিঃসঙ্গ বিলাপ।

আমাদের বিল ধার্মিক বা দার্শনিক কোনটাই নয়। সত্যি বলতে কি অন্য সব কাউবয়দের মত খুব একটা কুসংস্কারে বিশ্বাসীও বলা যাবে না তাকে। কিন্তু তবু সামনের বাঁ পা খোঁড়া এই রহস্যময় টাট্টুটাকে নিয়ে অনেক গল্পকথা চালু আছে এখানকার লোকদের মধ্যে। ক্যাম্পফায়ারের ধারে অনেকবারই সেসব শুনেছে বিল। তাই চেষ্টা করেও মেরুদণ্ডের শিরশিরানিটা পুরো দূর করতে পারছে না সে। ঘোড়াটার খুর যেখানেই পড়েছে, তার ঠিক পাশেই দেখা যাচ্ছে এক জোড়া বুটের ছাপ, সাধারণত মাইনাররাই পরে ওধরনের পেরেক লাগানো শক্ত বুট। কিন্তু বুট

নয়, ঘোড়াটাই চিন্তায় ফেলছে বিলকে।

লোকটা খুব সম্ভবত ঈগল হিলসের কোনও প্লেসার মাইনার, মনকে প্রবোধ দিল বিল, ছুটিতে টাট্টু ঘোড়ায় মালপত্র চাপিয়ে বাড়ি বা অন্য কোন ক্যাম্পে ফিরছে। হতে পারে তার আর সব মালের মধ্যে নিজের জন্য ছোট্ট একটা সোনার তালও আছে! স্রেফ একটা খুঁতযুক্ত ঘোড়ার নাল দেখলেই যাত্রা নাস্তি হয়ে যাবে, তেমন মনে করার বান্দা বিল কার্নি নয়। অনেক ঘোড়ারই নালে ত্রুটি থাকে বা থাকতে পারে। কাউবয়রা আর কিছু না পেয়ে আগুনের ধারে অনেক গাঁজাখুরি কেচ্ছা বানায়, খুব ভাল করে জানে বিল।

সন্ধ্যার মুখোমুখি আঁকাবাঁকা ট্রেইলটা এসে সিঙ্গিং ওয়াটার নদীর খাঁড়িতে এসে পড়ল। পথটা যেখানে আচমকা নব্বুই ডিগ্রি বাঁক নিয়ে নদীতে পড়েছে, ঠিক তার ডান হাতে পাহাড়ের ঢালে হাঁ করে আছে প্রকাণ্ড এক গুহামুখ। হতে পারে ওটা কোনও ভালুক বা নেকড়ের বাসা। নীচের ঢালু হয়ে নেমে আসা উপত্যকাটার নাম গ্রিজলি ব্রিজ ভ্যালি। সেই ধরেই চলেছে বিল কার্নি, উপত্যকা পেরিয়ে বাকিং হর্স শহরের দিকে। নীচের দিকে তাকাতেই চোখ আটকে গেল বিলের। পথের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে একটা নেকড়ে!

মস্ত মদ্দা নেকড়েটার শুকিয়ে হাড় বের হয়ে গেছে। অবশ্য বিল কখনও কোনও মোটাসোটা নেকড়ে দেখেনি ঠোঁট সরে বেরিয়ে পড়েছে তীক্ষ্ণ হলদেটে দাঁত। রাগে পিঠের কালচে বাদামী রোমগুলো খাড়া। বিলের দিকেই মুখ খিঁচিয়ে তাকিয়ে আছে জানোয়ারটা।

ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। নিঃসঙ্গ নেকড়ে দিনের আলোতে খোলা জায়গায় সাধারণত ঘুরে বেড়ায় না। যতই হিংস্র হোক বা চোয়ালে যতই জোর থাকুক, ভীতুর ডিম এই জানোয়ারগুলো, অন্তত কিছু কিছু ব্যাপারে। ওরা আসলে নিশাচর জীব। নেকড়ের

স্বভাবই হচ্ছে আড়াল থেকে চুপিসারে শিকার করা। অবশ্য খোলা প্রান্তরে তৃণভোজী প্রাণী শিকার করার সময় কোনও আড়ালের প্রয়োজন হয় না। অবাক হয়ে তাই দ্রুত হাতে বাকস্কিন ঘোড়াটার লাগাম টানল বিল। কিন্তু খাপে বাঁধা রাইফেলে হাত ছোঁয়ানোর আগেই হিংস্র একটা চাপা গর্জন ছেড়ে, শরীরটাকে বাঁকিয়ে পেছনের ঝোপঝাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল নেকড়েটা। বিল ভেবেছিল, সিঙ্গিং ওয়াটার নদীটা পার হয়েই ক্যাম্প ফেলবে। দু'বার ভাবতে হলো এখন পরিকল্পনটা নিয়ে। বাকস্কিন ঘোড়া জিপ নেকড়ে দেখে নার্ভাস হয়ে পড়েছে। রাতের বেলা আশপাশে জন্তুটা ফিরে এলে দড়ির খোঁটা ছিঁড়ে ছুট লাগাতে পারে। আর নেকড়েটাই বা অমন আচরণ করল কেন? জলাতংকে ধরেনি তো জানোয়ারটাকে?

বাতাসে একটা কিছু আছে, যেটা ঘোড়াটার মত আরোহীকেও অস্বস্তিতে ফেলছে। শুধু একটু আগে নেকড়ে দেখার কারণে নয়। না, চলার পথে অসংখ্যবার নেকড়ের মুখোমুখি হয়েছে বিল আর তার বাহন জিপ। জানে শুধু পিস্তলের একটা গুলি দরকার। হয় মরবে, নয় নেড়ি কুকুরের মত লেজ গুটিয়ে পালাবে জানোয়ারটা।

ট্রেইলের পাশে মাথার ওপর দাঁড়িয়ে আছে ওল্ড স্কও পর্বত, মধ্যযুগের সামন্তদুর্গের মত। পর্বতের ওপরের অংশগুলোকে দেখাচ্ছে দুর্গের বুরুজ আর টাওয়ারের মত, আর নীচের অংশ থেকে দিনের শেষ রোদের আভাস মিলিয়ে গেছে একটু আগে। দূর পশ্চিমে সেলকার্ক পর্বতমালার ওপর ঢলে পড়েছে সূর্য। গালে পরশ বুলাচ্ছে উপত্যকা ধরে বয়ে যাওয়া সন্ধ্যার প্রথম শীতল হাওয়া। পথের ধারে হিমবাহ থেকে গলে পড়া ঝর্নার পাশে জন্মানো স্যামন ঝোপে বেরির থোকা জ্বলছে যেন মহামূল্যবান টোপাজ পাথর।

চলার সময় অনেক সময় পথের দিকে খেয়াল থাকে না বিল কার্নির, যন্ত্র-চালিতের মত পথ চলে। কিন্তু আজ সন্ধ্যায়

নেকড়েটা দেখার পর তার সমস্ত ইন্দ্রিয় সতর্ক। কোন অশুভ কিছুর উপস্থিতি মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছে না বিল। বাকস্কিনটাও বারবার লম্বা কান দুটো নাড়াচ্ছে উৎকণ্ঠায়। ঘোড়াটার একটা কান ঘুরে যাচ্ছে পাশে, যেন অপরিচিত বিপদ পাশ থেকে আসবে। আরেকটা কান ঠিক পিছনে কেউ অনুসরণ করছে কি না বোঝার চেষ্টা করছে।

অনুসরণ! চিন্তাটা বিদ্যুৎ চমকের মত খেলে গেল বিল কার্নির মাথায়। কে তার পিছু নিবে এই নির্জন প্রান্তরে? নিজের অজান্তেই জিনের ওপর ঘুরে পেছনে তাকাল বিল, একহাত চলে গেছে জিনের শিং-এ, আরেক হাত হোলস্টারে। তীক্ষ্ণ ধূসর চোখজোড়া খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল ফেলে আসা পথ আর আশপাশের চারদিকটা। না, মানুষ বা কোনও জন্তুর চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। সেই ঝোপঝাড়, গাছপালা ও পাথর। ছায়া পড়ে একেকটা বোল্ডার দেখাচ্ছে গুড়ি মেরে বসে থাকা গ্রিজলি ভালুকের মত। হঠাৎ নিজের থেকেই গতি বাড়িয়ে দিল জিপ, যাতে সন্ধ্যা নেমে আসার আগেই এই ভুতুড়ে জায়গা থেকে বেরিয়ে ক্যাম্প করতে পারে ওরা। ট্রেইলটা একটা ক্লিফের প্রান্ত ধরে চলে গেছে, পথের ধারে পঞ্চাশ ফুট গভীর একটা খাদ। পথটুকু পেরোবার সময়ে কোনও অজানা ভয়ে কেঁপে উঠল জিপ। ঠিক ক্লিফের ধারটা পেরিয়ে যেতেই স্বস্তির চিঁহি ডাক ছেড়ে দুলকি চালে ছুটতে শুরু করল ঘোড়াটা।

'অবাক কাণ্ড!' গাল চুলকে বলল বিল। 'ঠিক কী ঘটল ব্যাপারটা এখানে?' রাশ টেনে জিন থেকে নেমে দশ-বারো কদম পেছনে হেঁটে গেল বিল। আধো অন্ধকারে ভাল দেখা যায় না, কিন্তু সেই টাট্টু ঘোড়াটার ট্র্যাক মিলিয়ে গেছে। আর মানুষটার পায়ে এখন মাইনিং বুটের বদলে মোকাসিন জুতো। পাশেই নেকড়ের পায়ের দাগ। অন্তত দুটো নেকড়ে পায়চারী করেছে এখানে। সরে পড়তে হবে এখান থেকে। দ্রুত জিপের পিঠে

চেপে ঘোড়ার পেটে স্পার ছোঁয়াল বিল, চারপাশে নজর রাখতে রাখতে সামনে ছুটে চলল সে।

যতবারই থেমে ট্র্যাক পরীক্ষা করার চেষ্টা করল বিল, একই ব্যাপার দেখল। টাট্টু ঘোড়াটা উধাও হয়েছে, তার বদলে মোকাসিন পরা একজন মানুষের ছাপ দেখতে পাচ্ছে। রাত পুরো নেমে আসার আগেই গ্রিজলি ব্রিজ উপত্যকা থেকে বেরিয়ে সামনে কোথাও ক্যাম্প করবে স্থির করল। শেষমেশ যখন উপত্যকার প্রান্তে উঁচু জমিতে এসে পড়েছে, তখন পেছন থেকে ভেসে এল নেকড়ের প্রলম্বিত ডাক। প্রায় সাথে সাথেই সাড়া দিল তার সঙ্গী, প্রায় আধমাইল দূর থেকে। একটা ক্ষুধার্ত হিংস্রতা আছে তাদের ডাকে 'জাহান্নামে যা তোরা', চাপা গলায় অভিশাপ দিল বিল। 'আজ রাতে যদি আমার ক্যাম্পফায়ারের ধারে চেহারা দেখাস, পেটে গুলি করে মারব!'

কোন এক রহস্যময় উপায়ে যেন বিলের হুমকি পৌঁছে গেল জানোয়ার দুটোর কাছে। গলার সুর বদলে কুকুরের মত খেঁকিয়ে উঠল দুটোই। চমকে উঠল বিল। ঠিক নেকড়ের মত আচরণ করছে না জন্তুগুলো। 'একটা কিছু আছে জানোয়ারগুলোর মাঝে, ঠিক ধরতে পারছি না,' আপন মনে বিড়বিড় করে ঘোড়াকে তাড়া দিল সে। একটু আগের প্রতিজ্ঞাটা আরও দৃঢ় হয়েছে তার কয়েক মিনিটে। এ তল্লাটে আর রাত কাটাবে না সে। পাশের একটা পাইন গাছ দেখে প্রায় প্রলুব্ধ হয়েছিল বিল, পাইনের মোচা পড়ে পড়ে গাছটার নীচে যেন চমৎকার একটা জাজিম পাতা হয়েছে। কিন্তু অধৈর্য হয়ে লাগাম ধরে ঝাঁকি দিল বাকস্কিন জিপ। 'ঠিক বলেছিস তুই,' আদর করে ঘোড়ার কাঁধে চাপড় মারল কার্নি। 'মনের শান্তিটাই হলো বড় কথা, জিপ! চল্ আরেকটু এগিয়ে যাই।'

রাত দশটার সময় একটা ন্যাড়া প্রান্তরে এসে ক্যাম্প করার সিদ্ধান্ত নিল বিল। জ্যোৎস্না প্লাবিত প্রান্তরে চারপাশে লুকানোর

কিছু নেই। যেই আসুক যেদিক দিয়ে, অনেক দূর থেকেই তাকে দেখতে পাবে সে। জিপের খোঁটার পাশেই কম্বল পেতে শুয়ে পড়ল। বিপদ দেখলে ঘোড়াটাই প্রথমে সতর্ক করবে। অনেক ধকল গেছে শরীরের ওপর দিয়ে আজ। চোখ বুজে ভাবল সে।

ঘুমে প্রায় ঢলে পড়েছিল বিল, কিন্তু সম্পূর্ণ তলিয়ে যাবার আগেই হঠাৎ জেগে উঠল। একটা কিছু আছে! কাছে নয়, দৃষ্টিসীমার বাইরে, তবে আছে। মনিবের আগেই ঘোড়াটা টের পেয়েছে। শুয়ে পড়েছিল, হঠাৎ উঠে সামনের পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল, কিন্তু পুরো উঠল না। কয়েক সেকেন্ড পরেই নিশ্চিত হলো কার্নি, নেকড়ে নয় নেকড়ে হলে ক্যাম্পটাকে এক চক্কর দিয়ে বাতাসের উল্টো দিকে ওত পেতে বসত সেক্ষেত্রে ঘোড়ার মুখটা ঠিক কম্পাসের কাঁটার মত তিনশো ষাট ডিগ্রি ঘুরত। কিন্তু না, কেবল ফেলে আসা ট্রেইলের দিকেই চেয়ে আছে জিপ। আছে 'ওটা' ওখানে, অপেক্ষা করছে। নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল বিল, ঘোড়ার 'কথা' শুনেছিল বলে মানুষ বা জানোয়ার যাই হোক, 'ওটা' খোলা জায়গায় আসতে ভয় পায়। বনের মধ্যে হলে শিকারকে বাগে পেতে সহজ হয় অজ্ঞাত প্রাণী বা মানুষটার। ঘোড়ার পিঠে হেলান দিয়ে, ট্রিগারে আঙুল রেখে আধো ঘুম আধো জাগরণে রাতটা কাটিয়ে দিল কার্নি। শেষ রাতে ঘুমিয়ে পড়েছিল, জিপের ঘাস খাওয়ার শব্দে জেগে উঠল। সকাল হয়ে গেছে। ব্রেকফাস্ট বানিয়ে জিন চাপিয়ে পথে নামল বিল।

কাল রাতে যেখানে ক্যাম্প করেছিল, তার অল্প দূরেই গতকালের ট্রেইলটা একটা পাহাড় ঘুরে পশ্চিমে ফোর্ট স্টিলের দিকে চলে গেছে। রকি পর্বতের ওপর ইতোমধ্যেই সূর্য উঠে পড়েছে। সকালের কাঁচা রোদে পরিষ্কার দেখল বিল, কালকের সেই টাট্টু ঘোড়ার ট্র্যাক! সামনের একটা ভাঙা খুর দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট মোকাসিন পায়ে হেঁটে গেছে কোনও মানুষ। বুটের ছাপও আছে সেখানে একটু ভাল করে দেখতেই বোঝা গেল ঘোড়াও

আসলে দুটো। একটা খুদে ইন্ডিয়ান প্যাক পনি, অন্যটা আরেকটু বড় ঘোড়া।

আরেকটু এগিয়েই অবশ্য কোনও ট্র্যাক খুঁজে পাবার আশা ছাড়তে হলো বিলকে, কারণ বাকিং হর্স শহর এসে গেছে। এত ঘোড়া, গাড়ি আর মানুষের ট্র্যাক এখানে যে আলাদা করে কিছু চেনা সম্ভব নয়। শহরে ঢুকেই সিড লং-এর গোল্ড নাগেটে গিয়ে ঢুঁ মেরে আসা বরাবরের অভ্যাস বিল কার্নির, এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। গিয়ে দেখে, পরিস্থিতি আগুন হয়ে আছে গোল্ড নাগেটের লাউঞ্জে।

হোটেলের কর্মচারী জিনেট হোল্টের ভাই হ্যারি হোল্টকে ফাঁসিতে লটকানোর ব্যবস্থা প্রায় পাকাপোক্ত করে এনেছে উত্তেজিত জনতা। হ্যারির পক্ষে বলার কেউ নেই, তার বোন জিনেট আর হোটেল মালিক সিড লং ছাড়া। লিঞ্চিং-এর জন্য সময়টা বেশ ভাল, কারণ শেরিফ শহরের বাইরে গেছে কাজে, আর এই সুযোগে শহরবাসী আইন নিজের হাতে তুলে নেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কী নিয়ে কাজিয়া বোঝার চেষ্টা করল বিল।

লিঞ্চিং ব্যাপারটাকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করে সে, কিন্তু সে-কথা বলতে বাধা পেল জিম কোর্টনির কাছ থেকে 'আগে শুনে নাও বদমাশটা কী করেছে, পরে মন্তব্য কোরো, বিল!' খেঁকিয়ে উঠল জিম।

জিনেট বারের পেছন দিকে ডাইনিং রুমের দিকে যাবার দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে হাত মোচড়াচ্ছিল, ভাই হ্যারিকে বাঁচানোর সব আশা সে প্রায় ত্যাগ করেছে, এমন সময় বিলের আগমন নতুন আশা জাগাল তার মনে। হ্যারিকে যদি কেউ বাঁচাতে পারে, শহরভর্তি মানুষের বিপক্ষে গিয়ে, তবে বিলই পারবে। অকারণে ওকে লোকে 'বুলডগ' বলে না।

হ্যারি হোল্ট মানুষটা অবশ্য এত সুবিধার নয় যে তাকে প্রথম দর্শনে ভালবেসে ফেলবে কেউ।

হ্যারি পেশাদার জুয়াড়ি, মাইন ফেরত শ্রমিকদের মজুরি জুয়া খেলে জিতে নেয়াই তার পেশা। বলাবাহুল্য তাকে পছন্দ করতে পারে এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম। তবে আজ সে খুনের দায়ে অভিযুক্ত কোনও এক খনিশ্রমিকের লাশ পাওয়া গেছে ট্রেইলের ধারে। আর সোনার গুঁড়ো, যা মজুরি হিসেবে অনেক সময় দেয়া হয়, সেটা পাওয়া গেছে হ্যারি হোল্টের কাছে। দুই আর দুই চার করে হ্যারিকে ফাঁসিতে ঝোলানোর ব্যবস্থা করে ফেলেছে শহরবাসী। লিঞ্চিং-এ নেতৃত্ব দিচ্ছে জিম কোর্টনি, জন স্লোকান আর ডেনভার আইক। গানফাইটার এবং মাস্তান হিসেবে বিশেষ কুখ্যাতি আছে তিনজনেরই।

আস্তে আস্তে পুরো ঘটনাটা শুনল বিল। ঈগল হিল মাইন থেকে ফেরার পথে নাকি অনেক মাইনারই হারিয়ে গেছে ইদানীং, বাকিং হর্স শহরে আর ফেরা হয়নি তাদের। কয়েকদিন আগে দুটো কংকাল আবিষ্কার করেছে কাউবয়রা, নেকড়ে খেয়ে ফেলেছে ওদের। হারিয়ে যাওয়া মাইনার হিসেবে শনাক্ত করা গেছে দু'জনকেই।'

'আর নেকড়েরা সোনার তাল খায় না!' জানাল কোর্টনি।

'মানুষ-নেকড়ে খায়,' বলল বিল।

'আসলে এই নেকড়ের ব্যাপারটাতেই আমাদের সন্দেহ ছিল,' বলল মাইনার গ্রায়াম। 'নেকড়ে ধরলে সবাইকেই ধরবে। শুধু ঈগল হিল থেকে সোনার তাল নিয়ে ফিরছে, এমন সব মাইনারদের ওপরই নেকড়ের নেক নজর পড়বে কেন? ক্যারিবু ডেভ ফিরছিল ঈগল হিল থেকে, ফেরার পথে বন্ধু ফোর্ড জনসনের দেহাবশেষ খুঁজে পায় ও, মানে ফোর্ডের শরীরের যা কিছু অবশিষ্ট ছিল

ক্যারিবু ডেভের দিকে চাইল বিল। 'জনসন ছিল আমার অনেকদিনের বন্ধু। আমার দু'দিন আগে ঈগল হিল থেকে শহরের দিকে রওয়ানা দেয় ফোর্ড, সোনার গুঁড়ো ভর্তি একটা বড় থলে

ছিল ওর সাথে।'

'একটা ক্লিফের নীচে ফোর্ডের দেহাবশেষ পেয়েছে ডেভ,' ডেভের হয়ে বলল গ্রায়াম। শুনে চমকে উঠল বিল। সেই ক্লিফটা নয়তো?

'আমি ঠিক জানি না কী পাব আশা করেছিলাম,' বলে চলল ডেভ। 'ফোর্ডের মস্ত বুটের ছাপ ধরে আসছিলাম, ঠিক ক্লিফটার নীচে মনে হলো একটা ধস্তাধস্তি হয়েছে। ঘোড়াটা ছুটে পালিয়েছে সম্ভবত। আশপাশেই আছে অনেকগুলো নেকড়ের পায়ের ছাপ, প্রায় একটা বাছুরের মত বড় নেকড়ের ওই ছাপ। ভাবলাম ফোর্ড জনসন বোধহয় একজোড়া টিম্বার উলফের মুখে পড়ে গেছিল। ফোর্ডের মত পাকা শিকারীর কাছে দুটো নেকড়ে খতম করা ব্যাপারই না ভাবলাম নেকড়ে দুটোকে মেরে আবার রাস্তা মাপছে, কারণ একটু পরেই দেখি ফোর্ডের প্যাকহর্সের ট্র্যাক আবার আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু আজব ব্যাপার! নেকড়ের আর মোকাসিন পায়ে একজন মানুষের ট্র্যাক ঘোড়াটার ঠিক পেছন পেছন চলে গেছে! শহরে ফিরে দেখি ফেরেনি ও, যেন মাঝপথেই হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে ফোর্ড।'

দম নিতে থামল ক্যারিবু ডেভ। 'তো, শহর থেকে লোকজন জুটিয়ে আবার ঈগল হিলের দিকে ফিরতি পথে রওনা দিলাম আমরা ফোর্ডের লাশটা পড়ে থাকতে দেখলাম পথের ধারে ফিরে আসছি আবার শহরে, দেখি কি হ্যারি হোল্ট ফোর্ডের টাট্টু ঘোড়াটায় চেপে আসছে ওর জিনের সাথে ঝুলছে ফোর্ডের সোনার গুঁড়ো ভর্তি থলিটা!'

'আর তাতেই তোমরা ধরে নিলে, ফোর্ডকে মেরে ওর ঘোড়া আর সোনার থলে কেড়ে নিয়েছে হ্যারি হোল্ট?'

'এটা কি যথেষ্ট আলামত নয়, বিল কার্নি?' দাঁত খিঁচিয়ে বলল জিম কোর্টনি।

'নাহ্, কোর্টনি,' মাথা নেড়ে বলল বিল। 'তোমাকেও একবার

খুনের মামলায় জড়ানো হয়েছিল। যতদূর মনে পড়ে, মরা মানুষটার টাকাও তোমার পকেটে পাওয়া গেছিল। কিন্তু সে অভিযোগ থেকে রেহাই পেয়েছিলে তুমি।'

'সেটা অনেক আগের কথা, বিল। তুমি একথা তুলছ আমাদের চোখ অন্যদিকে ফেরানোর জন্য।'

'সে যাই হোক, ঘটনাটা একবার ঘটেছিল। এখন অন্য লোক সেই অভিযোগে ঝুলতে যাচ্ছে দড়িতে। ওকে নিয়ে আসো, নইলে শেরিফ শহরে ফিরলে পুরো ঘটনাটা বলতে বাধ্য হব আমি।'

ঘরের পেছন থেকে আনা হলো অভিযুক্ত হ্যারিকে। আত্মপক্ষ সমর্থনে হ্যারি জানাল, ঘোড়াটা রাস্তার ধারের এক ইন্ডিয়ানের কাছ থেকে কিনেছে ও। একটা কিছু ছিল হ্যারির আচরণে যাতে নিঃসন্দেহ হলো বিল যে এ-ব্যাপারে সত্যি কথাই বলছে হ্যারি। আর ও হচ্ছে জিনেটের ভাই, হবু শালাকে শহরের সমস্ত লোকের বিরুদ্ধে লড়েও যদি নির্দোষ প্রমাণ করতে হয় তবে তাই করবে বিল কার্নি!

'আমি তোমাদের দোষ দেব না, যদি বুঝি তোমরা আসল লোককে ধরেছ,' ধীরে ধীরে বলল বিল। 'কিন্তু স্রেফ ঘোড়াটা ছাড়া কোন প্রমাণ নেই তোমাদের কাছে। ঘোড়াটা ও সত্যিই কোন ইন্ডিয়ানের কাছ থেকে কিনতে পারে।'

'ঘোড়াটাই যথেষ্ট বড় প্রমাণ।'

'সেটা কোথায়?' জানতে চাইল বিল।

'সামনের একটা আস্তাবলে আছে,' জানাল জিম কোর্টনি।

'চলো গিয়ে দেখি ওটা,' বিলের পিছন পিছন ঘরের অর্ধেক লোক বেরিয়ে এল ঘোড়া দেখতে। লাগাম ধরে বেশ কয়েক পাক আগু-পিছু ঘোরাল বিল। নরম কাদার ওপর ঘোড়াটার খুরের দাগগুলোই সবচেয়ে মনোযোগ দিয়ে দেখল। না, যা ভাবছিল তা নয়, কালকের সেই ট্র্যাকগুলোর সাথে মিল নেই। এর খুরগুলো স্বাভাবিক, ভাঙা নয়।

'কীসে তোমার ধারণা হলো, ডেভ, যে এই ঘোড়াটাই ফোর্ড জনসনের প্যাকহর্স?'

'আমি যখন আমার বুটজোড়া দেখি আমি কী ভাবে জানি এগুলো আমারই?' ঝাঁঝিয়ে উঠল বুড়ো ডেভ। 'বাদামী রং দেখেই আমি একপাল ঘোড়ার মধ্যে থেকে এটাকে আলাদা করে চিনতে পারি।'

'আমি মনে করি না, ডেভ,' শান্ত গলায় বলল বিল, 'এই ঘোড়ায় ফোর্ড জনসনের মাল বয়েছে।'

'জজ কার্নি রায় দিয়ে দিয়েছেন!' ফোড়ন কাটল জিম কোর্টনি। 'ডেভ তার বিশ বছরের বন্ধু ফোর্ড জনসনের ঘোড়া সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলছে!'

'আমি বলছি না ও মিথ্যা বলছে,' একই স্বরে বলল বিল। 'আমি বলছি ডেভ সরল বিশ্বাসেই এটাকে ফোর্ড জনসনের ঘোড়া বলে ভাবছে। এ এলাকায় প্রায় হাজারখানেক ডান রং-এর ঘোড়া আছে,' ঘুরে দাঁড়িয়ে ডেভের মুখোমুখি হলো সে। 'ফোর্ডের ঘোড়ার মার্কা কী, ডেভ?'

'আমি জানি না,' বেজারমুখে বলল ডেভ। 'আমি শুধু জানি যে এটা ফোর্ড জনসনের ঘোড়া।'

'আমি জানি এটা ফোর্ড জনসনের ঘোড়া নয়,' হঠাৎ বলে উঠল গ্রায়াম। 'ওর ঘোড়াটার এক পায়ে ত্রুটি ছিল সামান্য। একটা খুর বড়। তাকিয়ে দেখো এটা সে ঘোড়া নয়।' সবাই অবাক হয়ে ঘুরে তাকাল গ্রায়ামের দিকে। লোকটা এতক্ষণ লিঞ্চিং-এর পক্ষেই ছিল, এখন হঠাৎ অন্য কথা বলছে।

'হ্যাঁ এটা একটা প্রমাণ বটে হ্যারির পক্ষে,' দ্রুত বলল বিল। 'তবে আরও প্রমাণ থাকতে পারে। জনসনের কোনও কাপড়চোপড় ফেরত এনেছ তোমরা?'

'কাপড় বলতে ওর কোটটা। নেকড়ের কামড়ে শতচ্ছিন্ন হয়ে গেছিল,' গ্রায়াম জানাল।

নিয়ে আসা হলো সেটাকে। গ্রায়াম ভুল বলেনি। আসলেই ছিঁড়ে একশেষ ওটা। পকেট থেকে মাইনারের আতশী কাঁচ বের করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কোটটা পরীক্ষা করে দেখল বিল। অনেক সূক্ষ্ম ঘোড়ার লোম লেগে আছে কোটের কাপড়ে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এসে সোজা হলো সে। 'এ ঘোড়ার সাথে কোন মিলই নেই লোমগুলোর। মনে হচ্ছে হ্যারি হোল্ট নির্দোষ।'

বেশ কয়েকজন আতশ কাঁচ হাতে নিয়ে দেখল, কথাটা সত্যিই। ওদের সামনের বাদামী রঙ-এর ঘোড়াটার লোম অনেক কর্কশ আর লালচে বাদামী! ওর ইণ্ডিয়ান মালিক নিশ্চয়ই ঘোড়াটাকে বুনো ছাগলের মত চরতে দিয়েছে। আর জনসনের কোটে লেগে থাকা লোমগুলো অনেক বেশি খাটো আর বাদামী, দু'একটা সাদা লোমও আছে। কিন্তু সামনের ঘোড়াটার গায়ে একটা সাদা ছোপও নেই।

কিন্তু এসব কথা মানতে নারাজ জিম কোর্টনি আর তার কয়েক সঙ্গী-সাথী। একটা লোককে প্রায় ঝুলিয়ে দেবার কী চমৎকার বন্দোবস্ত পাকা করে ফেলেছে, এমন সময় বেরসিক কার্নি তার সাক্ষ্য প্রমাণ আর আলামত দিয়ে সব ভেস্তে দিতে এসেছে! ঘোড়াটার পায়ে ত্রুটি আছে এটা মানতে নারাজ ওরা। এটা গ্রায়াম বলছে, ওর কথার সত্যতা কী? আর ঘোড়ার লোমে কিছুই প্রমাণ হয় না। হ্যারিই খুন করেছে! নইলে আর কে? হ্যারির কাছে সোনার গুঁড়ো এল কী করে?

'চলো, ফিরতি পথে আবার গিয়ে দেখে আসি ফোর্ড জনসনের ঘোড়ার ট্র্যাক,' গ্রায়ামের এ প্রস্তাবে জনতা হৈ হৈ করে সমর্থন জানাল। কিন্তু এবার বেঁকে বসল বিল কার্নিই। হৈ হৈ শুরু হয়ে গেল আশপাশে, তবে কী ঘটনার পুনঃতদন্ত চায় না বিল 'বুলডগ' কার্নি?

'ব্যাপার তা নয়,' জোর গলায় বলল বিল। 'আমি যদি তোমাদের খুলে বলি তোমরা পুরোটা বিশ্বাস করবে না। ও রাস্তায়

কাল আমিও এসেছি। আমাকে ও আমার ঘোড়াকেও কেউ অনুসরণ করছিল। নেকড়ের ডাকও আমি শুনেছি। নেকড়ে ছাড়াও ওই ট্রেইলে আর কোন কিছু আছে বলে আমার ধারণা! আমরা যদি সবাই দল বেঁধে হাজির হই, খুনি চুপিসারে গা ঢাকা দেবে। ট্রেইলের খুনিকে ধরতে আমি একা যাব গ্রিজলি ব্রিজ ভ্যালিতে। ওকে পাকড়াও করে শহরে নিয়ে আসব।'

বিল কার্নি আর গ্রায়াম হোটেলে ফিরে আসার আগেই জিম কোর্টনি হোটেলে এসে বেশ বড় এক পাত্র হুইস্কি গলা দিয়ে নামিয়ে ফেলেছে, দরজা দিয়ে ঢোকার মুখে তার উত্তেজিত গলার আওয়াজ পেল বিল। 'বিল কার্নি সবাইকে ধোঁকা দিচ্ছে। জিনেট হোল্টের সাথে ওর মাখামাখি আছে বলেই জিনেটের ভাইকে খালাস দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে! আরে, একটা লোক খুন হয়েছে। খুন হওয়া লোকের ঘোড়া আর জিনিস পাওয়া গেছে অন্য লোকের কাছে। পকেট থেকে আতশ কাঁচ বের করে অনেক কিছুই দেখানো যায় হাত সাফাই করে। আমরা জানি হ্যারি হোল্ট একদম কপর্দকশূন্য ভবঘুরে। এত সোনা পেল কোথায় ও?'

'তুমি মিথ্যা কথা বলছ, জিম,' উত্তরটা এল জিনেটের তরফ থেকে। 'আমার ভাই মরে গেলেও বলবে না কোত্থেকে এ সোনা পেয়েছে। ঠিক আছে, আমি বলব। সিড লং-এর সিন্দুক থেকে সোনা বের করে দিয়েছি আমি, যাতে অন্য কোথাও গিয়ে নতুন ভাবে জীবন শুরু করতে পারে। আর এখানে থাকলে তুমি বা স্লোকাম বা জেমসনদের হাতে খুন হত হ্যারি, কারণ আমার সম্বন্ধে বাজে কথা বলার জন্য একবার ওকে আচ্ছা করে পিটিয়েছিল সে তোমাকে।'

'মিথ্যা কথা!' চিৎকার করল জিম কোর্টনি। 'তুমি আর বিল যুক্তি করে এসব বের করেছ!'

জনি স্লোকামের হুঁশিয়ারি শুনে পেছনে ঘুরতে শুরু করেছিল জিম কোর্টনি; পিস্তলটাও প্রায় বের করে এনেছিল খাপ থেকে, কিন্তু সেটা

আর ব্যবহার করা হলো না। হাতটা তার অবশ হয়ে নেমে এল নীচে, পিস্তলটা ছিটকে পড়ল মাটিতে। বিল কার্নির গুলি, নিখুঁত নিশানায় কোর্টনির পিস্তলের বাঁট ভেদ করে জিমের একটা আঙুল থেঁতলে বেরিয়ে গেছে। কার্নির পিস্তলটা এখন কাভার করছে স্লোকান আর ডেনভার আইককে। হোলস্টারের কাছে হাত রেখে জমে গেছে ওরা দু'জনেই। ঘরের প্রায় অর্ধেক লোকই ড্র করে ফেলেছিল, জমে গেল তারাও।

'জিনেট,' শান্ত গলায় বলল কার্নি। 'জিমের হাত বেঁধে দাও, আর ডাক্তারকে খবর দাও।' বিলের কথায় উত্তেজনা কমে এল ঘরে, চেপে রাখা দম ছেড়ে সবাই হোলস্টারে পিস্তল ঢোকাল।

'আমার বোন আমাকে বাঁচানোর জন্য মিথ্যা বলেছে,' ঘোষণা করল হ্যারি হোল্ট। 'আসলে আমিই সিড লং-এর সেফ থেকে সোনা সরিয়েছিলাম।'

'কিছু আসে-যায় না তাতে,' মৃদু গলায় বলল হোটেল মালিক সিড লং। 'জিনেট বা তার ভাই দু'এক ব্যাগ সোনার গুঁড়ো সরালে তেমন কিছুই টের পাব না আমি। অনেক সোনা আছে আমার!' আসল ঘটনা ঠিকই আঁচ করে নিয়েছে সিড। তবে তার সহানুভূতি জিনেট, হ্যারি আর বিলের দিকেই।

উপস্থিত সবার কাছ থেকে তিনদিন সময় আদায় করল বিল, এর মধ্যে হ্যারি হোল্টের কোনও ক্ষতি করার চেষ্টা করবে না ওরা। শুধু হ্যারি নয়, নিজের জীবনও নির্ভর করছে এর ওপর, জানে সে। কোর্টনি, স্লোকান আর আইক, এই তিন মাস্তান ওত পেতে থাকবে অন্ধকার রাতে কোন নির্জন গলিতে, আজকের ঘটনার শোধ তোলার জন্য। না, ট্রেইলের রহস্যময় দুর্বৃত্তকে জ্যান্ত অথবা মৃত পাকড়াও করেই এর থেকে নিস্তার মিলতে পারে।

ঘোড়াটাকে লিটল উইন্ডো মাইনে রেখে গোল্ড নাগেটে ফিরে এল সে। জানালায় আলো দেখে কোর্টনি ভাববে আজ রাতটা বুঝি

হোটেলেই কাটাচ্ছে ও, সিডকে সেরকমই বলার নির্দেশ দেয়া আছে। কিন্তু হোটেলের খিড়কি দরজা দিয়ে বের হয়ে চোরা গলিপথ ধরে শহর ছাড়ল বিল।

সারাদিন জোর কদমে এগিয়ে বিকেলের দিকে গ্রিজলি ব্রিজ ভ্যালিতে এসে পড়ল ও। সারাদিন জিনে বসে ভেবেছে, যে বা যারাই মাইনারদের ওপর হামলা চালিয়ে, হত্যা করে সর্বস্ব লুটে নিচ্ছে, তাদের ঘাঁটি এই গ্রিজলি উপত্যকা। মানুষ বা শয়তান যেই হোক, এই সব হত্যাকাণ্ডের জবাব দেবার সময় এসেছে তার। খুব বিপজ্জনক কাজ বারবার করলে অতি-আত্মবিশ্বাসে ভুল করে বসে তারা। খনিতে ডিনামাইটের হ্যান্ডলারদের দেখেছে বিল। আর যারা একই অপরাধ বার বার করে, অভিজ্ঞতা থেকে জানে বিল, তারাও অসাবধান হয়ে পড়ে। এরকম বিকৃতমনা লোকের জন্য টাকাটাই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। নিশ্চয়ই অনেক সোনা জমিয়েছে সে, কিন্তু পোষা নেকড়ে দিয়ে মানুষ মেরে অন্য আনন্দ পায় সে। হতে পারে ওই বড় গুহাটাই তার ডেরা, যেটার পাশ দিয়ে বিল এসেছিল গতকাল।

বিল কার্নির একটা বড় সুবিধা আছে, সে জানে কী খুঁজছে, কিন্তু ট্রেইলের খুনি জানে না। শিকার ধরার জন্য ট্রেইলের এক দিকের ওপর নজর রাখবে সে। এমন কী যদি মুখোমুখি হয়ে যায় দু'জন, বোধহয় কিছু করবে না খুনি। কারণ ঈগল হিলের সোনার খনি থেকে ফিরে আসা মাইনারদের ফাঁদে ফেলে খুন করছে সে, যারা যাচ্ছে তাদের ওপর চড়াও হবে না। কিন্তু নেকড়ের ব্যাপারটা সেভাবে পরিষ্কার হচ্ছে না বিলের কাছে। ওগুলো কি সংকর কুকুর-নেকড়ে? নাকি স্রেফ বড় শিকারী কুকুর, ছাড়া পেয়ে বুনো হয়ে গেছে? খুনি কি ওগুলো মানুষ শিকারে কাজে লাগাচ্ছে? আপাতত একটা ব্যাপার পরিষ্কার, গুহা থেকে ক্লিফ, এই জায়গার কোথাও আছে তার ঘাঁটি। ভালমত খুঁজে দেখলে বেরিয়ে পড়বে সেটা।

পরদিন সকালে গ্রিজলি ব্রিজ ভ্যালিতে নেমে সিঙ্গিং ওয়াটার নদীটা পার হয়ে দেড়শো গজ মত গিয়ে বার্চ আর অ্যাস্পেন গাছের জঙ্গলে একটা গাছের ডালে জিপকে থামাল বিল। বাকস্কিন ঘোড়াটার ওপর পুরো আস্থা আছে তার। অনুমতি ছাড়া এদিক-ওদিক যাবে না। লাগামটাকে গুটিয়ে রাখল গলার পাশে, যেন বেরিয়ে থাকা কোনও গাছের ডালে আটকে অনাসৃষ্টি না ঘটায়। তা না হলে কোনও মানুষ লাগাম ধরে জিপকে আটকাতে পারবে না। জিপ শুধু একজন প্রভুকেই চেনে।

ক্লিফের নীচে থেকেই অনুসন্ধান আরম্ভ করল বিল। আশা করছে শুকিয়ে যাওয়া রক্ত বা ওরকম কিছু থেকে হত্যাকাণ্ডের আলামত পাবে। তা থেকে ট্র্যাক করে পৌঁছে যাবে খুনির ডেরায়। যেখানে প্রথম নেকড়েটাকে দেখা গিয়েছিল, পিস্তল হাতে কার্নি পৌঁছাল সেই জায়গাটায়। একটা পায়ে চলা পথ বাঁক নিয়েছে। পথের ধারে বড় পাথরের চাঁই, চাঁই-এর ওপর পড়ে আছে একটা ঝড়ে ওপড়ানো বার্চ গাছ। গাছের গুঁড়িটা টপকানোর জন্য পা বাড়িয়েছিল বিল, আর তখনই খটাং করে জোরে একটা ভালুক ধরা ইস্পাতের ফাঁদের চোয়াল ওর বাড়ানো পায়ের ওপর বন্ধ হলো! মনে হলো মাংস কেটে হাড় পর্যন্ত পৌঁছে গেছে ইস্পাতের দাঁত, ঠোঁট কামড়ে যন্ত্রণা হজম করল বিল। মুখে টুঁ শব্দ না করলেও ফাঁদ বন্ধ হওয়ার ধাতব আওয়াজটা নিশ্চয়ই বেশ কিছুদুর গেছে, কারণ প্রায় সাথে সাথেই গুহার দিক থেকে নেকড়ের ডাক কানে এল। খাবারের গন্ধ পেলে কুকুর যেভাবে ডাকে।

এত অসহায় নিজেকে কখনও মনে হয়নি বিলের। জোড়া স্প্রিঙের ভালুক ধরা ফাঁদে আটকেছে সে। এটাকে নিজে নিজে খোলার চেষ্টা করা খালি হাতে লোহার সিন্দুক ভাঙার মত অসম্ভব। ফাঁদটাও আবার একটা মজবুত শেকল দিয়ে গাছের গুঁড়ির সাথে বাঁধা। পিস্তল আছে অবশ্য সাথে, এবং নেকড়েদের সে দিনের আলো থাকা পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখতে পারবে। কিন্তু

রাতে? ভাবনার সূত্র ছিঁড়ে গেল একটা কর্কশ গলার স্বরে। 'তোমার পিস্তলটা এদিকে ছুঁড়ে দাও, বিল। আমি তোমাকে কাভার করে রেখেছি।'

গলাটা চেনা চেনা লাগল বিলের। 'তুমি কে?' সময় পাবার জন্য জানতে চাইল ও।

'আমি জ্যাক দ্য উলফ,' জবাব এল।

'বাহ্, খুব মানানসই নাম তো!' টিটকিরি দিল বিল! এবার চিনেছে সে লোকটাকে। নিজের নাম নিজেই দিয়েছে "জ্যাক্ দ্য উলফ" ভবঘুরে এক ঘোড়াচোর, ইন্ডিয়ানদের সাথে মিশে প্রায় ইন্ডিয়ানই হয়ে গেছে। অনেকদিন দেখা যায়নি ওকে শহরে।

'তুমি পিস্তলটা ছুঁড়ে ফেলে দাও, আমি তোমাকে ফাঁদ থেকে বের করে আনব।'

কথাটা বিশ্বাস করত বিল, যদি না জ্যাকের ভয়ংকর রেকর্ড জানা না থাকত।

'সেরকম কিছুই করব না আমি। তুমি আমাকে গুলি করতে পার। পিস্তল ফেললে তুমি তোমার নেকড়ে লেলিয়ে দেবে।'

জ্যাক একবারও চেহারা দেখাচ্ছে না, গাছের আড়ালেই থাকছে সবসময়। 'তুমি পিস্তল ফেলবে না?'

'না।'

'তা হলে মরো বিল কার্নি! রাতে যখন তুমি ঘুমে ঢলে পড়বে, তখনই ওরা আসবে অন্ধকারে!' বলতেই নেকড়ের ডাক ভেসে এল কাছ থেকে। 'শুনছ, বিল? ওরা অপেক্ষা করছে। বাতাসে তোমার গন্ধ পেয়েছে ওরা!' বলেই বিলের ঘোড়াটা যেদিকে বাঁধা সেদিকে চলে গেল জ্যাক দ্য উলফ।

প্রায় দেড়শো গজ দূরে বাকস্কিনটাকে দেখতে পাচ্ছে বিল। গাছের আড়ালে আড়ালে ওর কাছে পৌঁছে গেছে জ্যাক। ওকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করবে কি না ভাবল বিল। দেড়শো গজ অনেকটা দূরত্ব। কার্তুজগুলো নেকড়ের জন্য বাঁচিয়ে রাখলেই

ভাল হবে। তবে গুলির শব্দে সচকিত হয়ে উঠবে জিপ।

একটা দড়ির ফাঁস নিয়ে মৃদু স্বরে কথা বলতে বলতে জিপের দিকে এগোল প্রাক্তন ঘোড়াচোর। জিপ যথেষ্ট চতুর ও প্রভুভক্ত ঘোড়া। কিন্তু ঘোড়া তো! গলায় ফাঁস আটকালে ছাড়াতে পারবে না নিজের চেষ্টায়। ফাঁসটা প্রায় গলায় পরিয়ে ফেলেছে, এমন সময় মুখে আঙুল পুরে তীব্র শিস দিল বিল, আর একই সাথে ট্রিগার টানল পিস্তলের। জিপের গলায় ফাঁসটা এর মধ্যেই পরিয়ে ফেলেছে জ্যাক, এমন সময় শিস আর গুলির শব্দ শুনে ছুট দিল জিপ দড়ির অন্য প্রান্ত প্যাঁচানো ছিল জ্যাকের ডান হাতে, ছুটন্ত ঘোড়ার পেছনে ছেঁচড়ে চলে এল জ্যাক। মাঝপথে দুটো বার্চগাছের গুঁড়ির মধ্যে আটকে না গেলে বিলের কাছেই পৌঁছাত জ্যাক দ্য উলফ।

অসুবিধা নেই, দড়িটা আছে। দড়ি ধরে টেনে হিঁচড়ে আনল জ্যাককে ফাঁদের কাছে বিল। এই টানাটানিতে জ্ঞান হারিয়েছে সে। গানবেল্টটা ছিঁড়ে গেছে অনেক আগেই। জ্যাকের পকেট হাতড়ে দেয়াশলাই বের করল বিল। কাঠকুটো জড়ো করে আগুন জ্বালাল ফাঁদের স্প্রিঙের নীচে। আহত পা-টা রোস্ট হয়ে যাবার আশংকা আছে, কিন্তু আর কোনও ভাবে ফাঁদটা খোলার উপায় দেখছে না।

ইস্পাত গরম হলে প্রসারিত হয়, কথাটা মিথ্যে নয়। জিপের পিঠ থেকে জিন নামিয়ে সেটা দু'হাতে ধরল, যাতে হাতটা পুড়ে না যায়, স্প্রিং প্লেটটা খুলে ফেলল সে। না হাড় ভাঙেনি। পেশিও জখম হয়নি বেশি। বুটের পুরু চামড়া গোড়ালিটাকে রক্ষা করেছে।

প্যান্টটা যথেষ্ট পুরু তাই রক্ষা। তবে ফোস্কা পড়ে গেছে পায়ে। দাঁড়াতে গিয়ে যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত হলো বিলের। কয়েক মিনিটের জন্য অন্যমনস্ক হয়েছিল সে, একটা মৃদু নড়াচড়া আঁচ করে চোখ তুলে দেখল জ্ঞান ফিরে পেয়ে পাথরের ওপর রাখা

গানবেল্টটা তুলে নিচ্ছে জ্যাক। হাত বাড়িয়েছিল, কিন্তু নাগালের বাইরে জ্যাক, বিজয়ীর হাসি হেসে পিস্তলটা বের করতে আরম্ভ করল। উপায়ান্তর না দেখে মুখে আঙুল পুরে শিস দিল বিল জিপের উদ্দেশে। জ্যাকের ঠিক পেছনেই ছিল জিপ, জানা নেই কতটুকু কাজ হবে। অনেকদিন আগে জিপকে কৌশলটা শিখিয়েছিল বিল। সামনের খুর জোড়া সজোরে জ্যাকের কাঁধের ওপর নামিয়ে আনল ঘোড়াটা। টুঁ শব্দ না করে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল জ্যাক।

জ্যাককে হাঁটিয়ে গুহাটায় নিয়ে এল বিল। এ সময় লক্ষ করল জ্যাকের পায়ে বুটের বদলে ইন্ডিয়ানদের নরম চামড়ার মোকাসিন জুতো। আরেকটা সূত্র মিলল। সোনার একটা ছোটখাট ঢিবি পাওয়া গেল গুহার ফাটলের মধ্যে, এছাড়াও সেখানে মিলল ফোর্ড জনসনের ঘোড়া! ডাকাতির কাজে ঘোড়াটা সে ব্যবহার করেছে গত কয়েকদিন। জ্যাককে বেঁধে রেখে ঘোড়াটা সহ গুহায় রাত কাটাল বিল। নেকড়ে দুটো ঘুরঘুর করেছিল বাইরে, কিন্তু আগুন দেখে সাহস পায়নি গুহায় ঢুকতে। পরদিন ফোর্ডের ঘোড়াটার পিঠে চাপিয়েই বাকিং হর্স শহরে জ্যাক দ্য উলফকে নিয়ে এল বিল কার্নি। ফাঁসি হয়ে গেল ট্রেইলের খুনি জ্যাক দ্য উলফের।

ঈগল হিল ট্রেইলে আর কোনও পথিক খুন হয়নি এর পর থেকে।

আব্দুল্লাহ মুহিউদ্দিন তানিম

পুনর্জন্ম

চাঁদনী রাত। রাত্রির নিস্তব্ধতাকে ভেঙে দিয়ে ছুটে চলেছে একটি বিশাল কালো 'বে' জাতের ঘোড়া, ঘোড়সওয়ার একজন টেক্সান, নাম্ শেরিডান বার্কলে। শরীরটা ঋজু, দেখে ওর শক্তি সম্পর্কে কোন সন্দেহ হয় না। বিশাল ঘোড়াটি যেন মনের মত প্রভু পেয়ে মহানন্দে ছুটে চলেছে।

একটি ক্যাটেল ড্রাইভকে রেরেড শহরে নিরাপদে পৌঁছে দিয়ে, শহর থেকে দক্ষিণ দিকে আবার যাত্রা শুরু করেছে সে। তবে সেটাও আজ চারদিন আগের কথা। পথে কোন অসুবিধে হয়নি

পশ্চিমের এই রুক্ষ অঞ্চলটা খুব ভাল করে চেনা আছে ওর। বত্রিশ বছরের জীবনে ওকে অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন হতে হয়েছে। জানে এই খোলা জায়গায় কোনও রেড-ইণ্ডিয়ান থাকে না।

হঠাৎ দূরে কিছু লক্ষ করে শেরিডানের চোখ জোড়া তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। ওটা নিশ্চয়ই রেভিল, যাকে সবাই ভুতুড়ে শহর বলে, ভাবল সে।

ঘোড়া নিয়ে ধীরে ধীরে অন্ধকার শহরটার দিকে এগোতে লাগল শেরিডান। পাশে একটা রুপোর খনির কারণেই শহরটা গড়ে উঠেছিল। পনেরো বছর আগে রুপো আর পাওয়া না যেতে, শহরের অধিবাসীরা একে একে সবাই চলে যায়। শহর ত্যাগ করার অবশ্য আরও একটা কারণ ছিল, কোন এক অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে শহরের মার্শাল নিহত হয়। পেছন থেকে তার মাথায় গুলি করা হয়। লোকজন এতে আরও ভয় পেয়ে, দ্রুত

শহর ত্যাগ করে। সেই থেকে রেভিল হলো মৃত শহর।

হঠাৎ শেরিডানের ঘোড়াটা কান দুটো খাড়া করে দাঁড়িয়ে পড়ল। একটু একটু কাঁপছেও। সম্ভবত ভয় পেয়েছে। শেরিডান সস্নেহে ঘোড়াটার ঘাড়ে হাত বুলিয়ে বলল, 'ঘাবড়াও মাত, দোস্ত! এটা নেহাতই একটা মরা শহর। তুমি কি মনে করো এখনও মার্শাল কোল্ট ক্লাইডের ভূত কোমরে পিস্তল ঝুলিয়ে কয়েদখানার সামনের বেঞ্চে বসে আছে? ও তো লোকের বানানো গল্প।'

ঘোড়াটা যেন শেরিডানের কথাতেই আশ্বস্ত হয়ে, আবার হাঁটতে লাগল।

রেভিল শহরে প্রবেশ করার পর শেরিডান আপন মনে বলতে লাগল, 'লোকে যাই বলুক, ভূত-টুত সব মিথ্যে। তা ছাড়া এটাই ক্লোডার হল্টে যাবার সবচেয়ে সহজ রাস্তা।'

ঘোড়াটা হঠাৎ ভয় পেয়ে পিছনের দু'পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ল, ব্যাপারটা লক্ষ করে শেরিডানের মত সাহসী লোকেরও বুক কেঁপে উঠল। পুরানো কয়েদখানার সামনে একটা লোক টুলের ওপর বসে আছে!

শেরিডান ঘোড়া থেকে নেমে ডাকল, 'হ্যালো, মিস্টার?' চারদিক থেকে শুধু ওর কণ্ঠের প্রতিধ্বনিই শোনা গেল, কিন্তু লোকটা ফিরেও চাইল না। ঘোড়ার লাগাম ধরে টানতে টানতে শেরিডান আরও কাছে গিয়ে লোকটার পিঠে হাত রাখল সাথে সাথে বুঝতে পারল লোকটা মারা গেছে এবং আজই। তার মাথার পিছনে একটা বুলেটের গর্ত।

লোকটার পাশে ধুলোবালির ওপর কিছু পায়ের ছাপও লক্ষ করল ও। ছাপগুলো নতুন।

মূল রাস্তা দিয়ে কিছুদূর হেঁটে সন্ত্রস্ত ঘোড়াটাকে একটা বাড়ির পোর্চের পিলারের সাথে বেঁধে, পিঠ চাপড়ে দিল শেরিডান। শান্ত হয়ে গেল ঘোড়াটা।

ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল শেরিডান। ওর মনে হলো কে যেন

সেলুনে পিয়ানো বাজিয়ে গান গাইছে। আশ্চর্য! যতই সেলুনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে গানের আওয়াজটাও তত কমছে! দরজাটা খুলে দেখল ভিতরে কেউ নেই। অদূরে এক টেবিলের ওপর শুধু একটা কালো বিড়াল বসে, ওর দিকে চেয়ে আছে। গানের আওয়াজ আগেই থেমে গেছে। হঠাৎ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ওকে সাবধান করে দিল কে যেন বাইরে নড়াচড়া করছে! দ্রুত বন্দুকটা বের করে সেলুনের বাইরে এসে যা দেখল, তাতে একেবারে বোকা বনে গেল। কয়েদখানার সামনে টুলে বসা লাশটা নেই! অদূরে বেঁধে রাখা ঘোড়াটার দিকে ঘুরতেই, পাশের দেয়ালে লম্বা টুপি পরা ও বাঁকা লাঠি হাতে একটা লোকের ছায়া দেখতে পেল শেরিডান। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে, লোকটাকে দেখার আগেই তার লাঠিটা দ্রুত এসে শেরিডানের ঘাড়ে পড়ল। মনে হলো যেন সারা শহরটা ওর চোখের সামনে লাফিয়ে উঠল, পরক্ষণেই জ্ঞান হারাল।

শেরিডানের যখন জ্ঞান ফিরে এল তখন সকাল হয়ে গেছে। ব্যথায় ওর মনে হলো ঘাড়টা বুঝি ছিঁড়েই গেছে। প্রচণ্ড তৃষ্ণা ছাড়া আর কিছুই অনুভব করতে পারছে না।

ধীরে ধীরে গত রাতের কথা সব মনে পড়ল শেরিডানের। প্রতিজ্ঞা করল, সেই লম্বা টুপি পরা ও বাঁকা লাঠি হাতে লোকটাকে খুঁজে বের করবেই। ব্যথা সহ্য করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে আরও দশ মিনিট সময় লাগল।

দাঁড়িয়েই অবাক হয়ে গেল শেরিডান। কোথায় শহর! চারদিকে রুক্ষ মরুভূমি। শহরটাকে লক্ষ করল কমপক্ষে মাইলখানেক দূরে। বুঝল, রেভিল শহর থেকে ওকে বের করে দেয়া হয়েছে।

হাঁটতে হাঁটতে, শেরিডান একটা ছোট ঝর্না খুঁজে পেয়ে, তাতে মুখ হাত ধুয়ে আকণ্ঠ জল পান করল। জল পান করে মাথা তুলে দেখল অদূরে ওর ঘোড়াটাও জল পান করছে।

শেরিডান আর কিছু ভাবল না, চট করে ঘোড়াটার পিঠে উঠে বসল। এরপর শেরিডানের আর কিছু মনে নেই। ঘোড়াটাই তাকে রেভিল থেকে পনেরো মাইল দূরে ক্লোভার হল্ট শহরে নিয়ে এল। তখন দুপুর।

শহরে ঢোকার মুখে এক অশ্বারোহীর মুখোমুখি হলো সে। ঘোড়সওয়ারই তাকে জিজ্ঞেস করল, 'হ্যালো, স্ট্রেঞ্জার, মনে হচ্ছে তোমার ওপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে?'

'হ্যাঁ,' বলল শেরিডান। 'আচ্ছা, বলতে পারো শেরিফের অফিস কোন্ দিকে?'

'নিশ্চয়ই, যেদিকে যাচ্ছ, সেদিকে শ'দুয়েক গজ গেলেই বামে সাইনবোর্ড দেখতে পাবে। আচ্ছা চলি। গুডলাক।' বলে লোকটা আবার তার নিজের পথে রওনা হলো।

শেরিডান তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে শহরে প্রবেশ করল। একটা আস্তাবলে ঘোড়াটা জমা দিয়ে সোজা শেরিফের অফিসে ঢুকল। অফিসে তখন আরও অনেক লোক। টুপিটা খুলে হাতে নিয়ে, শেরিফের সামনে এসে বলল সে, 'আমার নাম শেরিডান, আমি একটা রিপোর্ট করতে চাই।'

শেরিফ কাগজপত্র নিয়ে তৈরি হতে, শেরিডান তার গত রাত্রের অভিজ্ঞতা বলে যেতে লাগল। সে লাশটার গায়েব হয়ে যাওয়ার ঘটনা বলতেই শেরিফ তার কলম নামিয়ে রাখল। একজন ডেপুটি হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল। 'বন্ধু, তোমার মদ খাওয়া বোধহয় ছেড়ে দেয়া উচিত। আমরা সবাই কোল্ট ক্লাইডের ভূতের গল্পটা জানি। কিন্তু সে মাথার পিছনে গুলি খেয়ে মারা গেছে পনেরো বছর আগে। গতরাতে নয়।' এই বলে সে আবার হাসতে লাগল। কামরার আর সবাই তার সাথে যোগ দিল।

শেরিডান নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'শেরিফ, আমি গত রাত্রে যা দেখেছি, তাই বলছি, বিশ্বাস করা না করা তোমার

ব্যাপার।' তার কণ্ঠের দৃঢ়তা দেখে সবার হাসি থেমে গেল। শেরিফ অতঃপর আবার তার রিপোর্ট লেখার কাজে মন দিল।

শেরিডান বাকি ঘটনা বলতে বলতে কামরার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল। হঠাৎ লক্ষ করল কোণায় দাঁড়িয়ে এক অপূর্ব সুন্দরী তরুণী মুগ্ধ হয়ে তার বলা ঘটনা শুনছে। মেয়েটার ওপর থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারল না শেরিডান। মেয়েটার বড় বড় দুই নীল চোখ আর কোঁকড়ানো সোনালি চুল সত্যিই আকর্ষণীয়। তারপর বাড়াবাড়ি হচ্ছে মনে করে আবার শেরিফের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার রিপোর্ট এখানেই শেষ, শেরিফ। আশা করি, এখন আমি নিজের কাজে যেতে পারি।'

'হ্যাঁ, পারো,' বলে শেরিফ রিপোর্টের এক জায়গায় ক্রস চিহ্ন দিয়ে তা শেরিডানের দিকে ঠেলে দিল। 'এখানে একটা সই করতে হবে। ব্যস।'

শহরে ততক্ষণে শেরিডানের ভূত দেখার ঘটনা ছড়িয়ে পড়েছে। বাইরে এসে সে টুপিটা মাথায় দিতেই, এক পাদ্রী ওর সামনে এসে দাঁড়াল। 'পরম করুণাময়কে ধনবাদ, বাছা, যে তুমি রেভিল থেকে বেরিয়ে এসেছ। ওখানে নিশ্চয়ই শয়তান আশ্রয় নিয়েছে।'

পাদ্রী থামতেই তাঁর পাশ থেকে আরেক লোক বলল, 'বিশপ ঠিকই বলেছেন, বেঁচে থাকতে চাইলে তোমাকে রেভিল শহর থেকে দূরে থাকতে হবে।'

শেরিডান কোন মন্তব্য করল না, পাদ্রীকে শুধু ধন্যবাদ জানিয়ে সেখান থেকে সরে এল। ওর মনে হলো পাদ্রীর সাথে কথা বলছিল যে লোকটা, সে তাকে শাসাচ্ছে। হঠাৎ, এতক্ষণে মনে পড়ল ওর বন্দুকটা খোয়া গেছে। আরেকটা বন্দুক কিনতে ক্যাটেল ড্রাইভ থেকে আয় করা বেশ কিছু টাকা খরচ হয়ে গেল।

শেরিডান লক্ষ করল, সেই লোকটা ওর পিছু নিয়েছে।

একটা সেলুনে ঢুকে বারম্যানকে ডাবল মার্টিনির অর্ডার দিল,

তারপর সেলুনে যাতে সবাই শুনতে পায়, গলা উঁচু করে বারম্যানকে বলল, 'আমার নাম শেরিডান। এমন কাউকে তুমি চেনো যে লম্বা টুপি পরে আর হাতে একটা বাঁকা লাঠি রাখে?'

কামরার সবার মনোযোগ এখন শেরিডানের ওপর। বারম্যান কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'তুমি বোধহয় ওয়েস্টার্ন মিডাস কর্পোরেশনের এরিয়া ম্যানেজার ক্লিনটন কে-এর কথা বলছ। তবে তিনি এই শহরে খুব একটা আসেন না।'

'সম্ভবত তিনি এখন রেভিল শহরে অবকাশ যাপন করছেন,' ফোড়ন কাটল শেরিডান। এই সময় দরজা খোলার আওয়াজে ঘুরে তাকাল। দরজায় তখন চারজন লোক দাঁড়িয়ে। প্রত্যেকেরই বন্দুক ওর বুকের দিকে তাক করা।

তাদের দলপতিকে চিনতে কষ্ট হলো না, পাদ্রীর সাথে কথা বলছিল, সেই লোকটাই। সেই প্রথমে কথা বলল, 'মিস্টার কে-কে তোমার কী দরকার, শেরিডান? আমি ওর প্রাইভেট সেক্রেটারী। আর যারা বন্ধুত্ব সুলভ ব্যবহার করতে জানে না, তাদেরকে এই শহর থেকে তাড়াবার দায়িত্বও আমার।'

শেরিডানকে এগিয়ে আসতে দেখে, চারজনের দু'জন করে দরজার দু'পাশে সরে দাঁড়াল। সে দলপতির কাছাকাছি আসতেই, বন্দুকটা তার বুক লক্ষ্য করে তুলল।

শেরিডান এই ধরনের কিছু একটা আগেই আন্দাজ করেছিল। দ্রুত মাথাটা নিচু করে দলপতিকে পাশ থেকে আক্রমণ করল ও। দলপতি কিছু বুঝে ওঠার আগেই শেরিডান তার পিঠে নিজের বন্দুকটা চেপে ধরে বলল, 'সবাই বন্দুক ফেলে দাও!' শেরিডান তখন দরজার দিকে পিছন ফিরে ছিল। হঠাৎ ওর পিঠে কে যেন বন্দুক ঠেকিয়ে ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, 'কোন একদিন হয়তো তুমি পরের ব্যাপারে নাক গলানো ভুলবে, বন্ধু। অবশ্য ততদিন যদি বেঁচে থাকো।'

শেরিডান আড়চোখে তাকিয়ে দেখল নবাগত আর কেউ নয়, স্বয়ং ক্লিনটন কে। তারপর সে আর কিছু ভাবতে পারল না। চারজনের দলটা তাকে খোলা রাস্তায় নিয়ে কিল-চড়-লাথি-ঘুষি, যে যা পারল তাই ওর ওপর ঝাড়ল।

শেরিডান দু'বার হাতের ওপর উঠে, তৃতীয়বার আর উঠতে পারল না। ধূলিময় রাস্তার ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

কে তার দলের লোকদের বলল, 'যথেষ্ট হয়েছে। চমৎকার ধোলাই করেছ। আক্কেল থাকলে শেরিডান আর আমার সাথে লাগতে আসবে না। বন্দুকটা ফিরিয়ে দাও। আমি কোন ঝামেলায় জড়াতে চাই না।'

শেরিডান পুরোপুরি জ্ঞান না হারালেও একটা ঘোরের মধ্যেই রইল। প্রচণ্ড ব্যথায় শরীরটা টনটন করছে। চোখের পাতা দুটো মনে হলো কয়েক পাউণ্ড ভারি, কিছুতেই ওগুলো খুলতে পারছে না। ওই অবস্থায় সে শুনতে পেল, একটা মেয়ের মিষ্টি কণ্ঠস্বর, 'আরে, এ তো মিস্টার শেরিডান, যাকে আমরা শেরিফের অফিসে দেখেছিলাম!'

'হ্যাঁ, মা, মনে হচ্ছে সে আরেকটা ভূত দেখেছে,' এক বয়স্ক লোকের জবাব।

অনেকক্ষণ পরে শেরিডান যখন জ্ঞান পুরোপুরি ফিরে পেল, তখন ওর মনে হলো সে যেন একটা উত্তপ্ত কয়লার চুলার ওপর শুয়ে আছে। চারদিকে তাকিয়ে আর ওষুধের গন্ধে বুঝতে পারল কোন ক্লিনিকের সোফায় শুয়ে আছে। মাথার কাছে আবার সেই মিষ্টি উৎকণ্ঠিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, 'ও সেরে উঠবে তো, ডক্টর হুইনি? দেখে মনে হয় লোকটা নিজের যত্ন নিতে জানে না। মিস্টার ক্লিনটন কে বলছিলেন, চলন্ত ঘোড়া থেকে পড়েই নাকি ওর এই অবস্থা।'

ডাক্তার বলল, 'চিন্তা কোরো না, মিস্ এমা, কয়েকদিনের ভিতরই সেরে উঠবে ও।'

শেরিডান ভাবল, শেরিফের অফিসে দেখা সেই সুন্দরীর নাম তা হলে এমা।

শেরিডান যখন শোফায় উঠে বসতে পারল, তখন এমা চলে গেছে। ডাক্তারের দিকে চেয়ে ও বলল, 'আমার বন্দুক, বেল্ট, সব কোথায়...আর কোথায় সেই রাস্কেল ক্লিনটন কে!'

ডাক্তার কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে শেরিডানের দিকে তাকিয়ে থেকে তারপর শান্তভাবে বলল, 'তোমার সাথে ক্লিনটন কে-এর কী সম্পর্ক তা জানি না। তবে ক্লিনটন কে এক ঘণ্টারও আগে ক্লোভার হল্ট থেকে চলে গেছে। আর মাসখানেকের আগে ফিরছে না সে।'

শেরিডানকে দাঁড়াতে দেখে ডাক্তার আবার সহানুভূতির সাথে বলল, 'তোমার যদি কে-এর ওপর কোনও আক্রোশ থাকে, তবে ভুলে যাও। রেভিল শহর পাওয়ার জন্য কে একেবারে ভূতের মত হয়ে উঠেছে। তা ছাড়া, লোকটা ভয়ঙ্করও।'

শেরিডানকে তার বন্দুকের বেল্ট পরে বেরিয়ে যেতে দেখে, ডাক্তার হা হা করে উঠল, 'তোমার নিজের পায়ে দাঁড়াবার শক্তিই নেই! তা কোথায় যাবে ভাবছ?'

শেরিডান খোঁড়াতে খোঁড়াতেই বলল, 'আমি রেভিল শহরে ভূত তাড়াতে যাচ্ছি।' বিমূঢ় ডাক্তারের সামনে দিয়েই শেরিডান বেরিয়ে গেল।

ক্লিনিক থেকে যখন শেরিডান বেরিয়ে এসেছে তখন রাত আটটা। প্রচণ্ড খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। একটা রেস্তোরাঁয় ডিনার শেষ করে সোজা আস্তাবলে এসে হাজির হলো ও, যেখানে ঘোড়াটা জমা রেখেছিল। আস্তাবলের মালিকটা বেশ ভাল। রাতে থাকার জন্য ওকে একটা ঘরও ছেড়ে দিল।

সারারাত মড়ার মত ঘুমিয়ে সকালে যখন শেরিডানের ঘুম ভাঙল তখন বেলা নয়টা। শরীরটা এক রাতের ঘুমে একেবারে

ঝরঝরে হয়ে গেছে। আরও এক ঘণ্টা পরে সে রেভিলের পথে রওনা হলো। পথেই হাত-পাগুলো বেশ করে ঝেড়ে নিল যাতে দরকারের সময় দ্রুত কাজ করে।

শেরিডান যখন রেভিলে ঢুকল, তখন সূর্য মাথার ওপর। একটা দোতলা বাড়ির চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। আশপাশের বাড়িগুলোর তুলনায় এটার কাঠামো ভালই আছে। দরজা-জানালাগুলো ভাঙাচোরা নয়।

শেরিডান ওর ঘোড়াটা নিয়ে সাবধানে বাড়িটার দিকে এগোল, যাতে বাড়ির কেউ ওকে দেখতে না পায়। ঘোড়াটাকে বাড়ির কোণে একটা পিলারের সাথে বেঁধে, দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ও। তারপর চিৎকার করে বলল, 'তোমরা সবাই বন্দি, চারদিক ঘেরাও করা হয়েছে!' এবং সাথে সাথে দরজায় সজোরে মারল এক লাথি। পুরানো দরজাটা আপত্তি না করে কব্জা থেকে খুলে পড়ে গেল।

কিন্তু কামরার ভিতর ভীত চকিত মেয়েটার দিকে চোখ পড়তেই শেরিডান একেবারে থতমত খেয়ে গেল। 'একী! তুমি! তুমিই তো মিস্ এমা? আমি লজ্জিত।'

শেরিডানকে দেখে এমার ভয় দূর হয়ে গেছে, কিন্তু রেগে গেছে ভীষণ।

ঘরের কোণ থেকে একটা ঝাড়ু তুলে বলল, 'আমি কোন কথা শুনতে চাই না। দরজাটা যথাস্থানে বসিয়ে সোজা বেরিয়ে যাও! নতুবা এই ঝাড়ুর সদ্ব্যবহার করব!'

শেরিডান এবার সরাসরি এমার চোখের দিকে তাকিয়ে শান্ত ভাবে বলল, 'রাগ কোরো না, মিস্ এমা। আমি আসলে মনে করেছিলাম এখানে ক্লিনটন কে থাকে। তাকেই খুঁজছিলাম।' ওর মনে হলো যেন ক্লিনটন কে-এর নাম শুনে এমার চোখ দুটো জ্বলে উঠল।

এমা রাগত স্বরেই বলল, 'ভাল। তুমি যদি কে-এর দলের

কোন লোক হয়ে থাক, তবে তাকে জানিয়ে দিয়ো, আমার বাবা তার কুমতলব ঠিকই ধরেছেন। আর আমরা এই শহরেই থাকব। কেউ বাধা দিলেও মানছি না।'

শেরিডানের এবার ধারণাটা পরিষ্কার হলো। দরজার কাছে গিয়ে বলল, 'মনে হয়, তোমার বাবার সাথে আমার মতের মিল হবে। তাকে এখন কোথায় পাব, বলতে পারো? কথা দিচ্ছি এসেই দরজাটা ঠিক করে দেব।'

এমার রাগ কিছুটা কমে এসেছে, বলল, 'সেলুনের সামনে মেয়রের অফিস খুলছেন। ...এবং আবারও বলছি আমার বাবা কোন ধরনের ঝামেলা সহ্য করবেন না।'

শেরিডান আর কিছু বলল না। ঘোড়া নিয়ে তখুনি মেয়রের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল।

এক প্রৌঢ় লোককে এমার নির্দেশিত জায়গায় একতলা কাঠের বাড়ির ওপর মেয়রের নতুন সাইনবোর্ড লাগাতে দেখে শেরিডান অনুমান করল, এ-ই এমার বাবা হবে। মনোযোগ দিয়ে কাজ করছে সে।

শেরিডান আস্তে করে পিছন থেকে বলল, 'হ্যালো, মেয়র।'

এমার বাবার কাজ শেষ হয়ে এসেছে তখন, ঘুরে তাকিয়ে বলল, 'হ্যালো! ওহ্, তোমাকে তো আগে ক্লোভার হল্টে দেখেছি। তুমি শেরিডান না?'

'জ্বী!'

'আপাতত পরবর্তী ইলেকশন হওয়া পর্যন্ত আমিই এই শহরের মেয়র। মেয়র সামার।'

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, মি. সামার,' চারদিকে চোখ বুলিয়ে, শেরিডান আবার যোগ করল, 'কিন্তু তুমি মেয়র হলে কীসের? এই মরা শহরে তো কোন মানুষ থাকে না।'

মেয়র সামার তীক্ষ্ণ চোখে শেরিডানকে লক্ষ্য করে বলল, 'আমি এই শহরটাকে আবার জ্যান্ত করে তুলব। পুরানো

বাসিন্দারা সবাই আবার সপরিবারে ফিরে আসছে। তাদের বাচ্চা-কাচ্চারা এখন শক্ত-সমর্থ জোয়ান হয়ে উঠেছে। অতএব বুঝতেই পারছ, ক্লিনটন কে আমাদের কিছুই করতে পারবে না।'

শেরিডান ভদ্রলোকের দৃঢ়তা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। মেয়র তাকে সন্দেহ করছে দেখেও কিছু বলল না।

মেয়র সামার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলল, 'এখন মনে পড়ছে, তুমিই রিপোর্ট করেছিলে, এখানে একটা মরা মানুষ পাওয়া গেছে। আমিও তাকে পেয়েছি, বুট হিলের গোড়ায়। আমি তাকে কবর দিয়েছি। ওর নাম জেস হিগসন। এই শহরেরই এক পুরানো বাসিন্দা। তুমি এ সম্পর্কে কিছু জানো?'

শেরিডান বরাবরই সন্দেহ করে আসছিল এটা ক্লিনটন কে-এর কাজ। ওর সন্দেহের কথা মেয়র সামারকেও জানাল। তারপর নরম গলায় বলল, 'আমার মনে হয়, দু'জন আমরা একই দলে। আমিও কে-কে একটা শিক্ষা দিতে চাই। কিন্তু যদি কিছু মনে না করো, বলবে কি, কেন এই পরিত্যক্ত শহরটাকে আবার গড়ে তুলতে চাইছ?'

সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল মেয়র। শেরিডানকে অফিসের দিকে ইঙ্গিত করে ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বলতে লাগল, 'ওই যে পাহাড়গুলো দেখছ, ওখানে আবার রুপো পাওয়া যাচ্ছে। সবই রেভিলের পাহাড়। এই শহরের প্রত্যেক পুরানো বাসিন্দাদেরই ওই রুপোর খনিতে শেয়ার আছে। এখন পশ্চিম থেকে খনির প্রকৃত মালিকরা আবার ফিরে আসছে।' মেয়রকে উৎফুল্ল দেখাচ্ছে।

শেরিডান সব বুঝতে পারছিল। 'আর তাই ক্লিনটন কে আর ওর দলবল লোকজনকে ভয় দেখাতে শুরু করেছে। সেও দেখছি রুপো ভালবাসে।'

'যদি রেভিলের পুরানো নাগরিকরা ফিরে না আসে, তা হলে খুব সহজেই কে-র ওয়েস্টার্ন মিডাস মিনারেলস কর্পোরেশন

শহরটা দখল করে নিতে পারবে।' তারপর দৃঢ়তার সাথে মেয়র আবার বলল, 'কিন্তু তা শুধু আমার মরা লাশের ওপরই সম্ভব।'

মেয়র সামার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'এখন তো সবই জানলে, শেরিডান। হয়তো কে-র লোক নও, কিন্তু রেভিলের লোকও নও তুমি। অতএব যেতে পারো।'

শেরিডান তার কথার কোন জবাব দিল না। অনেকক্ষণ জানালার বাইরে তাকিয়ে থেকে বলল, 'কারা যেন এদিকে আসছে, মেয়র।'

মেয়রের চোখ দুটো খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'ওরা নিশ্চয়ই এ শহরেরই বাসিন্দা, পরিবার-পরিজন নিয়ে আসছে। এবার মিডাস বাহিনীকে ধুলোর সাথে মিশিয়ে দেব!'

শেরিডান তখনও নবাগতদের লক্ষ করছিল। 'তুমি ওদের বন্ধু মনে করছ কেন, মেয়র? আরে, ওদের নেতৃত্ব দিচ্ছে লম্বা টুপি পরা এক লোক!'

মেয়র সামার আবার বাইরে ভাল করে দেখে, টেবিলের পিছনে এসে লকার থেকে একটা রাইফেল আর ড্রয়ার থেকে এক বাক্স গুলি বের করল।

রাইফেলে গুলি ভরতে ভরতে মেয়র বলতে লাগল, 'তুমি ঠিকই ধরেছ, ওটা কে-র বাহিনী। তুমি হয়তো জানো না, এই তল্লাটে শেরিফ ক্লাইডের পরে কে-ই সবচেয়ে দ্রুত বন্দুক চালাতে পারে। তুমি ইচ্ছা করলে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারো।'

'ভুল করছ, মেয়র। ক্লিনটন কে-কে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আমার নিজস্ব কিছু পদ্ধতি আছে।' এই বলে মেয়রের বিমূঢ় মুখের সামনে দিয়ে শেরিডান দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়াল।

ততক্ষণে কে তার ঘোড়া নিয়ে মেয়রের অফিসের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার সাথে সেই চারজন লোক এখনও রয়েছে।

শেরিডান সরাসরি কে-র চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম, কে।'

শেরিডানকে দেখে কে-র নিষ্ঠুর মুখে ফুটে উঠেছে স্পষ্ট বিস্ময়। যে লোকটাকে ক্লোভার হল্টে মৃতপ্রায় ফেলে এসেছে, সেই তার সামনে দাঁড়িয়ে।

কে দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে পাশে দাঁড়ানো মেক্সিকানটাকে নির্দেশ দিল, 'এ তো শেরিডান, মেক্স। গুলি করো। একে বাঁচিয়ে রাখা ঠিক হবে না।'

মেক্সকে বন্দুকের দিকে হাত বাড়াতে দেখে শেরিডান শান্ত কণ্ঠে বলল, 'তোমাদের আনন্দ মাটি করার জন্য দুঃখিত। দেখো, ওই জানালা দিয়ে একটা উইনচেস্টারের নল কে-র কোটের মাঝ বোতামের দিকে তাক করা আছে।'

ভাড়াটে লোকগুলো কী করবে বুঝতে না পেরে কে-র দিকে তাকিয়ে রইল। চকচকে বন্দুকের নলটা কে-র দিকে তাকিয়ে আছে দেখে তার মুখ ঘেমে উঠল।

এই সময় মেয়রের গলা শোনা গেল, 'শেরিডান ঠিকই বলেছে। আমি তিন পর্যন্ত গুণে কে-কে এক গুলিতে ঘোড়া থেকে ফেলে দেয়ার আগে সবাই যার যার বন্দুক ফেলে দাও।... এক...দুই...'

'ও যেমন বলছে, করো!' নির্দেশ দিল কে।

শেরিডান কে-র রাগত মুখের দিকে তাকিয়ে শ্রাগ করল। এতে কে আরও খেপে গেল। শেরিডানের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হেনে বলল, 'যখন আবার তোমার সাথে দেখা হবে, শেরিডান, তখন বুঝিয়ে দেব কার বিরুদ্ধে লাগতে এসেছ। আমি তোমাকে প্রথমে ছাতু, তারপর কেক বানাব!'

'এখনই নয় কেন? ঘোড়া থেকে নেমে এসো। আমাকে কেক বানাও।' শেরিডান তখনও শান্ত। টুপি আর গানবেল্ট খুলে রাখল ও।

কে-কে ঘোড়া থেকে নেমে টুপি খুলে রাখতে দেখে, মেয়র আঁতকে উঠল। 'তুমি কী পাগল হলে, শেরিডান? কে এককালে ফ্রিসকো চ্যাম্পিয়ন ছিল। তোমাকে ছাতু বানাতে ওর বেশিক্ষণ লাগবে না!'

কে-কে বাম হাতের ঘুষি নিয়ে মোষের মত তেড়ে আসতে দেখে শেরিডান তার আসুরিক শক্তির পরিচয় পেল। করণীয় স্থির করে ফেলল।

কে কাছে আসতে, মাথা নিচু করে বাম হাত দিয়ে কে-র পেটে প্রচণ্ড আঘাত করল শেরিডান। কিন্তু কে-র গতি এতে রুদ্ধ হলো না। তার ডান হাত নীচে থেকে উঠে এসে ওর চোয়ালে ভীষণভাবে আঘাত করতে চোখের সামনে সূর্যটা নেচে উঠল। চোয়ালে আঘাত খেয়ে শেরিডান পড়ে যেতে কে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সাথে সাথে দুই পা এক করে কে-র বুকে লাথি চালাল শেরিডান। কে কিছুটা পিছিয়ে গেল কিন্তু পড়ল না।

এই সময় মেয়র চিৎকার করে উঠল, 'সরে এসো, শেরিডান! যথেষ্ট হয়েছে!'

শেরিডান ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। 'তুমি সরে থাকো, মেয়র! এটা ব্যক্তিগত লড়াই!'

কে আবার তেড়ে আসতে আসতে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, 'আমি তোমাকে ছিঁড়ে ফেলব, শেরিডান!'

কে আবার কাছে আসতে, শেরিডান একটু ডানে হেলে, বাম হাত দিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে তার বাম পাঁজরে আঘাত করল। এক আঘাতেই কে বেশ নেতিয়ে পড়ল।

শেরিডান এখন তার জয় সম্পর্কে সুনিশ্চিত। ওরকম আর একটা ঘুষি কে-কে কুপোকাত করার জন্য যথেষ্ট।

হঠাৎ সেখানে এমা রাইফেল নিয়ে হাজির। 'থামো তোমরা! নয়তো গুলি করব আমি! অসুস্থ একটা লোকের সাথে মারামারি করতে তোমার লজ্জা করছে না, মি. কে?'

'এখান থেকে সরে যাও, মিস্ এমা,' বলল শেরিডান।

মেয়রও তখন তার রাইফেল কে-র দিকে তাক করে অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছে। 'তোমার এখানে আসা উচিত হয়নি, এমা। এটা ওদের ব্যক্তিগত লড়াই। তবে অনেক হয়েছে।... কে, তুমি তোমার লোকজন নিয়ে এখুনি এখান থেকে বেরিয়ে যাও। আর কখনও আসবে না!'

শেরিডান প্রতিবাদ করে কিছু বলতে যেতেই, হাত তুলে মেয়র তাকে থামিয়ে দিল।

কে ঘোড়ায় চড়তে চড়তে তিক্ত কণ্ঠে বলল, 'শেরিডানের ভাগ্য ভাল যে বেঁচে গেল। কিন্তু সামার, তুমি রেভিলকে বাঁচাতে পারবে না। আইন আমার পক্ষেই রায় দেবে। আর, আমি কিছু ল-এনফোর্সারও নিয়োগ করেছি যাতে কেউ এই শহরে ঢুকতে না পারে...'

মেয়র তাকে থামিয়ে দিয়ে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'কেটে পড়ো, কে!'

কে চলে যেতে, এমা তার বাবার হাত ধরে টানতে টানতে উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে বলল, 'বাবা, ঘরে আরেকটা অসুবিধায় পড়েছি। দেখে যাও।...আর মিস্টার শেরিডান, তোমার ভালর জন্যই বলছি, রেভিল থেকে চলে যাও।'

শেরিডানকে মাথায় টুপি পরে ঘোড়ায় চড়তে দেখে, মেয়র সামার চিন্তিত হয়ে উঠল। 'শেরিডান, তোমার কি না গেলেই নয়? আমি বেশ অসুবিধায় পড়েছি। তোমার মত সাহসী লোক থাকলে বেশ ভাল হয়।'

'কেন? তোমার সাথে তো মিস্ এমা আছে। আমার কোন প্রয়োজন আছে কি!' ব্যঙ্গ ঝরে পড়ল শেরিডানের কণ্ঠে।

মেয়রের মুখ কালো হয়ে গেল। 'তুমি কী বলতে চাইছ বুঝতে পারছি। কিন্তু মা-হারা একমাত্র মেয়েটাকে আমি কোনদিন শাসন করতে পারিনি। আমার জায়গায় তুমি হলেও পারতে না।'

এরপর কেউ আর কোন কথা বলল না। নীরবে দু'জনে, মেয়র সামার ও এমা যে ঘরে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেদিকে এগুতে লাগল।

অবশেষে মেয়রই নিস্তব্ধতা ভাঙল, 'এমা বলছিল এই শহরের পুরানো এক বাসিন্দা নাকি ফিরে এসেছে। তাকে কে আর তার লোকজন তাড়া করাতে সে এখানে পালিয়ে এসেছে। একটা গুলিও খেয়েছে। বের করতে হবে।'

ঘরে ঢুকে এক প্রৌঢ় লোককে বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখল শেরিডান। লোকটার মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। তার গেঞ্জিটা ঠিক গলার নীচেই রক্তে লাল হয়ে আছে। ক্লিনটন কে-র বর্বরতা দেখে শেরিডানের চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠল।

মেয়র সামারই শুরু করল, 'এর নাম জোস সিম্‌স্। একসময় রেভিলের একমাত্র স্কুলের শিক্ষক ছিল। গত পনেরো বছর থেকেছে ওয়াশিংটনে।'

জোসের সৌভাগ্য গুলিটা অনেক দূর থেকে লাগাতে বেশি ভিতরে ঢোকেনি। এমা, মেয়র সামার আর শেরিডান মিলে গুলিটা বের করে, ক্ষতস্থানটা ব্যাণ্ডেজ করে দিল। কিছুক্ষণ পরে জোসের জ্ঞান ফিরে আসতে এমা তাকে এক গ্লাস দুধ খেতে দিল।

সন্ধ্যার আগেই জোস বেশ সুস্থ হয়ে উঠল। সকলের শোনার আগ্রহ দেখে সে তার ঘটনা বর্ণনা করল, 'রেভিলকে আবার শহরে পরিণত করার ব্যাপারে তোমার চিঠি পেয়ে আমি সাথে সাথে ওয়াশিংটন থেকে রওনা দিই। কিন্তু তার আগে আমি জানলাম কে আর মিডাস কর্পোরেশন রেভিলের স্বত্ব প্রায় পেয়ে গেছে।'

সবাইকে খবরটা হজম করার সময় দিয়ে, জোস আবার শুরু করল, 'কে-র পক্ষে এক জাঁদরেল উকিল সরকারকে প্রায় ভজিয়ে এনেছে, যাতে রেভিলের স্বত্ব মিডাস কর্পোরেশনকে দেয়া হয়।'

মেয়র মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল, 'কিন্তু খনিগুলো এখনও শহরের কমিটি আর নাগরিকদের নামে রেজিস্ট্রি করা আছে। আর আগামী মাসের ভিতরই সমস্ত নাগরিকরা ফিরে আসবে।'

'কে-কে জিততে হলে, শুধু আমাদের লোকজনকে আসতে বাধা দিতে হবে। কারণ, শহরে লোকজন, কমিটি, আইনরক্ষক বা কোন পৌর কর্তৃপক্ষ নেই। তাই সরকার অবশ্যই এই শহরের ওয়ারেন্ট বাতিল করে দেবে। কে আর মিডাস কর্পোরেশন তখন রেভিলের খনিগুলো দাবি করবে।' বিছানার ওপর উঠে বসল সিম্‌স্‌।

মেয়র সামার বেশ মুষড়ে পড়ল।

সন্ধ্যার পরে মেয়র সামার শেরিডানকে ডেকে বলল, 'শেরিডান, তোমার সাহায্যের আমার বিশেষ প্রয়োজন। তবে আগেই বলে রাখছি, মিডাসের ম্যানেজার হবার আগে কে একজন গানফাইটার ছিল, আর সে ঠাণ্ডা মাথায় খুনও করতে পারে। তাই ইচ্ছা করলে "না"-ও বলতে পারো।'

'আমি তোমাকে সাহায্য করব।'

মেয়রের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, শেরিডানকে নিজের পরিকল্পনার কথা জানাল। 'এই শহর পরিচালনার জন্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত উপকরণই যে আছে, তা ওয়াশিংটনকে জানাতে হবে। তাই আমি ঠিক করেছি পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত আমি হব মেয়র, উপস্থিত চারজনে মিলে গঠন করব নাগরিক কমিটি, আর তোমাকে বানাব মার্শাল।'

মেয়র আর দেরি করল না। চারজনের অস্থায়ী কমিটি নিয়ে সাথে সাথে মীটিং ডাকল।

শেরিডান জানাল, 'আমি আগেও ল-ম্যান হিসাবে কাজ করেছি। কোথাও অবশ্য শপথ নেইনি।'

'কী লাভ, বাবা? মিস্টার শেরিডান নিজেরই দেখা-শুনা করতে পারে না—তা আবার একটা শহর!' ফোড়ন কাটল এমা।

শেরিডান বলল, 'মেয়র, আমার একটা কথা আছে। দয়া করে মেয়েকে এই শহরের বাইরে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দাও, নইলে মার্শাল হিসাবে অন্য কাউকে খুঁজতে হবে তোমার।'

মেয়র সামার সাথে সাথে শেরিডানের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। 'ইট্স্ এ ডিল! সিম্স্, আমার চিঠি নিয়ে ওয়াশিংটনের দিকে রওনা হলে, এমাও তার সাথে চলে যাবে! এখন থেকে তুমি হলে রেভিলের মার্শাল!'

পরদিন সকালে মেয়র শেরিডানকে মার্শালের ব্যাজ পরিয়ে দিল। ব্যাজটি শেষবার পরে ছিল কোল্ট ক্লাইড। শেরিডান জানতে পারল, কোল্ট সাংঘাতিক সাহসী লোক ছিল। খোদ-শয়তানকেও ভয় করত না। শেষে এক অজ্ঞাত কাপুরুষ তাকে পিছন থেকে গুলি করে হত্যা করে।

উৎফুল্ল কণ্ঠে মেয়র সামার বলল, 'কোল্ট বেঁচে থাকলে, ওর ব্যাজটা তুমি পরায় খুব খুশি হত। ও মারা যাবার সময় এই ব্যাজটা পরেই কয়েদখানার সামনে বসে ছিল।'

জবাবে শেরিডান মৃদু হেসে তাকে ধন্যবাদ জানাল।

অনেক বেলা হওয়ার পরও কোন পরিবার এসে না পৌঁছাতে মেয়র বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ল। তাই শেরিডানকে বলল ব্যাপারটা দেখে আসার জন্য।

'আমি আগে লিটল বিয়ার গিরিপথটা দেখে আসি...ওটাই রেভিলে আসার সবচেয়ে ভাল ওয়াগন ট্রেইল। এমা কি চিঠি নিয়ে ওয়াশিংটনের পথে রওনা হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ, ঘণ্টা খানেক আগে। রেভিলের বাইরে সে নিরাপদেই থাকবে।'

এরপর রোজ সকালে একটা উঁচু পাহাড়ে উঠে নির্জন গিরিপথটার ওপর নজর রাখতে শুরু করল শেরিডান। লোকজন এলে এই গিরিপথ দিয়েই আসবে। দ্বিতীয় দিনেই সে বিপদ

দেখতে পেল। বেশ দূরে গিরিপথের ওপর একটা উল্টে যাওয়া ওয়াগন দাউ দাউ করে জ্বলছে।

অকুস্থলে পৌঁছে শেরিডান দেখল সব শেষ হয়ে গেছে। মোট চারজন লোক ওয়াগনের চারদিকে মরে পড়ে আছে, একজন বৃদ্ধ আর তিনজন যুবক।

শেরিডান আর দেরি না করে ওই গিরিপথেরই পাশে একটা পাহাড়ের ওপর উঠে এল। জানত পাহাড়ের নীচের দিকে কোথাও কে-র লোকজন আরও ওয়াগনের জন্য অপেক্ষা করছে।

তাদের খুঁজে পেতে বেশিক্ষণ লাগল না। মোট সাতজন, একটা বড় পাথরের পিছনে বসে হাসি-ঠাট্টা করছে। ঘোড়া থেকে আস্তে করে নেমে, পায়ে হেঁটে লোকগুলোর আরেকটু কাছে এগিয়ে একটা বড় পাথরের পিছনে আশ্রয় নিল শেরিডান। এখান থেকে কে-বাহিনীর উত্তেজিত কথাবার্তা বেশ শোনা যাচ্ছে।

হঠাৎ একজন উৎফুল্ল কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, 'দেখো, দেখো! কম করে হলেও এক ডজন ফ্রেইটার রেভিলের দিকে যাচ্ছে।' তারপর গলার স্বর পাল্টে যোগ করল, 'আমি সামনের ঘোড়াগুলোকে গুলি করছি, তোমরা বাকিগুলোকে গুলি করে ভয় পাইয়ে দেবে শুধু। আর মনে রেখো, যেই পাল্টা গুলি করবে তাকেই হত্যা করবে,' সে বন্দুক তুলে তাক করতেই হঠাৎ বন্দুকটা তার হাত থেকে ছুটে গেল। 'হে! কে আমার বন্দুকে গুলি করেছে!'

আরেকজন চিৎকার করে উঠল, 'ওয়াগনের কথা ভুলে যাও! এ নিশ্চয়ই শেরিডান!...তাকেই আগে শেষ করি!'

সাথে সাথে সাতটা বন্দুকের নল থেকে গুলি ছুটতে শুরু করল। সীসাগুলো শেরিডানের সামনের আর আশপাশের পাথরে লেগে এদিক-ওদিক ছিটকে যেতে লাগল। পরমুহূর্তে শেরিফের এক গুলিতে দলের একজন মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

'সাতজনের' একজন কমল,' ভাবল শেরিডান। খুব হিসাব করে গুলি করতে লাগল যাতে ওর অল্প গুলি দ্রুত শেষ না হয়ে যায়।

শেরিডান রয়ে-সয়ে গুলি করছে দেখে একজন বলল, 'ব্যাটার নিশ্চয়ই গুলি কম!'

'হ্যাঁ। আমাকে আর বার্টকে তোমরা কাভার দাও। শালাকে ঘিরে ফেলতে বেশিক্ষণ লাগবে না।'

'সবাই ছড়িয়ে পড়ো!'

'আমার কিন্তু ভাল ঠেকছে না।... গুলি করা দেখে মনে হচ্ছে বোতলের ছিপি আলাদা করাও ওর জন্য কিছু না,' একজনের আশঙ্কা।

এদিকে ওয়াগনের লোকজনও গোলাগুলির শব্দ শুনতে পাচ্ছে।

একজন বলল, 'আমার মনে হয় এখানে থেমে গোলমাল কীসের দেখে আসা উচিত।'

'না, ক্লেম, ওয়াগনে বউ-ছেলেমেয়ে আছে। আমাদের আগে রেভিলে পৌঁছুনো উচিত, তারপর কিছু একটা করা যাবে।'

'ঠিক আছে, চলো।'

হঠাৎ কে-র দলের একজনের গুলিতে শেরিডান পড়ে যেতে, এক দুর্বৃত্ত চিৎকার করে উঠল, 'কেল্লা ফতে!...মারা গেছে শেরিডান!'

'আরও কিছু সীসা ঢুকিয়ে দাও, নিশ্চিত হওয়া যাবে।'

তারপর ছয়জনই একসাথে শেরিডানের মৃতদেহের দিকে এগিয়ে এল। কিন্তু কোথায় শেরিডান! তার জ্যাকেটটা একটা পাথরের ওপর পড়ে আছে, আর কলারের কাছে তার টুপি। সব দুর্বৃত্তই বোকা বনে গেল।

এ সময় একটা পাথরের আড়াল থেকে বন্দুক হাতে বেরিয়ে এল শেরিডান। 'বন্ধুরা, খেল্ খতম। সবাই যার যার বন্দুক ফেলে দাও। কোন রকম চালাকি কোরো না।...হ্যাঁ. এবার পায়ের

জুতোগুলোও খুলে ফেলো।'

জুতো খুলতে খুলতে একজন বলল, 'আমরা কে-র নিযুক্ত বিশেষ ল-এনফোর্সার। তুমি তার হাত থেকে পার পাবে না, শেরিডান!'

শেরিডান বন্দুকটা সোজা রেখেই একটা পাথরের ওপর বসল। ধীরে ধীরে জ্যাকেট আর টুপি পরল, একবারও দুর্বৃত্তদের দিক থেকে চোখ না সরিয়ে। 'কোন কথা নয়। ঘোড়াগুলোর জন্যে চিন্তা কোরো না। ওগুলো আমি ছেড়ে দেব!'

সাথে সাথে তাদের রাগ পরিণত হলো ভয়ে। বুঝল, শেরিডান তাদেরকে ক্লোভার হল্টে খালি পায়ে হাঁটিয়ে পাঠাতে চাইছে।

শেরিডান তাদেরকে তাড়িয়ে, বন্দুকগুলো তুলে তার ঘোড়ার জিনের থলিতে ভরল। তারপর দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে দিল ওয়াগনগুলোর দিকে। টুপি খুলে সে চিৎকার করে উঠল, 'সবাইকে জানাচ্ছি রেভিলের শুভেচ্ছা!'

জবাবে ওয়াগন থেকে শেরিডানকে শুভেচ্ছা জানাল ক্লেম। সে আগেই শেরিডানের জ্যাকেটে সাঁটা মার্শালের ব্যাজ দেখেছে।

শেরিডান যখন প্রায় দু'ঘণ্টা পরে ওয়াগনগুলো সাথে নিয়ে এল, শহরটা তখন লোকজনের ভিঁড়ে কোলাহলমুখর হয়ে উঠেছে।

মেয়র সামার শেরিডানকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। 'তুমি সকালে চলে যাবার পর এরা হেমিল্টন ফর্ক দিয়ে রেভিলে পৌঁছেছে।'

শেরিডানও খুশি হলো। 'মিস্টার সামার, শেষপর্যন্ত একটা জ্যান্ত শহরের মেয়র হলে তুমি।'

'ধন্যবাদ, শেরিডান। আমি ইতিমধ্যে নাগরিক কমিটির সদস্য সংখ্যা আরও বাড়িয়েছি। তুমি তোমার ডেপুটি নিতে

পারো।'

সেদিন গভীর রাত পর্যন্ত শহরবাসী তাদের বাড়িঘর মেরামত করল। কেউ কেউ নতুন বাড়ি তৈরি করল। কিন্তু শেরিডান বুঝতে পারল রেভিলের যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি। সামনে আরও ঘোরতর বিপদ আসছে।

সেদিন রাতে, সাহসী দেখে তিনজন লোককে ডেপুটি হিসাবে নির্বাচন করল শেরিডান। বেল্‌ডি রেইট্‌স্, বেগমোর আর বুলার। সে তাদের নাম দিল, 'দ্যা থ্রি ! "বি"স'।

ভোর হবার আগেই শেরিডান তার ডেপুটিদের নিয়ে সিলভার ডলার সেলুনে একটা আলোচনায় বসল।

'পরিস্থিতি কতটা খারাপ তা তোমাদের জানা দরকার,' শুরু করল ও। 'মিডাস কর্পোরেশন যাতে রেভিল শহরের স্বত্ব নিতে পারে, তার জন্য কে সরকারকে প্রায় বিশ্বাস করিয়ে এনেছে যে রেভিল একটা মরা শহর।'

'কিন্তু রেভিল এখন আর তা নয়।'

'ঠিক বলেছ, বুলার। তাই কে এবার মরিয়া হয়ে উঠবে। শহরবাসীদের তাড়াবার জন্য সে হয়তো গণহত্যা চালাতেও দ্বিধা করবে না। পরে এ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু তখন এই শহরের দাবি নিয়ে কেউ তো আর কবর থেকে উঠে আসবে না। অতএব তোমাদের সবাইকে খুব সাবধানে থাকতে হবে। দরকার মনে করলে তোমরা নিজেরাও লোক নিতে পারো।'

শেরিডান তার কথা শেষ করে প্রত্যেকের মুখের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে গেল। সবার চেহারাতেই দৃঢ় সংকল্পের ছাপ।

পরদিন সকালে আরও একজন বাসিন্দা রেড স্যাণ্ড্‌স্ থেকে এসে পৌঁছাল। জানাল, তারা একটা লোকের মৃতদেহ নিয়ে এসেছে।

মেয়র সবকিছু জানতে চাইলে একজন দীর্ঘকায় লোক এগিয়ে

এল। 'আমরা তাকে পথের ওপর পেয়েছি। মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে গুলি করা হয়। সে মারা যাবার আগে তার নাম বলল সিম্‌স্‌। আর এমা নামে একটা মেয়ে সম্পর্কে কী যেন বলছিল, বুঝতে পারিনি।'

'...আমার মেয়ে! তারা কী করেছে এমাকে নিয়ে?' হাহাকার করে উঠল মেয়রের বুক।

কেউ তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল না।

উদ্‌ভ্রান্ত মেয়রকে নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ল শেরিডান। ডেপুটিদের নির্দেশ দিল, 'তোমরা মেয়রের ওপর চোখ রেখো। মনে রেখো মেয়রের কিছু হলে, কে সহজেই জিতে যাবে। আমি ওর মেয়েকে খুঁজতে যাচ্ছি।'

শেরিডান আর দেরি না করে, মেয়রকে শান্ত থাকতে বলে, রওনা হয়ে গেল। ওয়াগন ট্র্যাক ধরে বেশ কিছুটা যাবার পরে বৃদ্ধ লোকটার বন্দুক খুঁজে পেল। বন্দুকের আশপাশে অসংখ্য খালি কার্তুজ দেখে বুঝল, যুদ্ধ অনেকক্ষণ ধরে হয়েছিল।

রেড স্যাণ্ডস্‌-এর দিকেও ঘোড়া ছুটাল, ওখানেই ওয়াশিংটন আর ইউনিয়ন প্যাসিফিক ট্রেনে ওঠার সবচেয়ে কাছের স্টেশনটা। কিন্তু স্টেশনমাস্টার ওকে নিরাশ করল। 'না, মিস্টার কোন মেয়ে গত তিন চারদিনে ট্রেনে চড়েনি।'

সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজ করল। কিন্তু এমার কোন সন্ধান পেল না।

শেরিডান ব্যর্থ হয়ে যখন রেভিলে ফিরে এল তখন রাত। কিন্তু শহরের প্রবেশমুখেই ও থমকে দাঁড়াল। শহরের মাঝামাঝি বেশ কিছু বাড়িঘরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। মাথা নিচু করে ছিল বলেই এতক্ষণ লক্ষ করেনি। পাশ দিয়ে একটা লোক ছুটে যাচ্ছিল দেখে তাকে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে? কে কি এখানে এসেছিল?'

'ওর লোকজন এসেছিল কিছুক্ষণ আগে। তারা কিছু

ওয়ার্নিং নোটিশ লাগাল। এরপরে শুরু হয় গোলাগুলি। এতে থ্রি "বি" স-এর একজন আহত হয়েছে।' বলে লোকটা ছুটে চলে গেল।

ঘোড়া নিয়ে আরও ভিতরে ঢুকল শেরিডান। নারী-পুরুষের সম্মিলিত আর্তচিৎকার আরও তীব্র হয়ে উঠছে। সবাই এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করে আগুন নেভানোর চেষ্টা করছে। আগুনের লেলিহান শিখা এখন অনেকটা স্তিমিত হয়ে এসেছে।

জেল হাউসের সামনে এসে ঘোড়া থেকে নামল শেরিডান। জেল হাউসেও নিশ্চয়ই আগুন লাগানো হয়েছিল, কিন্তু এখন নিভে গেছে। সামনে একটা জটলা দেখে ভেতরে ঢুকে পড়ল ও। দেখল, বেল্‌ডি বেগমোরের মাথা উরুর ওপর রেখে বসে আছে। তাকে দেখে বেলডি মাথা তুলল। 'আমরা সব চেষ্টাই করেছি, শেরিডান। বেগমোর কিছুক্ষণ আগে মারা গেছে।'

বেগমোরের মাথা আস্তে করে নীচে নামিয়ে বেলডি বিষণ্ণভাবে উঠে দাঁড়াল। শেরিডানের পিছু পিছু মেয়রের অফিসের দিকে চলল সে। হাঁটতে হাঁটতে শেরিডানকে কে-র দলের লোকদের বর্বরতার কথা বলে গেল।

শেরিডানের মনে তখন ঝড় বয়ে চলেছে। ডেপুটিদের ওপর ওর এতটা ভরসা করা উচিত হয়নি। মেয়রের দরজার ওপর দেখল, একটা নোটিশ ঝুলছে।

'এরকম বেশ কিছু নোটিশ লাগিয়েছে ওরা। শহরবাসীদের হুমকি দেয়া হয়েছে। কিন্তু হুমকি আসলে তোমাকেই দেয়া হয়েছে, শেরিডান!' বলল পাশে দাঁড়ানো বেল্‌ডি।

শেরিডান নোটিশটা ছিঁড়ে নিয়ে পড়ল। পড়তে পড়তে তার চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল। নোটিশে লেখা আছে:

জবরদখলকারীদের শেষ হুঁশিয়ারি

আগামী মঙ্গলবারের মধ্যে সকলকে শহর ত্যাগ করার নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে। তবে তথাকথিত মার্শালকে ওইদিন ভোরের মধ্যে,

আমি আসার আগে চলে যেতে হবে।

ক্লিনটন কে

'কে একটা খুনি, শেরিডান। আমাদের সব আশাই সে চুরমার করে দিয়েছে। আমি আজ রাতেই আমার পরিবার নিয়ে চলে যাব!' বলল মেয়রের অফিসের সামনে দাঁড়ানো আরেক লোক।

শেরিডান বুঝতে পারছিল, কে-র ভয়ে সবাই ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে এখন আর কাউকে ধরে রাখা যাবে না। কালই মঙ্গলবার। আজ রাতেই সবাই চলে যাবার তোড়জোড় করবে। ভাবতে ভাবতে মেয়রের অফিসে ঢুকল ও।

মেয়র সামার কুঁজো হয়ে টেবিলের এক কোণায় বসে আছে। শেরিডানকে দেখে শুকনো মুখে বলল, 'নিশ্চয়ই এমার কোন খোঁজ পাওনি, তাই না? তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি!'

'একেবারে কোন খবর পাইনি তা নয়। তোমার দরজার ওপর থেকে নেয়া এই নোটিশ থেকে আমি একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি! এমা যদি কে-র কাছে থাকত, তা হলে সে নোটিশে তা উল্লেখ করত। কিন্তু এমা তার লোকজনদের হাত থেকে পালিয়ে গেছে।...সে নিশ্চয় কোথাও লুকিয়ে আছে।'

মেয়রের চোখ দুটো ছল ছল করে উঠল। 'তুমি...তুমি আমাকে নতুন আশা দিলে, শেরিডান!'

হঠাৎ বাইরে হৈ চৈ শুনে, শেরিডান ও মেয়র জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। দেখা গেল, অনেকেই তাদের ওয়াগন বের করে তাতে ঘোড়া জুড়ছে। স্বজনদের নিয়ে জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদার কাজে ব্যস্ত পুরুষরা। সবাই শহর ত্যাগ করার জন্যে মানসিক ভাবে প্রস্তুত। তাদের সাথে কথা বলার জন্য প্রথমে শেরিডান ও তার পিছনে মেয়র অফিস থেকে বেরিয়ে এল।

'তা হলে তুমি চলেই যাচ্ছ, বেলম্যান?' লাল দাড়িওয়ালা

একজনকে জিজ্ঞেস করল শেরিডান। 'আমি ভেবেছিলাম তুমি এখানে থাকার জন্য কয়েকশো মাইল পাড়ি দিয়ে এসেছ।'

ব্যস্ত বেলম্যান ফিরে তাকাল। 'আমাকে আমার পরিবারের নিরাপত্তার কথা ভাবতে হচ্ছে, শেরিডান। আমি দুঃখিত।'

বেলম্যানের পাশের ওয়াগন ছিল স্মিথের। সেও বেলম্যানকে সমর্থন করল।

'কিন্তু জান, স্মিথ, কে যা চাইছে তুমি ঠিক তাই করছ?'

'এ ছাড়া কোন উপায় নেই, শেরিডান। তুমিও নিজের নিরাপত্তার কথা ভাব, কাল সূর্য উঠলেই কে তোমাকে পাবে। টেক্সাসের এদিকটায় কে-র মত কেউ দ্রুত গুলি ছুঁড়তে পারে না।'

শেরিডান আর কিছু বলল না, আপনমনে হাঁটতে লাগল। সবখানেই গোছগাছের ব্যস্ততা; সবাই কে আর তার লোকজনের ভয়ে বাড়ি-ঘর ছেড়ে যাবার পক্ষপাতী। দুর্বলচিত্ত আর পরিবার নিয়ে যারা আছে তারাই চলে যেতে বেশি উৎসাহী।

শেরিডান যখন মেয়রের কাছে ফিরে এল তখন অনেকেই চলে গেছে। বিষণ্ন গলায় মেয়রকে জানাল, 'ওদের থাকতে বাধ্য করার কোন অধিকার আমার নেই, মেয়র। তবে অনেককে রাজি করিয়েছি যাতে তারা দূরে পশ্চিমের উঁচু জায়গায় ক্যাম্প করে কাল পর্যন্ত থাকে। অবস্থা ভাল দেখলে ফিরে আসবে।'

সন্দিগ্ধ চোখে শেরিডানের দিকে তাকাল মেয়র 'তুমি কী করতে চাইছ?'

শেরিডান সেলুনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'আমি এখানেই থাকছি। ...কে সকালে এলে, আমি তাকে নিরাশ করতে চাই না।'

বারে বসে এক গ্লাস মার্টিনি সামনে নিয়ে শেরিডান একা একা ভাবছিল। ভিতরে ঢুকল বেলডি এবং বুলার।

'কিছু লোক এখানে থাকার জন্য প্রস্তুত, শেরিডান,' জানাল বেল্‌ডি।

'কোন দরকার নেই,' গম্ভীরভাবে বলল শেরিডান। 'তোমরা দু'জন ওয়াগনগুলো পাহারা দিয়ে পশ্চিমে নিয়ে যাও আর ওখানেই থেকো। আমি রেভিলের নিরাপত্তা দেখব।'

বেল্‌ডি এবং বুলার চলে গেল।

একটু ঘুমানো দরকার, ভাবল শেরিডান। মেয়র সামারের খালি বাড়িতে চলে গেল। টুপি, জ্যাকেট আর গানবেল্ট খুলে একটা সোফার ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল।

যাই হোক, কে আর তার ভাড়া করা গুণ্ডাবাহিনী বিনা যুদ্ধে রেভিল দখল করতে পারবে না। ভাবতে ভাবতে শেরিডান ঘুমিয়ে পড়ল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল জানে না। ভোর রাতের দিকে দরজা খোলার অস্পষ্ট আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল ওর। কুশনের নীচ থেকে বন্দুক নিয়ে মাথা তুলে বলল, 'কে?'

'আমি?...মিস্টার শেরিডান।'

আগন্তুককে দেখে শেরিডান প্রায় চিৎকার করে উঠল, 'আরে, এমা!...কোথায় ছিলে? তোমার বাবা তো তোমার চিন্তায় প্রায় পাগল হয়ে আছে!'

সবসময় লম্বা গাউন পরত বলে, এখন প্যান্ট-শার্ট পরা অবস্থায় এমাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে। এক নিঃশ্বাসে এমা বলে গেল কী ঘটেছে। শেরিডান যা ভেবেছিল, বুড়ো সিমস্ অনেকক্ষণ ধরে গুলি চালিয়ে এমাকে পালাবার সময় করে দেয়। সব শেষে এমা যোগ করল, 'রেড স্যান্ডস-এ পৌঁছুবার আগেই কে-র এন-ফোর্সাররা আমাকে ধরে ফেলত। তাই আমি পাহাড়ের পিছনে লুকিয়ে হেমিল্টনে চলে গেলাম। সেখানে বাবার এক উকিল বন্ধু আছেন।...তিনিই আমাকে সাহায্য করেছেন।'

শেরিডান জ্যাকেট পরে, গানবেল্ট লাগিয়ে চিন্তিতভাবে বলল

'তা হলে ওয়াশিংটনে রেভিলের কোন খবর পৌঁছায়নি?'

'এ-ব্যাপারে চিন্তা কোরো না। বাবার বন্ধু ওয়াশিংটনে এক সিনেটরকে সংক্ষেপে সব জানিয়ে একটা তার পাঠিয়েছেন। পূর্ণ তদন্ত ছাড়া রেভিলের স্বত্ব বাতিল হবে না, আশ্বাস দিয়ে সিনেটর পাল্টা তার করেছেন।'

শেরিডানের মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'তুমি একটা কাজের কাজ করেছ, এমা! কে-কে ঠেকাতে পারলেই রেভিল বেঁচে যাবে।'

'আমাকে এখন যেতে হচ্ছে, এমা,' বলে শেরিডান ঘুরতেই, হঠাৎ এমা দু'হাত দিয়ে পিছন থেকে তার বাঁ হাত চেপে ধরল। সে ঘুরে দেখল এমার দু'চোখ ছল ছল করছে।

কান্না ভেজা গলায় এমা বলল, 'কী হচ্ছে আমি জানি।...তুমি কে-র সাথে বন্দুক লড়াই করবে। কিন্তু তুমি ওর সাথে পারবে না, স্রেফ মারা পড়বে,-শেরিডান!' শেষের দিকে তার গলা বুজে এল।

শেরিডান তার টুপি হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর শান্তভাবে বলল, 'তুমি বুঝতে পারছ না, এমা। কোন একদিন হয়তো কে-র মত বন্দুকবাজদের হাত থেকে রেভিল এবং রেভিলের মত আরও অনেক শহর বিপদমুক্ত থাকবে। কিন্তু সেদিন এখনও আসেনি। তার জন্য আমাদের সংগ্রাম করতে হবে। আর আমি এখনও এ শহরের মার্শাল। আমাকে আর বাধা দিও না।'

শেরিডান আর দাঁড়াল না। ঘর থেকে বেরিয়ে এল। কাঁদতে কাঁদতে দরজা বন্ধ করে দিল এমা।

নির্জন বড় রাস্তা দিয়ে শেরিডান একা একা হাঁটছে। বাতাসের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। ওর বিশ্বাস, কে নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে আছে। অন্ধকার লিভারি আস্তাবলে সম্ভবত। তার লোকজনরাও কাছেই থাকবে।

শেরিডান যা ধারণা করেছিল তাই হলো। প্রায় ত্রিশ গজ দূরে হঠাৎ অন্ধকার আস্তাবল থেকে কে বেরিয়ে এল। 'তা হলে রেভিল আমার মুখোমুখি হতে পারল না!' খ্যাক খ্যাক করে হেসে উঠল কে।

'রেভিল তোমার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে, কে।...আমিই রেভিল!' গর্জে উঠল শেরিডান! সে তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করছিল কে-র হাত।

দু'জন মুখোমুখি সোজা হয়ে দাঁড়াল। পরমুহূর্তে দু'জনের হাতেই উঠে এল পিস্তল। প্রথম গুলি করল কে। লাগল শেরিডানের ডান কাঁধে। সাথে সাথে বন্দুকটা শেরিডানের ডান হাত থেকে পড়ে গেল।

পশ্চিমের উঁচু পাহাড় থেকে বুলার দূরবীন দিয়ে সব দেখছিল। 'কে-ই জিতল, শেরিডান শেষ হয়ে গেছে!' এক মহিলা ফুঁপিয়ে উঠল।

কিন্তু কে-র দ্বিতীয় গুলি শেরিডানের মাথার পাশ দিয়ে যাবার সময়, তার বাঁ হাতে পিস্তল উঠে এসেছে। তার গুলি গিয়ে লাগল কে-র বুকের বাম পাশে। টলে উঠল কে।

কে বুঝতে পারল তার সময় শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু সে স্থির প্রতিজ্ঞ, শেরিডানকেও সাথে নিয়ে যাবে। তৃতীয় গুলি করল কে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। কিন্তু শেরিডানের দ্বিতীয় গুলি ব্যর্থ হয়নি। লাগল কে-র গলায়।

কে উপুড় হয়ে পড়ে গেল পাথুরে রাস্তায়। আর উঠল না। মারা গেছে।

প্রচণ্ড যন্ত্রণা নিয়ে শেরিডান তখনও রাস্তায় বসে আছে।

কে যে আস্তাবল থেকে এসেছিল, সেখানে তার আরও চারজন লোক ছিল। তাদের কেউই কে-র মৃত্যুটা চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছিল না। 'এ হয় না।...শেরিডান বসকে মেরে ফেলেছে!' বিস্ময়ের ঘোর কাটতে বলল মেক্স।

'চলো, শেরিডানকে শেষ করে দিই!' বলে কে-র লোকেরা শেরিডানকে খোলা রাস্তার ওপর গুলি করতে বেরিয়ে এল।

এতগুলো লোককে বেরিয়ে আসতে দেখে শেরিডান ভড়কে গেল। ওর একার পক্ষে এদেরকে মারা সম্ভব নয়।

হঠাৎ সামনের লোকটা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। অবাক হয়ে শেরিডান দেখল, রাস্তার দু'পাশে বাড়িগুলোর ছাদ থেকে বেলডি আর তার সাথে আরও কয়েকজন দুর্বৃত্তদের লক্ষ্য করে গুলি করছে।

বেল্‌ডি আর তার লোকজনের গুলিতে দু'জন মারা গেল আর দু'জন দুর্বৃত্ত ঘোড়া নিয়ে পালিয়ে গেল।

বেল্‌ডি তার টুপি উড়িয়ে চিৎকার করে উঠল, 'হাই, মার্শাল শেরিডান।...তুমি ঠিক আছ তো?'

'আমি ঠিক আছি। সামান্য আঁচড় লেগেছে। তুমি সংকেত দাও যাতে সবাই আবার তাদের বাড়িতে ফিরে আসে।'

কাউকে কোন সংকেত দিতে হয়নি। দূর থেকে অনেকেই শেরিডানকে লক্ষ করছিল। ওইদিন সকালের মধ্যেই সবাই ফিরে এল। শহরটা আবার মুখর হয়ে উঠল।

ইতোমধ্যে কিছু লোক স্ট্রেচারে করে শেরিডানকে মেয়রের বাড়িতে নিয়ে গেছে। শেরিডান ঠিকই বলেছিল। গুলিটা বেঁধেনি। শুধু কাঁধের পাশে একটু মাংস ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেছে। এমা খুব যত্ন করে ক্ষতস্থান ধুয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল।

পাশে দাঁড়িয়ে আছে মেয়র। 'তোমাকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করতে চাই না, শেরিডান। রেভিল তোমার কাছে চিরঋণী হয়ে রইল। আমরা কখনও তোমার ঋণ শোধ করতে পারব না।'

'না, মেয়র। তুমিই রেভিলকে বাঁচিয়েছ। আর রেভিল নিজেই তার শত্রুদের তাড়িয়ে দিয়েছে। আমি একটা উপলক্ষ মাত্র।'

'নাহ্, তোমার সাথে আমি তর্কে পারব না।' বলে হাসতে

হাসতে মেয়র বেরিয়ে গেল।

মেয়র চলে যাবার পরে শহরের প্রায় প্রত্যেকে এসে শেরিডানকে আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জানাল। মহিলারা তাকে চুমো খেল। শেরিডানও আন্তরিকতার সাথে সবাইকে ধন্যবাদ দিল। গল্পে গল্পে পুরোদিন আনন্দের সাথে কেটে গেল।

সারারাত ধরে চলল নাচ-গান।

পরদিন সকাল। এমার সেবা যত্নে শেরিডানের কাঁধের ব্যথাটা অনেক কমে এসেছে। ঘুম থেকে উঠে জ্যাকেটটা গায়ে দিয়ে, গান-বেল্ট লাগিয়ে নিল ও। তারপর জিন পরিয়ে আস্তাবল থেকে ঘোড়াটা নিয়ে এল।

অনেকেই সকালে নিজ নিজ কাজে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে, মেয়রও অফিসে যাবার জন্য বাসা থেকে বেরিয়ে এসেছে। শেরিডানকে ঘোড়ায় চড়তে দেখে বলল, 'এই সাতসকালে কোথায় যাচ্ছ?'

মার্শালের ব্যাজ খুলে হতভম্ব মেয়রের হাতে ধরিয়ে দিল শেরিডান। 'আমি চলে যাচ্ছি, মেয়র।...'

'আমি তো ব্যাজ ফিরে চাইনি। আর এখন কোথায় যাবে, কেন যাবে? সবাই চাইছে তুমি এখানে থেকে যাও।'

'বাবা ঠিকই বলেছেন। তুমি থাকলে আমরা সবাই খুশি হব।' কখন এমা এসে দাঁড়িয়েছে কেউ বুঝতে পারেনি। তার সাথে আরও অনেকেই দাঁড়িয়ে আছে।

'তোমাদের অনুরোধ রাখতে পারছি না বলে দুঃখিত, মেয়র। এখন আমার যাবার সময় হয়েছে। আমাকে আর রেভিলের কোনও প্রয়োজন নেই। রেভিল এখন শত্রুমুক্ত।' বিষণ্ন সুরে বলল শেরিডান।

শেরিডান ঘোড়ায় চড়তে কেউ আর কিছু বলল না। সবাইকে বিদায় জানিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল ও। সবার চোখে জল। যেন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় তাদের ছেড়ে চিরকালের জন্যে চলে

যাচ্ছে।

হঠাৎ এমা ডুকরে কেঁদে উঠল। 'কেন সে থাকল না, বাবা?'

মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিল মেয়র। 'সে সব সময় বিপদের নেশায় ছোটে, মা। সে যতদিন বেঁচে থাকবে, তার সাথে ততদিন থাকবে এই নেশা। মানব কল্যাণের নেশা।'

[বিদেশী কাহিনি অবলম্বনে]

বিকেলের ঘোড়সওয়ার

ঝমঝম বৃষ্টি হয়ে যাবার পর আবহাওয়াটা চমৎকার হয়ে উঠেছিল। ধোয়ামোছা পরিষ্কার আকাশে রোদ উঠেছিল, গরম কেটে গিয়ে একটু বাতাসও ছেড়েছিল। এখন দিনের আলো প্রায় যায় যায় করছে। সন্ধ্যালগ্নে ডিমের কুসুমের মতন গোধূলির রং ছড়িয়ে আছে চারদিকে।

এই সময় পুরানো টিডেন করালের দিককার ট্রেইল ধরে একজন নিঃসঙ্গ ঘোড়সওয়ার সিলভার স্টার সেলুনের দিকে এগিয়ে এল। আগন্তুক স্যাডলের ওপর সামান্য ঝুঁকে বসে আছে। বয়স পঁচিশের কম নয়, দোহারা গড়ন, রোদে-পোড়া তামাটে চেহারা--পরিষ্কার করে গোঁফ-দাড়ি কামানো। পশ্চিমের আলো-বাতাসে বেশ স্বাস্থ্যবান। পরনে বাকস্কিনের জ্যাকেট আর ঘরে-বোনা প্যান্ট, মাথায় একটা লম্বা কার্নিসের হ্যাট

সেলুনের সামনের রেইলে ঘোড়া বেঁধে রেখে আগন্তুক সরাসরি ভিতরে ঢুকল।

'আমি ম্যাক ব্লেয়ারের সাথে দেখা করতে চাই,' ভরাট গলায় বলল সে 'কোথায় পাওয়া যাবে তাকে?'

অচেনা আগন্তুক যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার বাঁ-পাশে একটা দরজার গায়ে ম্যাক ব্লেয়ারের নাম স্পষ্টাক্ষরে লেখা রয়েছে, একমাত্র অন্ধ না হলে সেটা কারও চোখ এড়ানোর কথা নয়। বারকিপার বিরক্ত মুখে খানিক জরিপ করল আগন্তুককে, তারপর বিদ্রূপ মাখা স্বরে বলল, 'মূর্খ নাকি? ওখানে দরজার গায়েই তো ম্যাক ব্লেয়ারের নাম লেখা আছে!'

আগন্তুক বারকিপারের কাছে এগিয়ে গেল তারপর সহসা ঠাস্ করে তার গালে একটা চড় কষাল আরেক হাতে শার্টের কলার ধরে উঁচু করে আছড়ে ফেলল বারের উপর 'আমার মতন অন্ধ হলে তুমি ওটা পড়তে পারতে না!' তার ফুঁসে-ওঠা গলার স্বরে একটা অশুভ ইঙ্গিত। 'যাও, তাড়াতাড়ি ম্যাক ব্লেয়ারকে খবর দাও!'

বারকিপারের ভয়ার্ত গলায় গোঙানির মতন একটা স্বর ফুটল 'যাচ্ছি...এখনই যাচ্ছি!'

দু'মিনিট পর তার পিছনে একজোড়া ভারি পায়ের শব্দে ঘুরে দাঁড়াল অচেনা যুবক। তারপর শুভার্থীর মত বলল, 'তোমার দেখা পেয়ে খুশি হলাম, মিঃ ম্যাক ব্লেয়ার'

'তুমি কী করে বুঝলে আমিই ম্যাক ব্লেয়ার?' নতুন আগন্তুকের স্বরে রীতিমত সন্দেহ ও কৌতূহল।

'খুব সহজ,' ঠোঁটের কোণে সামান্য হাসি ফুটিয়ে বলল যুবক। 'আমাকে যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তার সাথে তুমি পুরোপুরি মিলে গেছ। লম্বা প্রায় ছয় ফুট-চার, স্বাস্থ্যবান, দাড়ি-গোঁফ পরিষ্কার করে কামানো।'

'বারকিপার আমাকে বলল তুমি অন্ধ।'

যুবক দ্বিধাহীন গলায় বলল, 'হ্যাঁ, ও ঠিকই বলেছে, বছর দুয়েক হয় আমি চোখ হারিয়েছি।'

'তা হলে?' ম্যাক ব্লেয়ারের ভুরু কুঁচকে উঠল।

'আগেই বলেছি, তোমার বর্ণনা আমাকে জানানো হয়েছে; এখানে এসে সেটা তোমার সাথে মিলিয়ে নিয়েছি

'আমি যখন বারকিপারের সাথে কথা বলছিলাম তখন ওর শ্বাস-প্রশ্বাস আমার নাকের ওপর পড়ছিল, তারমানে ও আমার চেয়ে সামান্য লম্বা—সম্ভবত ছয়-তিন—আর ও যখন তোমাকে ডাকতে তোমার রুমে প্রবেশ করে তখন ওর মাথা দরজার ঝালরে ঠেকেনি, কিন্তু তুমি বেরিয়ে আসার সময় তোমার মাথা ঝালরে

ঠেকেছিল, তখনই আমি বুঝতে পারলাম তুমি ওর চেয়ে লম্বা—ছয় ফুট চার।

'আর বারকিপারের চেয়ে তোমার স্বাস্থ্য যে ভাল সেটা বুঝেছি তোমার ভারি পায়ের আওয়াজ শুনে, এ ছাড়া কিছুক্ষণ আগেই তুমি থুতনিতে হাত ঘষছিলে, সেই থেকে নিশ্চিত হলাম তোমার দাড়ি-গোঁফ কামানো—'

ম্যাক ব্লেয়ার অবিশ্বাস ও বিদ্রূপ মেশানো গলায় বলল, 'সবটাই তোমার অনুমান!'

'অনুমান নয়। তোমার সম্বন্ধে যা বলেছি সবটাই সত্যি। এটাকে বলে কম্পেনসেশন—আমি চোখ হারিয়েছি ঠিকই কিন্তু সে ক্ষতি পুষিয়ে দিয়েছে কান। চোখ হারানোর পর আমার শ্রবণশক্তি এত তীব্র হয়েছে যে অতি সূক্ষ্ম শব্দও এখন স্পষ্ট শুনতে পাই, ফলে একজন স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন মানুষের মতই সবকিছু চিনতে পারি। যেমন, এই মুহূর্তে তুমি যে সিগারেট রোল করছ তার কাগজটি বাদামী রঙের মোটা কাগজ। সাদা কাগজ হলে আওয়াজটা আরও নরম হত।'

ম্যাক ব্লেয়ার হালকা গলায় বলল, 'তুমি প্রতিদিনই নতুন কিছু শিখছ, খুব মজার ব্যাপার!' এরপর তার চোখের পাতা একটু সরু হলো। 'তা তোমার জন্য আমি কী করতে পারি?'

'আমি একটা কাজের আশায় এসেছি।'

'কী কাজ?'

অন্ধ যুবক ম্যাক ব্লেয়ারের কাছে এগিয়ে এল। বলল, 'আমি শুনেছি তুমি জনি রয়েডকে খুন করার জন্যে গানফাইটার খুঁজছ।'

যুবকের কথা শোনা মাত্র আমূল চমকে উঠল ম্যাক ব্লেয়ার, হাত কেঁপে গিয়ে গ্লাস থেকে বেশ কয়েক ফোঁটা মদ ছলকে পড়ল জামা-কাপড়ে। 'তুমি পাগল নাকি?' প্রায় আর্তনাদ করে উঠল সে। 'এ খবর তোমাকে কে বলেছে?'

'আমি পাগল নই,' দৃঢ় স্বরে থেমে থেমে বলল অন্ধ যুবক। 'আমি ভুল শুনিনি। কাজটার জন্যে আমাকে এক হাজার ডলার পারিশ্রমিক দিতে হবে।'

'হুঁঃ!' তীব্র শ্লেষের স্বরে বলল ম্যাক ব্লেয়ার। 'জনি বয়েডের মত ক্ষিপ্র পিস্তলবাজকে মারার জন্যে তোমার মত কানা বন্দুকবাজ ভাড়া করব? আমাকে বোকা পেয়েছ?'

অন্ধ যুবক কিছু বলল না, তার ঠোঁটের কোণে পাতলা একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল। সেই হাসির দীপ্তি ধীরে ধীরে সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু তার নিষ্প্রভ ধূসর চোখের মণি দুটো একেবারে স্থির, সেখানে স্পষ্ট নিষ্ঠুরতা। 'ম্যাক ব্লেয়ার,' অদ্ভুত ঠাণ্ডা শোনাল যুবকের গলা। 'তুমি কি আমার যোগ্যতার প্রমাণ চাও?'

ম্যাক ব্লেয়ার কেমন এক আড়ষ্ট গলায় বলল, 'প্রমাণের কী আছে? টার্গেটই যদি না দেখাতে পাও তা হলে গুলি লাগাবে কোথায়?'

অন্ধ যুবক হাসল। 'এ ঘরের ডান দিকের দেয়ালে একটা ঘড়ির আওয়াজ পাচ্ছি—ওটার পেণ্ডুলাম যখন ডান থেকে বাঁয়ে একবার দুলে আসছে তখনই শব্দটা হচ্ছে—' কথাটা শেষ করল না সে ভোজবাজির মত হঠাৎ আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় হাতে পিস্তল উঠে এল। পরপর দুটো গুলি করল সে, এতই দ্রুত মনে হলো যেন একটা মাত্র শব্দ হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে সেলুনের উপস্থিত খদ্দেরদের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন উঠল। পেণ্ডুলামের মাঝখানে পাশাপাশি দুটো ফুটো তৈরি হয়েছে—ওটা এখন আর দুলছে না।

পিস্তল খাপে পুরে ম্যাক ব্লেয়ারের দিকে ফিরল সে। 'এখনও কি সন্দেহ আছে?'

কিছুক্ষণ নীরবতা। হঠাৎ ম্যাক ব্লেয়ার তীব্র গলায় বলল, 'বেরিয়ে যাও! আর কোন দিন এখানে আসবে না!'

অন্ধ যুবক কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবল, তারপর মৃদু হেসে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

গরমে জনি বয়েড অনেকক্ষণ থেকে ছট-ফট করছে। টালির ছাদের বাড়িতে একটুও বাতাস ঢোকে না। ঘরটা বেশ ছোট। কাঠের দেয়াল। উত্তর দিকে ঘুলঘুলির মতন জানালা আছে। সেটা খোলা রাখলেও বাতাস খুব একটা ঢোকে না। কয়েকটা কটনউডের ঝোপ জানালাটাকে আড়াল করে রেখেছে।

জনি বয়েড বাঁ হাতে মুখ-চোখের ঘাম মুছে উঠে পড়ার জন্যে টেবিলের চিঠিপত্রগুলো গোছাতে শুরু করল। শেষ রাউণ্ডটা মেরে বাড়ি ফিরে যাবে সে।

সেই সময় অন্ধ লোকটি খুক্ করে কেশে ভিতরে ঢুকল। সরাসরি জনির টেবিলের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'শেরিফ আছ?'

'আমাকে?' টেবিলের অপরপ্রান্ত থেকে বিরক্তির সাথে প্রশ্ন করল জনি বয়েড।

প্রতি উত্তরে অন্ধ লোকটি দু'মুহূর্ত নীরব থেকে কণ্ঠস্বরের মালিকের চেহারাখানা একবার মনে করার চেষ্টা করল: লম্বাটে মুখ, রঙ তেমন ফর্সা নয়, রোদেপোড়া বাঁ গালে একটা কাটা দাগ!

'কী চাই?' অপেক্ষা করে শেষে অসহিষ্ণু গলায় প্রশ্ন করল জনি বয়েড।

'তেমন কিছু নয়,' একটা চেয়ার টেনে বসল অন্ধ। 'কাজে নামার আগে তোমার সাথে পরিচিত হতে এলাম।'

'তার মানে?' জনি বয়েডের স্বরে অবাক জিজ্ঞাসা আর সন্দেহ।

'ম্যাক ব্লেয়ার তোমাকে খুন করার জন্যে গানফাইটার খুঁজছে সে কথা নিশ্চয়ই জানো?'

'হ্যাঁ, জানি, অনেক দিন ধরেই ওসব বলে বেড়াচ্ছে সে।'

'আমি এক হাজার ডলারের বিনিময়ে কাজটা করে দেব।'

জনি বয়েড চমকে উঠে তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'কী বলছ তুমি?'

'এই মাত্র আমি ম্যাক ব্লেয়ারের সেলুন থেকে এলাম, তার সাথে আমার কথা হয়েছে। অন্যান্য গানফাইটারদের চেয়ে আমি কমেতেই রাজি হয়েছি, কী বলো?'

জনি বয়েড ঝট করে উঠে দাঁড়াল। 'তুমি কি এখনই আমাকে মারতে এসেছ?'

'না।' যুবকের ঠাণ্ডা নির্বিকার স্বর। জনি বয়েড বিস্মিতভাবে জিজ্ঞেস করল, 'তা হলে কী জন্যে এসেছ?'

'তোমার কাছে আমার একটা প্রস্তাব আছে, শেরিফ।' একটু থেমে দ্বিধাগ্রস্ত গলায় বলল যুবক 'ম্যাক ব্লেয়ার ও তুমি একে অপরের শত্রু, সুতরাং ইচ্ছে করলে তুমি আমায় ভাড়া খাটাতে পারো। কিন্তু এক হাজার ডলারের বেশি দিতে হবে–একটা বুলেটে কাজ সেরে দেব

শেরিফ সঙ্কুচিত গলায় বলল, 'আমার কোন ভাড়াটে বন্দুকবাজের দরকার নেই আমি একাই ম্যাক ব্লেয়ারকে সামলাতে পারব–আইন আমার পাশে আছে তুমি এই মুহূর্তে শহর ছেড়ে ভাগো।'

অজ্ঞ বন্দুকবাজ গলার স্বর শুনে বুঝতে পারল শেরিফের গলা খারাপ হয়ে উঠেছে। ওর ক্ষিপ্ত বেহুঁশ চেহারাখানা কল্পনা করে তার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল। কল্পনানেত্রে সে আরও দেখতে পেল জনি বয়েডের মুখে ভয়, বিরক্তি, রাগ, ক্ষোভ সব মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে।

সে হাসির গলায় হঠাৎ বলল, 'কী শেরিফ, একেবারে চুপসে গেলে যে?'

জনি বয়েড উত্তেজিত ভাবে বলল, 'মিস্টার, আর দুই একদিনের মধ্যেই আমি ম্যাক ব্লেয়ারকে গরু চুরির দায়ে ফাঁসিতে

ঝোলাব, আমার কাছে প্রমাণ আছে। কাজেই বন্দুকবাজ ভাড়া করার কোন প্রয়োজন নেই। তুমি এখন আসো, নইলে তোমায় আমি গ্রেফতার করব–'

অন্ধ আগের মতই হাসির গলায় বলল, 'আস্তে, মাথা গরম কোরো না, তোমার উপর আমি কোন জোর খাটাতে আসিনি।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। 'তুমি ম্যাক ব্লেয়ারের বিরুদ্ধে অভিযোগটা প্রমাণ করতে পারবে?'

জনি বয়েড একটু ইতস্তত করে বলল, 'পারব। গত কয়েক মাসের সবগুলো গরু চুরির ঘটনার সাথে ম্যাক ব্লেয়ার জড়িত।'

অল্প সময় অন্ধ বন্দুকবাজ তার ধূসর অভিব্যক্তিহীন দু'চোখের মণি বয়েডের মুখের ওপর স্থির রেখে, পা পা করে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, বলল, 'প্যান হেণ্ডেলের রাস্‌লার ট্রেইলের পাশের র‍্যাঞ্চটা কি তোমার?'

শেরিফ খুব অস্বস্তির সঙ্গে অন্ধের দিকে তাকাল, 'হ্যাঁ, ওটা আমারই–একজন ফোরম্যান দেখাশোনা করে।'

অন্ধ বন্দুকবাজ কেমন গূঢ় ভাবে হেসে বলল, 'আচ্ছা, চলি। আবার দেখা হবে।'

ওখান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় উঠে স্কুলের দিকে হাঁটতে শুরু করল বন্দুকবাজ। কেমন আলসেমির ভঙ্গিতে হাঁটতে হাঁটতে বিছুদূর এসে থেমে দাঁড়াল সে। তার কোন তাড়া নেই, কোন কাজকর্মও নেই, এখন শুধু বিপক্ষের পরবর্তী চালের জন্যে অপেক্ষা করা।

পকেট থেকে তামাক আর দেয়াশলাই বের করে সিগারেট ধরাল সে। তারপর হাঁটতে শুরু করল। কিন্তু কিছুদূর এগুতেই আবার তাকে থামতে হলো। সামনের স্কুলের গলির দিক থেকে একটা হালকা পায়ের শব্দ এদিকেই এগিয়ে আসছে। সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিল সে, তারপর কোমরের হোলস্টারে হাত রেখে রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর পদশব্দটা কাছে এগিয়ে আসতেই সে বুঝতে পারল একটি মেয়ে হেঁটে আসছে। বাতাসে হালকা পারফিউমের গন্ধ। পিস্তলের বাঁট থেকে হাত সরিয়ে নিশ্চিন্তে আবার হাঁটা শুরু করল সে। খানিকপর তাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল মেয়েটা। কিন্তু কিছুদূর গিয়ে কী মনে করে সে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল।

'কে, তুমি হ্যারি না! হ্যারি কার্টার?'

মেয়েটার ডাকে সে থমকে দাঁড়াল। তার কপালে ঈষৎ বিরক্তির রেখা ফুটে উঠল।

মেয়েটা কাছে এলে সে জিজ্ঞেস করল, 'কে?'

'আমাকে চিনতে পারছ না?'

সে অস্বস্তির সঙ্গে পাল্টা প্রশ্ন করল, 'কে তুমি?'

'আমি লরা, হ্যারি...তুমি আমায় চিনতে পারছ না?'

ওই নাম শোনা মাত্র তার শরীরে একটা শিহরণ জাগল। মুহূর্তে তার চোখের সম্মুখ হতে আট বছরের দীর্ঘ যবনিকা সরে গেল। সুন্দর বালিকার মুখশ্রী ভেসে ওঠে। কালো ডাগর চোখের লরা–প্রথম যৌবনের নেশায় যে মুখ কতবার মনে করে সে নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে–আজ এত বছর পর, ধীরে ধীরে যে মুখটা বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছিল...আবার সেই বাল্য প্রণয়ী...সেই লরাকে পেয়ে সে একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়ল। সহসা হাত বাড়িয়ে লরাকে বুকের কাছে টেনে আনল। তারপর লরার মুখখানা উঁচু করে ধরে পাগলের মত চুমু খেল সে।

'ওহ্, লরা!' দীর্ঘ চুম্বন শেষে উল্লসিত গলায় বলল সে। 'কতদিন পর আমাদের দেখা হলো, তাই না?'

'আট বছর!' লরার গলার স্বর প্রায় রুদ্ধ।

দুই মিনিট কেউ কোন কথা বলল না। এরপরে, কেমন উদাসীন দীর্ঘশ্বাস ফেলে লরা বলল, 'বড্ড দেরিতে এলে, হ্যারি।'

হ্যারি ব্যাকুল, বিভ্রান্ত গলায় বলল, 'একথা বলছ কেন, লরা?'

লরা ম্রিয়মান গলায় বলল, 'হ্যারি, আর কয়েকদিন বাদেই

জনির সাথে আমার বিয়ে হচ্ছে, কিন্তু আমি রাজি না এ বিয়েতে।'

হ্যারির মুখ থেকে হাসি মুছে গেল। কয়েক মুহূর্ত তার মুখে কথা ফুটল না। তারপর সে দুর্বল গলায় বলল, 'আমি এসে গেছি, লরা, আর তোমার ভয় নেই।'

লরা হ্যারির বাহু আঁকড়ে ধরে বলল, 'না, তুমি ওর সাথে পারবে না, হ্যারি।'

হ্যারি ম্লান হেসে বলল, 'অন্ধ বলে ভেবেছ আমি দুর্বল?'

'অন্ধ! কী বলছ তুমি, হ্যারি?' অস্ফুট শব্দ করে হ্যারির ধূসর চোখে লরা অবাক চোখ রাখে। 'কী ভাবে হলো?'

হ্যারি বিষণ্নভাবে বলল, 'বছর দুয়েক হয়...ইণ্ডিয়ানদের আক্রমণে।'

দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ।

হ্যারি নীরবতা ভেঙে দুঃখিত গলায় বলল, 'লরা, বড় ইচ্ছে হচ্ছে তোমাকে একবার দেখি!'

লরা কিছু বলল না। সে হ্যারিকে আরও জোরে শরীরের সাথে আঁকড়ে ধরল। তার দু'চোখ জলে ভরে আসছে।

অনেকক্ষণ পর হ্যারি আস্তে আস্তে লরার আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হয়ে বলল, 'তুমি এখন কী করছ, লরা?'

লরা বলল, 'এখানকার স্কুলে বাচ্চাদের পড়াই।'

হ্যারি কিছু বলার আগেই লরা আবার বলল, 'তুমি কী করছ? এতদিন কোথায় ছিলে?'

হ্যারির জবাব দেওয়া হলো না। তার আগেই আশেপাশে কয়েকটা শব্দহীন সঞ্চালন টের পেল। তৎক্ষণাৎ লরাকে পাশের স্কুল ঘরের দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, 'তাড়াতাড়ি স্কুলের ভিতরে ঢুকে পড়ো। আমি না ডাকলে বেরুবে না।'

লরা কিছু বুঝতে না পেরে বলল, 'কেন? তুমি কোথায় যাবে?'

'আহ্, সময় নষ্ট কোরো না, যা বলছি তাড়াতাড়ি করো!'

লরা একরকম অনিচ্ছার সাথেই স্কুলের দিকে পা বাড়াল।

হ্যারি উৎকর্ণ হয়ে লরার পদশব্দ মিলিয়ে যাবার পর হাঁটতে শুরু করল। এ দিকটা শহরের সবচেয়ে নির্জন এলাকা। ঘর-বাড়ি নেই। রাস্তার এ-পাশে খানিকটা ফাঁকা মাঠ মতন। অন্যদিকে দুটো আস্তাবল, তারপর একটা শীর্ণ নদী।

হন হন করে খানিকটা পথ এগুতেই হ্যারি একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনতে পেল। খুব হালকা শব্দ, মনে হলো কারা যেন দৌড়াচ্ছে। ধারে-কাছেই কোথাও ঝোপঝাড়ে একটা সড়সড় শব্দ উঠল।

হ্যারি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

চারদিকে হালকা অন্ধকার দেখতে দেখতে গাঢ় হয়ে আসছে। এখনও কাছাকাছি জিনিস চোখে পড়ে। সামান্য পর আর পড়বে না। একেবারে অন্ধকার হয়ে যাবে। কিন্তু হ্যারির কাছে রাত দিন সবই সমান। সে প্রকৃতির এই পরিবর্তনের নিয়মে, কী রাত কী দিনে, উভয় অবস্থাতেই সমান স্বচ্ছন্দ।

হ্যারি উৎকর্ণ হয়ে কিছু শোনার চেষ্টা করল। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাবার পরও আর কোন শব্দ শুনতে পেল না। কোমরে পিস্তলের বাঁটে হাত রেখে হাঁটতে শুরু করল আবার।

কিন্তু কয়েক পা এগুতে না এগুতেই আবার একবার শব্দ। তারপরই কাউহ্যাণ্ডদের গরু তাড়িয়ে নেয়ার মত টেক্সাস স্টাইলে হল্লার মতন চিৎকার। এদিকে, ওদিকে—হ্যারির চারপাশে। এর পরপরই গুলির বিকট শব্দে রাত্রির নিস্তব্ধতা চৌচির হয়ে গেল। হ্যারির মাথার হাতখানেক ওপর দিয়ে কয়েকটা বুলেট শিস কেটে বেরিয়ে গেল।

হ্যারি ঝট করে বসে পড়ে হোলস্টার থেকে পিস্তল তুলে শব্দের উৎস লক্ষ্য করে গুলি করল কয়েকটা। ওদিক থেকে কারও আছড়ে পড়ার শব্দ হলো, কেউ ঝোপঝাড়ের মাঝখান দিয়ে দৌড়ে গেল অশ্রাব্য ভাষায় খিস্তি করতে করতে। হ্যারি আরও

এক দফা গুলি ছুঁড়ে হামাগুড়ি দিয়ে রাস্তা থেকে পাশের ঢালু জমিতে নেমে গেল। তারপর সুবিধা মতন একটা জায়গা বেছে নিয়ে শত্রুর অবস্থান লক্ষ্য করে সমানে গুলি বর্ষণ করতে লাগল।

ওদিকে শত্রুপক্ষও বেশ তৎপর। ওদের দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুটে আসছে, হ্যারি একটা গুলি ছুঁড়লে বিনিময়ে ওদিক থেকে পাঁচ-ছয়টা গুলি ছুটে আসে।

প্রচণ্ড গোলাগুলির মধ্যে হঠাৎ বাবা-মায়ের কথা মনে পড়ল হ্যারির। ঘোড়দৌড়ের মত কতগুলো টুকরো টুকরো ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠেই পরক্ষণে মিলিয়ে গেল—ওয়াগনে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে...দু'জন ইণ্ডিয়ান ওর বাবা-মায়ের দিকে রাইফেল তাক করে দাঁড়িয়ে আছে, ওদের কোটরাগত দু'চোখের হিংস্র দৃষ্টিতে স্পষ্ট খুনের নেশা।

সেদিন হ্যারির চোখের সামনে ইণ্ডিয়ানরা ওর বাবা-মাকে হত্যা করে। তারপর ওর মাথায় গুলি করে অজ্ঞান অবস্থায়, মৃত মনে করে প্রেইরির বুকে ফেলে রেখে যায়। জ্ঞান ফিরে পেয়ে হ্যারি বুঝতে পারে চিরতরে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে।

হ্যারি উঠে দাঁড়িয়ে ডান দিকের একটা গুলির শব্দ লক্ষ্য করে দু'বার গুলিবর্ষণ করেই বসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ও প্রান্ত থেকে একটা তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার ভেসে এল। একটু পর কলা গাছ আছড়ে পড়ার মত একটা ভারি শব্দ হলো।

তৎক্ষণে শত্রুর অন্যান্য অবস্থান থেকে ঝাঁক ঝাঁক বুলেট ছুটে আসছে হ্যারির দিকে। কিন্তু ও ঢালু জমিতে বসে থাকায় একটা গুলিও গায়ে লাগল না। সবগুলো তীক্ষ্ণ শিস কেটে মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল। বরং বারবার অবস্থান পরিবর্তন করে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে গুলি ছুঁড়ে শত্রুপক্ষকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল হ্যারি।

আচমকা গোলাগুলি থেমে গেল। চারদিকে নীরব নিথর। শুধু বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে বারুদের উৎকট ঝাঁঝাল গন্ধ।

হ্যারি মাটি হাতড়ে একটা পাথর তুলে নিয়ে রাস্তার ওপাড়ে ছুঁড়ে মারল। পাথরটা মাটিতে পড়ার সাথে সাথে পাঁচ-ছয়টা গুলি ছুটে এল। হ্যারি আপনমনে বিড় বিড় করে বলল, 'তা হলে লড়াই এখনও শেষ হয়নি!'

খোলা পিস্তল হাতে হঠাৎ দৌড়ে রাস্তায় উঠে এল হ্যারি। তারপর খেপার মতন আশেপাশের শত্রুর অবস্থান লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলিবর্ষণ করতে লাগল।

ওদিকে গুলিবিদ্ধ হয়ে আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠল কেউ। কারা যেন আঁতকে উঠে সরে গেল। কিন্তু হ্যারির কোন দিকে খেয়াল নেই। সে বেহুঁশের মতন গুলি ছুঁড়ছে।

এমন সময় হ্যারি তার পিছনে কারও উপস্থিতি টের পেল, কোমর থেকে ছোরাটা টেনে বের করল ও, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়েই সেটা আমূল শত্রুর গলায় বসিয়ে দিল।

লোকটা চিৎকার করে উঠল, বিকট ভাবে মরণ চিৎকার। মৃত্যুর আগে আরেকবার সে একটা ধারাল ছুরির ঝিলিক দেখতে পেল, অনুভব করল তার বুকের বাঁ পাশে ধারাল ভয়ঙ্কর কী বিঁধে গেল। তারপর আর কিছুই জানতে পারল না, সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে।

ম্যাক ব্লেয়ার তার লোকজনকে পালাতে দেখে দাঁতে দাঁত পিষল। 'সবগুলো শালার কাপুরুষ! পাঁচজনে মিলে কানাটাকে ঘায়েল করতে পারল না!'

কোমরের হোলস্টার থেকে পিস্তল হাতে নিয়ে এগুতে লাগল ম্যাক ব্লেয়ার। এই উদ্যত যুবককে হত্যা করতেই হবে। এতদিনের সব পরিশ্রম শুধুমাত্র একটা লোকের জন্যে ব্যর্থ হয়ে যাবে? না, তা সে কিছুতেই হতে দেবে না। পিস্তলে তার হাত ভাল। তা হলে ভয় কীসের? সে না একজন আউট-ল দলের নেতা?

ভাবতে ভাবতে মাঠ ছাড়িয়ে আস্তাবলের কাছে এসে পড়ল ম্যাক ব্লেয়ার। চারপাশে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল। কাছাকাছি কেউ নেই। চারদিকে কেমন নিঃশব্দ!

হঠাৎ তার পিছনে অস্পষ্ট একটা শব্দ হলো। চমকে ঘুরে দাঁড়াল ম্যাক ব্লেয়ার, কিন্তু ট্রিগার টেপার সুযোগ পেল না...

খুব কাছে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিল অন্ধ লোকটা। অন্ধকারের মধ্যে এমন ভাবে মিশে দাঁড়িয়ে আছে যে ম্যাক ব্লেয়ার খানিক আগে ওর পাশ দিয়ে হেঁটে আসা সত্ত্বেও দেখতে পায়নি।

অন্ধ বন্দুকবাজ তৎক্ষণাৎ ট্রিগার টিপে ম্যাক ব্লেয়ারের দেহ ফুটো করে দিল।

মুখ থুবড়ে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ার পর ম্যাক ব্লেয়ার কিছুক্ষণ বেঁচে রইল।

'ম্যাক ব্লেয়ার?' অন্ধ তার মুখের ওপর ঝুঁকে প্রশ্ন করল।

প্রথমে ম্যাক ব্লেয়ারের মুখে কোন স্বর ফুটল না। ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল একবার, তারপর হেঁচকি তোলার মতন বলল, 'জাহান্নামে যা, কানা কোথাকার!'

'আমি নই,' শান্ত কণ্ঠে বলল অন্ধ বন্দুকবাজ। 'তুমিই কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে পৌঁছে যাবে।' ম্যাক ব্লেয়ারের মুখের উপর আরেকটু ঝুঁকে এল সে। 'আমায় তুমি মারতে চেয়েছিলে কেন, ব্লেয়ার?'

ম্যাক ব্লেয়ার কিছু বলতে যাচ্ছিল, ঠোঁট কাঁপল, কিন্তু গলা দিয়ে শব্দ বেরুল না। ছোট্ট একটা ঝাঁকুনি দিয়ে দেহটা স্থির হয়ে গেল।

অন্ধ লোকটা স্বগতোক্তির মত বলল, 'ম্যাক ব্লেয়ার, তোমাদের ফাঁকি কিছুটা আমি ধরতে পেরেছি।'

জনি বয়েড একটা স্টোভে কফি গরম করছিল, এমন সময় লরা ও অন্ধ যবক ভিতরে ঢুকল।

অন্ধ যুবক খানিকটা বিদ্রূপ মেশানো স্বরে বলল, 'সন্ধে বেলায় শহরে যে গোলাগুলি হয়েছে তার কারণ কী, শেরিফ?'

'গোলাগুলি?' বিস্মিত ভাবে বলল জনি বয়েড। 'আমি তো কোন গোলগুলির শব্দ শুনিনি!'

'বাহ্! তোমার কান দেখছি আমার চোখের মতনই বাতিল মাল...কালা! গুলির শব্দ শুনতে পাও না!'

'তোমার চোখের মতন মানে? তোমার চোখে কী হয়েছে?'

অন্ধ যুবক এবার গম্ভীর হয়ে বলল, 'জনি, ম্যাক ব্লেয়ার আমাকে হত্যার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সে ব্যর্থ হয়েছে...আমার দৃঢ় বিশ্বাস ঘটনা সম্বন্ধে তুমি সব কিছুই জানো। এতে তোমারও যোগসাজশ আছে–'

'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না! তুমি কী বলছ!'

'ভাল মানুষ সাজার চেষ্টা কোরো না, জনি। আমি এ শহরের সিটি কাউন্সিলের প্রধান টম ব্লেইনের চিঠি পেয়েই এসেছি। সে আমাকে চিঠিতে সব জানিয়েছে। তুমি সিটি কাউন্সিলের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে জোর করে শেরিফ হয়েছ।'

ঝট করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল শেরিফ। উত্তেজনায় তার মুখখানা অরুণ বর্ণ হয়ে গেছে। 'তুমি বড্ড বাজে বকছ ছোকরা।'

'আমি মোটেই বাজে বকছি না। তোমার সব ফাঁকি ধরা পড়ে গেছে। এতদিন শহরবাসীদের কাছে বলেছ ম্যাক ব্লেয়ারই এখানকার র‍্যাঞ্চগুলো থেকে গরু চুরি করেছে। কথাটি সত্যি, কিন্তু এই গরু চুরির সাথে তুমিও জড়িত আছ। তোমাদের শত্রুতা ওপর ওপর, ম্যাক ব্লেয়ার তোমাকে হত্যা করার জন্যে গানফাইটার খুঁজছে–এটাও তোমাদের একটা ভাঁওতা। ম্যাক ব্লেয়ারের সাথে দেখা করেই আমি সেটা বুঝতে পেরেছিলাম। আসলে তোমার বুদ্ধিতেই ম্যাক ব্লেয়ার র‍্যাঞ্চগুলো থেকে গরু সরিয়ে প্যানহেণ্ডেলের রাসলারদের কাছে বিক্রি করছিল। এ কাজে প্যানহেণ্ডেলের রাসলার ট্রেইলের ধারে তোমার র‍্যাঞ্চটাই ব্যবহৃত

হচ্ছিল।'

অন্ধ যুবক থেমে পকেট থেকে তামাক আর দেয়াশলাই বের করে সিগারেট ধরাল। তারপর বলল, 'তোমাদের কাজ অনেকখানি গুছিয়ে এনেছিলে, লরার সাথে তোমার বিয়েটা হয়ে গেলেই এখান থেকে ভেগে পড়তে তোমরা। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারলে না।'

'লরা,' জনি বয়েড গলার স্বর নরম করে বলল, 'তুমি ওকে বুঝিয়ে বলো, এসব সত্যি নয়।'

লরা শান্ত স্বরে বলল, 'না, ও যা বলছে সব সত্যি।'

'ঠিক আছে...' বলেই আচমকা পিস্তলের বাঁটে হাত রাখল জনি বয়েড।

জনি ক্ষিপ্র পিস্তলবাজ জানা ছিল অন্ধ হ্যারির, ওর পিস্তলের ছোবল মারার শব্দ পেয়ে বিদ্যুৎ খেলে গেল তার শরীরে। ডান দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে পিস্তল ড্র করল।

চোখ ধাঁধানো ক্ষিপ্রতায় হ্যারির হাতে তিনবার কোল্ট পিস্তলটা লাফিয়ে উঠল। তিনটি গুলির শব্দ এতই দ্রুত হলো, যেন মাত্র একটি শব্দ হয়েছে।

প্রথম গুলিটা বিঁধল জনির বুকের বাঁপাশে, দ্বিতীয়টি তার এক ইঞ্চি ওপরে এবং তৃতীয় বুলেটটি গলা ভেদ করে বেরিয়ে গেল। জনি কোন কষ্ট না পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল।

পিস্তল খাপে পুরে উঠে দাঁড়াল বন্দুকবাজ হ্যারি কার্টার। 'আমি দুঃখিত, ব্যাপারটা তোমার সামনেই ঘটল, লরা।'

লরা কিছু বলল না।

হ্যারি কাছে গিয়ে লরার কাঁধে হাত রাখল। 'আগে-পরে এটা ঘটতই...এখন চলো তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'না,' কেমন অদ্ভুত গলায় বলল লরা। 'বাড়িতে নয়, আমি তোমার সাথে যাব।'

'কিন্তু, লরা, আমার মত একজন...'

হ্যারির কথা শেষ হয়নি। লরা সহসা দু'হাতে কাঁধ আঁকড়ে ধরে চুম্বন করল তাকে। দীর্ঘ আবেগময় সেই চুম্বনে হ্যারির মনের সব দীনতা দূর হয়ে গেল। সে আরও নিবিড় করে কাছে টানল লরাকে।

আলীম আজিজ

সিংহ শিকারী

মানুষটার নাম একাধিক। কেউ বলে সিংহ বুড়ো, কেউবা টোয়েনটি-টু। তবে তার আসল নাম ব্লেড গ্র্যাণ্ড। কাজ সিংহ শিকার। একজন অফিশিয়াল লায়ন-হান্টার সে। টোয়েনটি-টু ক্যালিবারের রাইফেল দিয়ে শিকার করে বলে চালু হয়ে গেছে নামটা।

ঠিক এই মুহূর্তে টোয়েনটি-টু হুইসাক জেলার এল্‌ক হর্নে, একটি এম্পোরিয়ামের সামনে। কার্তুজ কিনছে সে। সহসাই ভারি একটা হাত মৃদু চাপড় দিল তার কাঁধে। ঘাড় ফেরাতেই ভার্গাস কাউন্টির শেরিফ জনি ফ্রাঙ্কের সাথে চোখাচোখি হলো টোয়েনটি-টু'র।

'এসে গেছ তা হলে,' নিরাসক্ত কণ্ঠ শেরিফের। 'ভালই হলো, তোমাকে খুঁজতে আর লোক পাঠাতে হচ্ছে না।'

দৃষ্টিতে বিশাল এক প্রশ্ন নিয়ে শেরিফের দিকে তাকিয়ে রইল টোয়েনটি-টু। কোন কথা বলল না।

'তোমার জন্যে একটা দুঃসংবাদ আছে, টোয়েনটি-টু।' বাঁ চোখের পাতা ঈষৎ কেঁপে উঠল শেরিফ জনি ফ্রাঙ্কের।

দৃষ্টি সরু হয়ে এল টোয়েনটি-টু'র। জীবনে অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে এসেছে সে। দুঃসংবাদ তার কাছে কোন ব্যাপার নয়। এই পড়ন্ত বয়সেও যে-কোন খারাপ খবর হজম করার মনোবল আছে তার।

প্রায় সত্তরের কাছাকাছি বয়স টোয়েনটি-টু'র। একশো বিশ পাউণ্ডের ওপর ওজন। বুড়ো দেখতে পাতলা-সাতলা হলে কী

হবে, চাবুকের মতই ধরে রেখেছে শক্তিকে। শিকারী হিসেবে টোয়েনটি-টু এ অঞ্চলে নিজেই এখন একটা প্রতিষ্ঠান। সিংহ শিকারী হিসেবে সরকারী বেতন ছাড়াও কাউন্টি বোনাস পায় সিংহের মাথাগুলোর জন্যে। একটানা তিরিশ বছর এই রোমাঞ্চকর পেশায় আছে। পয়েন্ট টু-টু ক্যালিবারের রাইফেল দিয়ে সিংহ-শিকার একসময় হাস্যকর ব্যাপার ছিল এদিককার লোকজনের কাছে। কিন্তু এই সাহসী বুড়ো বুঝিয়ে দিয়েছে, ব্লেডের মত ধারাল বুদ্ধি আর সিংহের মত সাহস থাকলে হালকা রাইফেল দিয়েও বিপজ্জনক জন্তু মারা কোন ব্যাপার নয়। শিকারের সময় অবশ্য একা বেরোয় না সে। সঙ্গে থাকে তার প্রিয় ফক্স-টেরিয়ার (একজাতের কুকুর), জিম। এমনিতে সে হাত-পা ঝাড়া মানুষ। কোন পিছুটান নেই। বাড়িতে থাকার মধ্যে আছে শুধু এক অন্ধ বন্ধু বার্নি। টোয়েনটি-টু'র চেয়ে অন্তত বছর দশেকের ছোট হবে।

আগে এমনিতে দু'জনের বেশ জানাশোনা ছিল, কিন্তু এখনকার মত ঘনিষ্ঠতা ছিল না। একটা স্বর্ণখনিতে কাজ করত বার্নি। পশ্চিমের রীতিবিরুদ্ধ নিরীহ সাদাসিধে মানুষ বলেই তার প্রতি একটা দুর্বলতা জন্মে টোয়েনটি-টু'র। কিন্তু জগতের নিয়ম বড় উল্টো। নির্বিরোধ ভালমানুষগুলোর কপালেই লেখা থাকে যত দুর্ভোগ? একদিন খনিতে ডিনামাইট বিস্ফোরণে চিরতরে দু'চোখের দৃষ্টি হারাল বার্নি। তখন টোয়েন্টি-টু পাশে গিয়ে না দাঁড়ালে কোন উপায় ছিল না তার।

এরইমধ্যে টোয়েনটি-টু'র বাড়িতে পাঁচ-পাঁচটি বছর কেটে গেছে বার্নির। অন্ধ হলেও বার্নি হাত-পা গুটিয়ে বসে বসে খায় না। এতগুলো বছরে আন্দাজের ওপর নড়েচড়ে টোয়েনটি-টু'র বাড়ির আনাচ-কানাচ নখদর্পণে এসে গেছে তার। রান্নাবান্না থেকে বাড়ির টুকটাক সব কাজই করতে পারে। দিব্যি টের পায় অনাহূত কেউ এলে। প্রয়োজনে আক্রমণও করতে পারে। মোট কথা,

বার্নির ওপর বাড়ির ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে বাইরে কাটাতে পারে টোয়েনটি-টু।

'হুঁ, কী যেন বলতে চাইছিলে?' শেরিফকে শুধাল টোয়েনটি-টু।

'আচ্ছা, বাড়ি ফিরতে কি দেরি হবে তোমার?' পাল্টা জানতে চাইল শেরিফ।

'হ্যাঁ, দিন তিনেক তো বটেই, তারও বেশি দেরি হতে পারে। হ্যাণ্ড-অভ-গড হিলে যেতে হবে। একটা সিংহের উৎপাত নাকি ইদানীং বেড়ে গেছে ওখানে। এরইমধ্যে ঘটে গেছে অঘটন।'

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপতে গিয়েও শেষমেশ ছেড়ে দিল শেরিফ। বিরস কণ্ঠে বলল, 'বদমাশ ক্যালমন্ট কাল ছাড়া পেয়েছে লা স্যালের জেল থেকে। আর ছাড়া পেয়েই সে কী করেছে, জানো?'

'কী?'

'কাল রাতে তোমার বাড়িতে হানা দিয়েছিল। ইচ্ছেমত লুঠ করেছে। আর–'

'থামলে কেন, বলো?'

'বেচারা বার্নিকে খুন করেছে বদমাশটা।'

কাউন্টারের ওপর আলতো ভঙ্গিতে রাখা টোয়েনটি-টু'র ডান হাতের পাঞ্জা মুহূর্তেই মুঠোয় পরিণত হলো। আকস্মিক শোক আর তীব্র একটা প্রতিশোধ-স্পৃহার দ্বন্দ্ব শুরু হলো তার ভেতর। তবে নিজেকে সামলে নিতে সময় লাগল না টোয়েনটি-টু'র। ধাতস্থ হয়ে শেরিফকে শান্ত কণ্ঠে বলল, 'খুলে বলো তো সব।'

'ঘণ্টা খানেক আগে লা স্যালের শেরিফ ওয়াকিসের মেসেজ থেকে সব জানতে পারি আমি,' বলল শেরিফ। 'রিও নামের কে একজন সকালে যাচ্ছিল তোমার বাড়ির পাশ দিয়ে। লোকটা নাকি রোজই এ সময় কাজে যায় ওই রাস্তা দিয়ে। আর এ সময় তোমার বাড়িতে রান্নার ধোঁয়া ওঠে কিচেন থেকে। কিন্তু আজ ধোঁয়া না দেখে কৌতূহল হয় রিও'র। সে জানে, তুমি বাড়িতে

নেই, অন্ধ বার্নি বাড়িতে একা। কাজেই তার সন্দেহ হয়, কিছু হলো কিনা বুড়োর? ভেতরে গিয়ে দেখে, মেঝেতে পড়ে আছে বার্নির মৃতদেহ। হাতে পিস্তল ধরা। একটা কুড়োলও পড়ে আছে লাশের পাশে।'

টোয়েনটি-টু'র চোখের সামনে একটা কালো পর্দা ঝট করে নেমে এসে মুহূর্তেই মিলিয়ে গেল আবার। শেরিফকে সে জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু ক্যালমন্টই যে খুনি, এর প্রমাণ কী?'

'উঠানে যে বুটের ছাপ পাওয়া গেছে, তাতে "K" ফুটে আছে। তা ছাড়া তোমার বাড়ির কাছেই যে পুরানো গ্যারেজটা, সেখানে বিলি নামের এক মেকানিক বাড়ির ওদিক থেকে আসতে দেখেছে ক্যালমন্টকে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিল বলে তাকে লক্ষ করেনি ক্যালমন্ট। কিন্তু বিলি স্ট্রীট-ল্যাম্পের আলোয় খুব ভাল করেই খেয়াল করেছে শয়তানটার গতিবিধি। রাস্তায় এসে কারও জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে ক্যালমন্ট। এমন সময় একটা গাড়ি এসে দাঁড়ায় তার সামনে। তারপর সেই গাড়িতে উঠে ক্যালমন্ট চম্পট। এবার বুঝতে পেরেছ ব্যাপারটা?'

'হুঁ।' ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল টোয়েনটি-টু। আরও কয়েক সেকেণ্ড পর আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকাল। শেরিফ পরিষ্কার বুঝল, ক্যালমন্ট মোটেও ভাল করেনি এই গোঁয়ার বুড়োকে খেপিয়ে। সত্যিই খুব খারাবি আছে তার কপালে।

সরাসরি কাউকে সান্ত্বনা দিতে অভ্যস্ত নয় শেরিফ জনি। বার্নির কথা টোয়েনটি-টু'র মন থেকে আপাতত সরিয়ে দেয়ার জন্যে অন্য প্রসঙ্গ টানল সে। বলল, 'হ্যাঁ, ভাল কথা, উইলির সাথে দেখা হয়েছিল আমার। সে তোমাকে তার বারে যেতে বলেছে।'

'হ্যাঁ, যাচ্ছি এখুনি।'

আসলে উইলির ওই ব্যাপারটার জন্যেই এখানে কার্তুজ কিনতে এসেছে টোয়েনটি-টু। দিন চারেক আগে জেভিস্টান

ভ্যালিতে গিয়েছিল সে। একটা বেয়াড়া সিংহকে অনেক কষ্টে মেরে আজই এল্‌ক হর্নে ফিরেছে। সিংহের মাথাটা যোগাড় করতে পারেনি। খাড়া পাহাড়ের একেবারে কিনারে দাঁড়িয়ে গুলি খায় সিংহটা। তারপর সোজা প্রপাত ধরণীতল। সিংহের মাথা নিয়ে অবশ্যি কোন আফসোস নেই টোয়েনটি-টু'র। একা মানুষ—এই বুড়ো বয়সে এত টাকা দিয়ে করবে কী সে? তবে পাহাড়-চষার ক্লান্তিতে শরীরটা গেছে এক্কেবারে। ভেবেছিল, লা স্যালেতে ফিরে গিয়ে অন্তত দিন কয়েক বেরোবে না বাড়ি থেকে। কিন্তু এখানে পা দিয়েই জড়িয়ে পড়তে হলো আবার শিকারের ঝামেলায়।

এখানকার বার-ডব্লিউ'র মালিক উইলি দু'দিন আগে দু'হাজার ডলারের এক তাগড়া স্ট্যালিয়নকে হারিয়েছে। উইলির কাউহ্যাণ্ড পেরেজের চোখের সামনে দিনে-দুপুরে ঘটেছে রোমহর্ষক ঘটনাটা। লেজ-কাটা এক সিংহ এসে মাত্র তিন মিনিটে ঘাড় মটকে একেবারে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে গেছে ঘোড়াটাকে। ইতোমধ্যে ওই সিংহের মাথার জন্যে পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে পাঁচশো ডলার। পুরস্কারের সিংহ শিকারের মধ্যে এক ধরনের উত্তেজনা রয়েছে। কিন্তু ক্যালমন্ট বার্নিকে মেরে পানসে করে দিয়েছে তার উত্তেজনা। টোয়েনটি-টু ওই লেজ-কাটাকে মারবে ঠিকই, তবে স্রেফ কর্তব্য পালনের জন্যে। তারপর লাগবে ক্যালমন্টের পেছনে। প্রয়োজন হলে আমৃত্যু তার পিছু নেবে বন্ধু হত্যার বদলা নিতে।

বিদায়ের সময় টোয়েনটি-টু'র মনোভাব আঁচ করে শেরিফ জনি বলল, 'কোন চিন্তা কোরো না, ওল্ড-টাইমার, তুমি নিশ্চিন্তে ওই লেজ-কাটার পিছু নিতে পারো। আমরা আছি ক্যালমন্টের পেছনে।'

'আমি কখনও কোন ব্যাপারে খুব বেশি মাথা ঘামাই না, শেরিফ,' হেঁয়ালির মত শোনাল টোয়েনটি-টু'র কথা। 'ঝটপট সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি। আমার এখন প্রথম কাজ হচ্ছে, যত দ্রুত

সম্ভব ওই লেজ-কাটাকে ঘায়েল করা।'

সিংহ-বুড়োর দ্বিতীয় কাজটা যে কী, বুঝতে আর বাকি নেই শেরিফের। মনে মনে অনুমোদন দিল সে, বাগে পেলে ছাড়বে কেন ক্যালমন্টকে? অবশ্যই নেবে বন্ধু-হত্যার বদলা।

সদ্য কেনা কার্তুজগুলো গুছিয়ে নিয়ে শিস দিয়ে পোষা কুকুরটাকে ডাকল টোয়েনটি-টু। একটু দূরে, দালানের ছায়ায় আরাম করে বসে জিভ বের করে হাঁপাচ্ছিল জিম, মনিবের চিরচেনা আহ্বানে এক লাফে উঠে ছুটে এল।

উইলি'র বারের দিকে এগোতে এগোতে চিন্তা খেলতে লাগল টোয়েনটি-টু'র মাথায়। যে সব সিংহ মনুষ্য বসতিতে এসে গরু-ঘোড়া মেরে যায়, এদের পিছু নেয়া চাট্টিখানি কথা নয়। এ ধরনের শিকারে প্রচুর বুদ্ধি খরচ করতে হয়। যদিও টোয়েনটি-টু'র সিংহ শিকারের অভিজ্ঞতা প্রচুর, কিন্তু পরিবেশ-পরিস্থিতি অনেক সময় বাগড়া দেয় এই অভিজ্ঞতায়।

সবে একটা শিকার অভিযান থেকে ফিরে এসে এমনিতেই সে ক্লান্ত, তারওপর বার্নির মৃত্যু তার অন্তরে জ্বেলে দিয়েছে প্রতিশোধের আগুন। লেজ-কাটাকে চটজলদি খতম করার একটা তাড়া অনুভব করছে সে। কিন্তু শিকারে এই তাড়াহুড়ো জিনিসটাই সবচেয়ে খারাপ। এ পর্যন্ত যতবার সিংহ শিকারে বেরিয়েছে টোয়েনটি-টু, বেশির ভাগ সময়ই বিকল্প পথ অনুসরণ করতে হয়েছে। আর বিকল্প পথে শিকার করতে গেলে তাৎক্ষণিকভাবে আবিষ্কার করতে হয় নতুন নতুন ফন্দি, দেখাতে হয় বুদ্ধির ঝিলিক। এখন এ অবস্থায় অশান্ত মগজে বুদ্ধি কতটা খেলবে কে জানে!

বার-ডব্লিউ আসলে অনেকটা জেনারেল স্টোরের মতই। একপাশে ওয়াইনের শেল্‌ফ, আরেক পাশে রকমারি বিভিন্ন শৌখিন জিনিস সাজানো। তবে উইলির আসল ব্যবসাটা গরুর। এখান থেকে মাইল তিনেক দূরে উইলির বার-ডব্লিউ র‍্যাঞ্চ। দূর-

দূরান্ত থেকে আগত গরুর পাইকারদের সাথে কথা বলার সুবিধের জন্যে এই ড্রাগ-স্টোরটা করেছে উইলি। অনেকটা এক ঢিলে দুই পাখি মারার মত আর কী।

কাউন্টারে ডান হাতের ওপর থুতনি রেখে চিন্তামগ্ন ছিল উইলি। টোয়েনটি-টু'কে দেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল। বুড়োর চেহারা কঠিন হয়ে আছে, খানিকটা বিব্রত বোধ করল উইলি। র‍্যাঞ্চার হিসেবে এই চল্লিশ বছরের লোকটি বেশ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হলেও, সিংহ শিকারী বুড়োর সামনে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে সে।

'দুঃখিত, টোয়েনটি-টু,' বিমর্ষ কণ্ঠে বলল উইলি। 'তোমাকে এসময় ডেকে আনাটা ঠিক হয়নি আমার।'

'এখানে দুঃখিত হবার কী আছে,' ভাবলেশহীন কণ্ঠ টোয়েনটি-টু'র।

'বন্ধু হত্যার বদলাকে পেছনে ফেলে তোমার কি এখন সিংহ মারতে যাওয়া ঠিক হবে?'

'অবশ্যই ঠিক হবে। কারণ এটাই আমার আসল কাজ। বার্নির ওই খুনির জন্যে রয়েছে শেরিফ আর তার পাসি।'

মনের কথাটা ঘুণাক্ষরেও উইলিকে বুঝতে দিল না টোয়েনটি-টু। উইলি খানিকক্ষণ দ্বিধা করে বলল, 'তা হলে সিংহ শিকারটাই আগে?'

'শুধু আগে নয়, এখুনি বেরোচ্ছি আমি।'

'ঠিক আছে, তুমি যা ভাল মনে করো। তবে লেজ-কাটাকে না মারা পর্যন্ত তোমার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা এখানেই করে গেলাম। আমি আবার এখুনি ফিরে যাচ্ছি র‍্যাঞ্চে।'

'ধন্যবাদ, র‍্যাঞ্চার।' খুশি হলো টোয়েনটি-টু। 'পাহাড়ে গেলে আমার প্রচুর খাবারদাবার লাগবে। তবে সুবিধেজনক জায়গা পেলে রাতে আর ফিরব না।'

'জেসন, দেখো,' কর্মচারীকে নির্দেশ দিল উইলি। 'টোয়েনটি-

টু'র যেন কোন অযত্ন না হয়।'

'সে আপনাকে ভাবতে হবে না, বস্,' র‍্যাঞ্চারকে আশ্বস্ত করল বেঁটেখাট জেসন।

'দেখি ওই ছোট বোতলটা,' শেল্‌ফ-এর একটা রেড ওয়াইনের বোতলের দিকে আঙুল তাক করল টোয়েনটি-টু।

শেল্‌ফ থেকে বোতলটা নামিয়ে কাউন্টারের ওপর রাখল জেসন। টোয়েনটি-টু বোতলটার দাম দিতে গেলে বাধা দিল উইলি। টোয়েনটি-টু শুনল না। বলল, 'কারও কাছ থেকে মাগনা কিছু খাওয়া আমার স্বভাব নয়। থাকা-খাওয়ার সুবিধেটা স্বেচ্ছায় খুশি হয়ে দিচ্ছ বলেই গ্রহণ করেছি। এখন জলদি খাবারের প্যাকেটটা দিয়ে দাও। যত শিগ্‌গির বেরোনো যায়, ততই ভাল।'

বুড়োকে না ঘাঁটিয়ে বোতলের দামটা নিয়ে নিল উইলি। জেসন বড়সড় একটা ক্যানভাসের ব্যাগে ভরে দিল রুটি আর মাংসের প্যাকেট। টোয়েনটি-টু এবার তার টাট্টু রেডের দিকে এগোল। রাস্তার পাশে একটা খুঁটির সাথে বাঁধা ঘোড়াটা। পাহাড়ে যাবার প্রস্তুতি হিসেবে আগেই কিছু মাল স্যাডলের দু'পাশে বেঁধে রেখেছে। রওনা হবার আগে শেষবারের মত পরীক্ষা করে দেখল, প্রয়োজনীয় কোন কিছু বাদ রয়ে গেল কিনা। শেষে নিশ্চিন্ত হয়ে চেপে বসল রেডের স্যাডলে। রওনা হলো জ-বোন পাসের দিকে।

ঘণ্টাখানেক ঘোড়া ছোটানোর পর খোলা আকাশের নীচে রুক্ষ প্রান্তরে চলে এল টোয়েনটি-টু। এ মুহূর্তে পূর্ণ তেজে জ্বলছে মাঝ দুপুরের সূর্য। নাকে-মুখে জ্বালা ধরানো বাতাসে রীতিমত হাঁপ ধরার যোগাড়। এরইমধ্যে আরেক বিপদ। বাঁ দিকের উঁচু পাহাড় থেকে একটা ধুলোর মেঘ উড়ে আসছে আড়াআড়ি। কিছুতেই এ থেকে নিষ্কৃতি নেই। স্কার্ফটার কথা মনে পড়ে গেল টোয়েনটি-টু'র। এম্পোরিয়ামে যাবার আগে স্কার্ফটা ধুয়ে শুকাতে দিয়েছিল এক জায়গায়। বার্নির মৃত্যু সংবাদ ভুলিয়ে দিয়েছে ওটার কথা। এখন সে নাক-মুখ ঢাকবে কী দিয়ে? পকেটের ছোট রুমালে তো

কিছুই হবে না।

তবে টোয়েনটি-টু'র ভাগ্য ভাল। বিপরীত দিক থেকে এক ঝলক দমকা বাতাস গিয়ে থামিয়ে দিল আগুয়ান ধুলোর মেঘটাকে। এবার শূন্যে কাঁপা কাঁপা তরঙ্গে তৈরি হলো মরীচিকা। যেন মেসকুইটের মাথার ওপর তারস্বরে ঘেউ ঘেউ করছে একদল প্রেয়ারি কুকুর। জিম প্রচণ্ড ভয়ে কুঁই কুঁই শুরু করে দিল।

এদিকে টোয়েনটি-টু ভাবছে অন্য সমস্যা নিয়ে। একটা কিছু হিঁচড়ে যাওয়ার দাগ ফুটে আছে নরম বালির ওপর। একদম স্পষ্ট। মানুষ কিংবা বড় কোন জন্তুর কাজ। তবে মানুষের হবার সম্ভাবনা বেশি। কারণ ট্রেইলটা এমন, যেন বিশাল কোন ঝাড়ু দিয়ে নিখুঁত সমান্তরাল রেখায় ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বালি।

'চওড়ায় ছ'ফুটের কম হবে না ট্রেইলটা,' ফিসফিস করে বলল টোয়েনটি-টু। 'কীসের ট্রেইল এটা? না খুঁজে তো স্বস্তি নেই।'

ট্রেইলটা সোজা চলে গেছে পর্বতের পাদদেশে অনুচ্চ পাহাড় শ্রেণীর সমতল মাথার ওপর দিয়ে। ঘণ্টা দুয়েক অবিরাম ঘোড়া ছুটিয়ে আকাশপানে ঠাঁই করা বিশাল এক লাল শিলাখণ্ডের সামনে এসে থামল টোয়েনটি-টু। তেষ্টায় ইতোমধ্যেই গলা শুকিয়ে কাঠ। প্রখর তাপে গরম হয়ে উঠেছে ক্যান্টিনের পানি। কিন্তু আপাতত এ দিয়েই তেষ্টা মেটাতে হবে। খানিকটা গরম পানি নিজে খেয়ে ঘোড়াকেও খাওয়াল। মিনিট দশেক জিরিয়ে নিয়ে আবার রওনা হলো ট্রেইল ধরে।

অকস্মাৎ ডান পাশের এক গ্রিজউড ঝোপ থেকে উঠে এল একটা বাজার্ড (বাজ জাতীয় বড় শিকারী পাখি)। ডানার ঝাপ্টা মেরে উড়ে গেল একেবারে টোয়েনটি-টু'র নাকের ডগা দিয়ে। রাশ টেনে রেডকে থামাল সে। ট্রেইলটা আসলে শেষ হয়েছে এই গ্রিজউড ঝোপের আড়ালেই ঘোড়া নিয়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ঝোপটার আরও কাছে চলে এল সে। একটা ছোট চার চাকার

গাড়ি উল্টে পড়ে আছে। গাড়ির পেছনে নম্বর প্লেটটা উধাও। একটা মোটা রশি বাঁধা অ্যাকসেলের সাথে। রশির শেষপ্রান্তে কায়দা করে ছোটছোট গাছের ডাল বাঁধা। ট্রেইলটা তৈরি হবার কারণ নিমিষেই আঁচ করে ফেলে টোয়েনটি-টু। চাকার দাগ মোছার বুদ্ধিটা খারাপ নয়। কিন্তু কার কাজ এটা?

শেরিফের কথা মনে পড়ে গেল টোয়েনটি-টু'র। একটা গাড়িতে করে পালিয়েছে ক্যালমন্ট। এটাই সেই গাড়ি নয় তো? রেডের স্যাডল থেকে নেমে গাড়িটার দিকে এগোল টোয়েনটি-টু। কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই একটা হুটোপুটির শব্দ চমকে দিল তাকে। পরক্ষণে গ্রিজউডের ঘন একটা জায়গা থেকে সবেগে ডানা ঝাপ্টে উড়ে গেল ক'টা বাজার্ড। ডানায় ভেসে কর্কশ কণ্ঠে ডাকাডাকি করতে লাগল ওরা। সামনে ঝুঁকে উঁকি দিতেই পা-সহ একজোড়া বুট চোখে পড়ল। ছুটে গিয়ে ঝোপটা ফাঁক করল সে। একটা লাশ পড়ে আছে। মানুষের। মাথায় ভারি কিছু দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। একেবারে থেঁতলে গেছে মাথাটা। জমাট রক্ত দেখে অভিজ্ঞ চোখে আন্দাজ করল টোয়েনটি-টু, অন্তত আধ ঘণ্টা আগে মারা গেছে লোকটা। মোটামুটি নিশ্চিত হলো সে, এই লোকটার সাথেই এদিকে এসেছে ক্যালমন্ট। হতভাগ্য লোকটা হয় না বুঝে লিফ্‌ট দিয়েছে ক্যালমন্টকে, নয়তো সে ক্যালমন্টেরই লোক—উপকার করতে এসে হয়েছে কৃতঘ্নতার শিকার লোকটার জন্যে আফসোস হলো টোয়েনটি-টু'র।

ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তাকে কবর দেয়ার কোন উপায় নেই তার। আঁধার নামলে সিংহ, নয়তো কয়োটের পেটে যাবে এই লাশ।

একটু-আধটু নয়, বেশ ঘোলাটে হয়ে দাঁড়িয়েছে পরিস্থিতি। এ মুহূর্তে দু'দুটি ভয়ঙ্কর শত্রু টেয়েনটি-টু'র সামনে। এক—লেজ-কাটা, দুই—ক্যালমন্ট। অবশ্য দু'টিই তার টার্গেট। কিন্তু একসঙ্গে দু'দু'টি শিকারকে সামলানো সহজ ব্যাপার নয়। তবে একটা দিক

দিয়ে টোয়েনটি-টু'র সুবিধের পাল্লাটা ভারি। লেজ-কাটার অপকর্মের কথাটা খুব সম্ভব জানে না ক্যালমন্ট। জানলে এদিকে আশ্রয় নিতে আসত না। এদিক দিয়ে লেজ-কাটার খপ্পরে পড়ার ঝুঁকি ক্যালমন্টেরও ষোলোআনাই আছে। তা ছাড়া সিংহের ব্যাপারে সে যতটা অভিজ্ঞ, তুলনায় ক্যালমন্টের দশভাগের একভাগ জ্ঞানও আছে কিনা সন্দেহ।

ইতোমধ্যে তেজ কমে এসেছে সূর্যের। দুপুরে কিছুই খাওয়া হয়নি টোয়েনটি-টু'র। ঘোড়া আর কুকুরটাও অভুক্ত। ক্ষুধা আর ক্লান্তিতে শরীরটা ভেঙে আসতে চাইছে তার। ঢাল থেকে উঠে এসে একটা কটনউড গাছের নীচে বসে রুটি আর মাংস খেয়ে নিল সে। কুকুরটাকেও ছুঁড়ে দিল কয়েক টুকরো মাংস। ঘোড়াটাকে দিল সাথে করে আনা গমের ভুসি।

খাওয়ার পর হাত-পা ছড়িয়ে খানিকটা বিশ্রাম নিল সে। তবে সদা সতর্ক চোখ ঠিকই নজর রাখল শেষ বিকেলের রক্তিম আলো ছড়িয়ে পড়া সামনের নীল পাহাড়ের ওপর। ওদিকেই নাকি পালিয়ে গেছে লেজ-কাটা সিংহটা।

টোয়েনটি-টু হিসেব করে দেখল, সময় যা আছে, তাতে দিন ফুরোবার আগে কোনভাবেই লোকালয়ে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। বরং আঁধারে পথ চলতে গেলে মাংসাশী হিংস্র প্রাণীর অতর্কিত হামলার সম্ভাবনা আছে। কাজেই রাতটা যেভাবেই হোক এই পাহাড়ে কাটাতে হবে। আর আঁধার নামার আগেই খুঁজে নিতে হবে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ আশ্রয়। তা ছাড়া কাঠও যোগাড় করতে হবে রাতভর আগুন জ্বালানোর জন্যে। তবে সবার আগে আন্দাজ করতে হবে দুই শত্রুর অবস্থান। ক্যালমন্টের যেহেতু আত্মগোপনের তাগিদ আছে, কাজেই দুর্গম জায়গা বাছাই করাটাই তার পক্ষে স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে উঁচু শৈলশ্রেণী ঘেরা বোল্ডারের আড়াল তার জন্যে অধিকতর নিরাপদ। ক্যালমন্ট যদি সত্যি তাই করে থাকে, তা হলে এখান থেকে অন্তত মাইল

তিনেক দূরে আছে সে। টোয়েনটি-টু যদিও সিংহ-বিশেষজ্ঞ, এরপরেও সিংহের গতিবিধি সম্পর্কে আগাম কিছু বলা মুশকিল। সাধারণত একটা শিকারকে ঘায়েল করার পর আগে পরিতৃপ্তির সাথে ভোজন পর্বটা সেরে নেয় তারা। তারপর চলে যায় জলাশয়ের ধারে। কিন্তু লেজ-কাটা উইলির স্ট্যালিয়নটাকে ঘাড় মটকালেও ওটার মাংস দিয়ে উদরপূর্তির সুযোগ পায়নি। কাউবয়দের তাড়া খেয়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে। তা ছাড়া ঘটনাটা যেহেতু দু'দিন আগের, কাজেই জলাশয়ের ধারে ওটাকে না পাওয়ারই কথা। তবে টোয়েনটি-টু'কে এখুনি একবার পানির কাছে যেতে হবে। ক্যান্টিনে এক ফোঁটা পানিও নেই।

রেডের স্যাডলে সওয়ার হয়ে সবচে' কাছের ওয়াটার-হোলটার দিকে এগোল টোয়েনটি-টু। মিনিট পাঁচেক লাগল শান্ত জলাশয়টার কাছে পৌঁছুতে। জায়গাটা সুন্দর। এর আগেও বহুবার এসেছে টোয়েনটি-টু। বাদামী স্বচ্ছ পানি জলাশয়ের। তিনদিকে ছোট ছোট জুনিপার গাছ দিয়ে ঘেরা। একদিকে বিশাল দুটো বোল্ডারের মাঝ দিয়ে প্রশস্ত একটা ক্যাট্‌ল-ট্রেইল এসে মিশেছে পানিতে। এই ট্রেইল ধরেই এসেছে টোয়েনটি-টু। রেডকে খোলা ট্রেইলের ওপর রেখে জলাশয়ের প্রান্তে চলে এল সে। কোমর থেকে ক্যান্টিনটা খসিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল পানির ধার ঘেঁষে। কিন্তু যেই ক্যান্টিনটা পানিতে ডোবাল, নিমিষেই ঘটে গেল অঘটন।

জলাশয়ের টলটলে পানিতে গোধূলির কালচে লাল রঙ মাখা আকাশের পটভূমিতে সহসাই হাজির হলো প্রকাণ্ড এক কালো ছায়া। টোয়েনটি-টু কিছু বুঝে ওঠার আগেই তার মাথাটা টুপ করে ডুবে গেল পানিতে। শক্তিধর একটা হাত প্রবলভাবে চেপে ধরেছে মাথাটা। একই সঙ্গে তার বাঁ-হাতটাও বেকায়দাভাবে মুচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে পিঠের ওপর। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই অক্সিজেনের তীব্র অভাব অনুভব করল টোয়েনটি-টু। ফুসফুস বিদীর্ণ হবার

উপক্রম হয়েছে। কপাকপ গিলে ফেলল তিন-চার ঢোক পানি। সহসাই চুলের মুঠিতে পড়ল হ্যাঁচকা টান। ভুশ করে পানি থেকে উঠে এল মাথা। লম্বা করে দম নিতে গিয়ে প্রবলভাবে কাশতে শুরু করল সে। ধাতস্থ হবার আগেই এলোপাতাড়ি ক'টা ঘুসি খেল মুখে। ঠোঁট ফেটে রক্ত গড়াতে লাগল। চোখের সামনে আঁধার হয়ে এল পৃথিবী।

জ্ঞান ফেরার পর নিজেকে একটা মেসকুইটের ঝোপের নীচে খুঁজে পেল টোয়েনটি-টু। আঁধার নামতে এখনও কিছুটা দেরি। কাজেই খুব বেশিক্ষণ সংজ্ঞাহীন থাকতে হয়নি তাকে।

টোয়েনটি-টু পড়ে আছে চিৎ হয়ে। হাত দুটো পিঠের নীচে বাঁধা। রক্তভরা মুখে কিচ্‌কিচ্ করছে বালি। ভয়ানক বমি আসছে। ঝোপের বিপরীত দিকে পাশ ফিরে কোনরকমে অসুস্থ ভাবটাকে সামাল দিল সে। থু করে থুতুর সাথে রক্ত মেশানো বালি ছুঁড়ল দূরে। পরক্ষণেই একটা বিশাল ধড়ের ওপর স্থির হয়ে গেল তার চোখ দুটো। লোকটা বাঁ হাতের ওপর মাথা রেখে আয়েশ করে শুয়ে আছে এদিকে ফিরে। গভীর মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করছে তাকে। এক নজর দেখেই মানুষরূপী গরিলাটাকে চিনে ফেলল টোয়েনটি-টু। এই সেই বার্নির হত্যাকারী, নরপিশাচ ক্যালমন্ট।

লম্বায় নির্দ্বিধায় ছ'ফুট ছাড়িয়ে যাবে দৈত্যটা। তার পেশল দেহের বিশেষত্ব হচ্ছে, চওড়া কাঁধ আর পরিষ্কার করে কামানো ন্যাড়া মাথা। ঘাড় নেই বললেই চলে। মাথাটা যেন অন্য কোথাও থেকে কেটে এনে বসানো হয়েছে দু'কাঁধের মাঝখানে। এজন্যেই প্রস্তর যুগের মানুষ মনে হয় তাকে।

'কী রে বেজন্মা,' বিচ্ছিরি গাল ঝেড়ে খেঁকিয়ে উঠল ক্যালমন্ট। 'আমার পিছু নিয়েছিলি কেন?'

'আমি তোমার পিছু নিইনি,' শান্ত কণ্ঠে সত্যি কথাই বলল টোয়েনটি-টু। 'আমি এখানে এসেছি একটা লেজ-কাটা সিংহ

মারতে, বার-ডব্লিউ র‍্যাঞ্চের দু'হাজার ডলারের একটা স্ট্যালিয়ন মেরেছে ওটা।'

'মিথ্যে বলার আর জায়গা পাও না, বুড়ো!' তীব্র অবিশ্বাস নিয়ে উঠে দাঁড়াল ক্যালমন্ট। 'বন্ধু-হত্যার বদলার কথা ভুলে তোমার মত সেয়ানা বুড়ো এখানে আসবে সিংহ মারতে! ভালই বুদ্ধু ঠাওরেছ আমাকে।'

'যা সত্যি তাই বললাম, বিশ্বাস করা না করা—সেটা তোমার ব্যাপার।'

'নরকে যা, বুড়ো! নরকে যাক্ তোর সত্যি কথা! তবে তুই আসাতে কিন্তু একেবারে খারাপ হয়নি আমার। দেখি, তোর ঘোড়ার পিঠে কী আছে?'

টোয়েনটি-টু কোন জবাব দিল না। শয়তানটার সাথে কথা যত কম বলা যায়, ততই ভাল। আরেকটা খুনের জন্যে মুখিয়ে আছে হারামিটা। সামান্য ছুঁতোয় গুলি করে বসতে পারে। কাজেই হাত-বাঁধা নিরুপায় অবস্থায় তার কথায় যতটা সম্ভব তাল দিয়ে চলাই ভাল।

রেডের দিকে এগোতে গিয়ে আবার ফিরে এল ক্যালমন্ট। টোয়েনটি-টু'র দিকে তাকিয়ে নোংরা হাসি ছাড়ল। 'আরে, তোর পকেটগুলোই তো এখনও হাতড়ে দেখা হয়নি!'

'দেখো।'

খচর-মচর করে তল্লাশি চালিয়ে দু'মিনিটেই টোয়েনটি-টু'র পকেটগুলো সাফ করে ফেলল খুনিটা। দেয়াশলাই, টোব্যাকো, ডলার, কয়েন, রুমাল, জ্যাক-নাইফ—সবই একে একে বিছিয়ে রাখল একটা শিলাখণ্ডের ওপর। শুধু রেড ওয়াইনের ছোট বোতলটা রেখে দিল হাতে। বোতলের মুখটা খুলে প্রথমে ঘ্রাণ নিল সে। আবার এক টুকরো কদর্য হাসি ফুটল তার নোংরা ঠোঁটে।

'উফ্, এ সময় তুলনা হয় না এ জিনিসের!' গদগদ ভাব

প্রকাশ করেই বোতলটা উপুড় করে ধরল হাঁ করা মুখের ওপর। ঘোঁৎ ঘোঁৎ বিচিত্র আওয়াজ তুলে মুহূর্তেই খালি করে ফেলল বোতলটা। শূন্য বোতলটা একদিকে ছুঁড়ে দিয়ে শার্টের আস্তিনে ঠোঁট মুছল সে। তারপর তৃপ্তির একটা ঢেকুর ছেড়ে এগোল রেডের দিকে।

কুকুর জিমের মত ঘোড়া রেড অতটা চালাক-চতুর নয়। মনিবের ওপর হামলা হওয়ার পর থেকে বিপদ টের পেয়ে আত্মগোপন করেছে কুকুরটা। আশপাশে কোথাও দেখা যাচ্ছে না ওটাকে। তবে টোয়েনটি-টু ভাল করেই জানে, সুযোগ মত ঠিকই সাহায্য পাওয়া যাবে প্রভুভক্ত কুকুরটার। কিন্তু রেড বোকাটা পালাল না কেন?

মনিব যে মার খেয়ে পড়ে আছে সটান, এ নিয়ে যেন বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই টাট্টু ঘোড়াটার। বরং সে পেছনের ঠ্যাঙ একটা আলগা করে দিয়ে ঝিমাচ্ছে নিশ্চিন্তে।

পিঠের বোঝায় হ্যাঁচকা টান পড়তেই তন্দ্রা ছুটে পালাল রেডের। বিশালদেহী লোকটাকে দেখে ঘাবড়ে গেল সে। এতক্ষণে তার পালানোর বুদ্ধি গজাল মাথায়। কিন্তু ক্যালমন্ট বড়ই ধূর্ত। ঘোড়াটার মতলব নিমেষেই আঁচ করে চূড়ান্ত রকমের নির্দয় হয়ে উঠল। রেড দৌড় দেয়ার আগেই ইস্পাতের পাত লাগানো ডান পায়ের বুট দিয়ে সবেগে লাথি হাঁকাল ওটার এক পায়ের ওপর। অব্যর্থ কিক্। একেবারে জয়েন্টে গিয়ে লাগল। মড়াৎ করে ভেঙে গেল ঘোড়ার সামনের ডান পা-টা। পরমুহূর্তে পড়ে গেল হুমড়ি খেয়ে। আর্তনাদ করতে লাগল বিকট সুরে।

'বাস্টার্ড!'—প্রিয় রেডের দুরবস্থা দেখে অজান্তেই মুখ থেকে খিস্তি বেরিয়ে এল টোয়েনটি-টু'র। পরক্ষণে সে উপলব্ধি করল, বিরাট একটা ভুল হয়ে গেল। কিন্তু ক্যালমন্ট খেপে গিয়ে চড়াও হলো না তার ওপর। শুধু এক পলক তাকাল শীতল দৃষ্টিতে।

তারপর ধীরে সুস্থে তুলে নিল নিজের রাইফেলটা। মাথা বরাবর গুলি করে চিরতরে শান্ত করে দিল নিরীহ ঘোড়াটাকে।

কল্পনায় বার্নির মৃত্যু-দৃশ্যটা পরিষ্কার দেখতে পেল টোয়েনটি-টু। ঠিক এমনি করেই বেঘোরে প্রাণ দিয়েছে বেচারা বার্নি। প্রতিশোধের আগুনটা উস্কে উঠল আবার। দীর্ঘশ্বাসটা চেপে গিয়ে নিঃশব্দে দাঁতে দাঁত পিষল সে। ক্ষমা নেই—ক্ষমা নেই তোর, নরকের কীট ক্যালমন্ট!

টোয়েনটি-টু'র চুলের মুঠি ধরে শোয়া থেকে দাঁড় করাল বদমাশটা। মুখ বিকৃত করে বলল, 'গালি দাও—না? এর বিচার পরে হবে। আগে মালবাহী গাধার কাজটা তোমাকে দিয়ে করিয়ে নিই, বাছাধন।'

মৃত রেডের স্যাডলের দু'পাশে বাঁধা বোঁচকা-বুঁচকি থেকে ময়দা, কফি, বেকন—এসব দরকারী জিনিস বেছে নিল ক্যালমন্ট। তারপর সমস্ত জিনিস আলাদা একটা ক্যানভাসের ব্যাগে ভরে সেটাকে রুকস্যাক বানাল স্যাডল থেকে ল্যাটিগো কেটে নিয়ে। বোঝাটা এবার নিশ্চিন্তে টোয়েনটি-টু'র পিঠে চাপিয়ে দিয়ে বদমাশটা বলল, 'এবার ট্রেইল ধরে রওনা হয়ে যাও, গর্দভ। মনে রেখো, কোন রকম চালাকির চেষ্টা করলে এক কান দিয়ে গুলি ঢুকে বেরিয়ে যাবে আরেক কান দিয়ে।'

ভারি বোঝাটা নিয়ে ক'পা এগিয়ে যেতেই মাথাটা বোঁ করে ঘুরে উঠল টোয়েনটি-টু'র। মেসকুইটের ঝোপটা কোনরকমে খামচে ধরে ভারসাম্য সামলে নিল সে। পেছন থেকে খিক্‌খিক্ করে কুটিল আনন্দ প্রকাশ করল ক্যালমন্ট। পরক্ষণে সে খেঁকিয়ে উঠল মড়াখেকো জন্তুর মত, 'আগে বাড়, বুড়ো হাবড়া! নইলে কিন্তু পোঁদে লাথি দেব!'

মনে মনে ক্যালমন্টকে জঘন্য ক'টা গাল ঝেড়ে রওনা হলো টোয়েনটি-টু। পঞ্চাশ পাউণ্ডের কম হবে না পিঠের বোঝাটা। এই ভারি বোঝা নিয়ে মধ্য অ্যারিজোনার ট্রেইল ধরে যাওয়া স্রেফ

নরক-যাত্রার সমান।

কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলাই হচ্ছে সিংহ-বুড়ো টোয়েনটি-টু'র কাজ। ক্যালমন্টের ভর্ৎসনা আর অশ্লীল গালিগালাজ হজম করতে করতে ঠিকই ভারবাহী পশুর মত এগিয়ে চলল সে। পিঠের ভারি বোঝাটা শিরদাঁড়ার গাঁটগুলোতে টনটনে একটা ব্যথা ছড়াতে ছড়াতে একসময় অবশ করে দিল অনুভূতি। এদিকে পেছনে বাঁধা হাত দুটোতে যেন ক্রমেই কেটে বসছে দড়ি। চামড়া ছড়ে গিয়ে জ্বালা করছে ওখানটায়। শার্টের কলারের নীচে গোপন পকেটে রাখা ভ্যালেরিয়ানের শিশিটার কথা মনে পড়ে গেল টোয়েনটি-টু'র। জিনিসটা যদিও বিশেষ কাজের জন্যে নিয়ে আসা, কিন্তু ক্ষতের জন্যে মহৌষধ এই সর্বরোগহর গুল্মের রস। হাতের ছড়ে যাওয়া জায়গাটায় লাগালে খানিকটা আরাম হত। কিন্তু আপাতত সে উপায় নেই।

উল্‌ফ মেসায় রাত কাটাবে বলে ঠিক করল ক্যালমন্ট। সমতল থেকে খাড়া তিরিশ ফুটের মত উঁচু জায়গাটা। প্রান্তে রয়েছে একটি রিমরক। সমতল এই মেসাটি মেসকুইট আর মেড্রোনো দিয়ে ঘেরা। ওদিকে রিমরকের নীচে ক্যাট্‌স-ক্ল, মেসকুইট আর বুনো সব্জির লতাপাতার এক বিশাল জঞ্জাল।

পিঠ থেকে বোঝাটা নেমে যেতেই টন্‌টনে ব্যথাটা আবার ফিরে পেল টোয়েনটি-টু। তবু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, শয়তানটা শেষ পর্যন্ত এই নরক যন্ত্রণা থেকে ক্ষণিকের জন্যে হলেও রেহাই দিয়েছে তাকে। অন্তত এই রাতটুকুর জন্যে নিশ্চিন্ত।

কিন্তু ক্যালমন্ট সহজে নিস্কৃতি দেয় না কাউকে। সে বোঁচকা থেকে দড়ি খুলে টোয়েনটি-টু'র পা দুটো খুব শক্ত করে বাঁধল। তারপর ধাক্কা মেরে ভরা বস্তার মত ধপাস্ করে ফেলে দিল তাকে। এবার সে নিশ্চিন্তে বসে গেল আগুন তৈরিতে।

ইতোমধ্যে সন্ধে নেমে গেছে। পশ্চিম দিগন্তে একসারি নীলচে-কালো মেঘের আড়ালে অস্ত গেছে সূর্য। গোধূলির রঙ মুছে

গিয়ে ধোঁয়াটে একটা আলো ফুটে আছে চারদিকে। ঠিক এমন সময় দূরে, জুনিপারের এক ঘন ঝোপের আড়াল থেকে বিকট গর্জন উঠল। কলজেতে কাঁপ ধরানো দীর্ঘ প্রতিধ্বনি ভেঙে খান খান হয়ে গেল চারদিকে। আগুন জ্বালানোর জন্যে জ্বালানির ক্যানটা সবে খুলেছিল ক্যালমন্ট, সিংহের গর্জনে বিচ্ছিরিভাবে কেঁপে গেল তার হাত। বেশ কিছুটা তেল পড়ে গেল ক্যান থেকে। ক্যানটা রেখে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল সে।

'এই ব্যাটা, সিংহ-বুড়ো,' তেজ দেখাতে চাইলেও কণ্ঠস্বরে জোর ফুটল না ক্যালমন্টের। 'কত দূরে আছে সিংহটা?'

'খুব বেশি দূরে বলে মনে হচ্ছে না।'

টোয়েনটি-টু'র কথা শেষ হতে না হতে আবার শোনা গেল সিংহের ডাক। আগের চেয়ে তীক্ষ্ণ। নিস্তব্ধ চরাচরে করুণ একটা হাহাকারের মত ছড়িয়ে পড়ল প্রতিধ্বনি।

টোয়েনটি-টু তার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে বলল, 'শিগ্‌গির আগুন জ্বালতে হবে আমাদের। আর দ্রুত যোগাড় করতে হবে প্রচুর কাঠ। যেন সারা রাত জ্বলে আগুনের কুণ্ডটা। আমাদের গন্ধ পেয়েছে সিংহটা। রক্তের নেশায় অস্থির হয়ে উঠেছে ওটা।'

সিংহ-বুড়োর কথা উড়িয়ে দিতে পারল না ক্যালমন্ট। সত্যি সত্যিই ভয় পেল সে। আগুন জ্বেলে রাইফেল নিয়ে কাঠ যোগাড়ের জন্যে তৈরি হলো।

দৈত্যটার শুকনো চেহারা সাহস এনে দিল টোয়েনটি-টু'র মনে। এ মুহূর্তে আর যাই হোক, সহজে রক্তপাত ঘটাতে চাইবে না সে।

'আমাকে একটু পানি দাও, ক্যালমন্ট,' বলল টোয়েনটি-টু। 'তেষ্টায় ফেটে যাচ্ছে বুকটা!'

টোয়েনটি-টু'র দিকে একদৃষ্টে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থেকে কী যেন ভাবল ক্যালমন্ট। তারপর নিঃশব্দে ক্যান্টিনটা নিয়ে অল্প

একটু পানি ঢালল তার মুখে। ক্যান্টিনের মুখটা বন্ধ করতে গিয়েও শেষমেশ কী মনে করে করল না। এক চিলতে কুটিল হাসি ফুটল তার ঠোঁটে। ডান পায়ের বুট দিয়ে তাচ্ছিল্যের সাথে উপুড় করল টোয়েনটি-টু'কে। তারপর তার হাতের ছড়ে যাওয়া ক্ষতের ওপর ঢেলে দিল খানিকটা পানি। রক্ত জমে ছিল ওখানটায়। পানি পেয়ে তীব্র হয়ে উঠল জ্বালাটা। রীতিমত ককাতে শুরু করল টোয়েনটি-টু। আর শয়তান ক্যালমন্ট খ্যাক্ খ্যাক্ করে কুৎসতি হাসি ছাড়তে ছাড়তে রওনা হলো কাঠ যোগাড় করতে।

জুনিপারের অন্ধকার বেষ্টনীর আড়ালে ক্যালমন্ট অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল টোয়েনটি-টু। তারপর নিজেকে মুক্ত করার সুবর্ণ সুযোগটাকে কাজে লাগানোর জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল। আশপাশে অসংখ্য শিলাখণ্ড পড়ে আছে। বেশির ভাগ শিলাখণ্ডেই রয়েছে খাঁজকাটা ধারাল প্রান্ত। ওগুলোর কোন একটি দিয়ে ছুরির কাজ চালাতে হবে। শরীরটাকে এঁকিয়ে-বেঁকিয়ে অনেক কসরৎ করে একটা শিলাখণ্ডের কাছে পৌঁছুল টোয়েনটি-টু। ক্যালমন্ট হাতের বাঁধন ভিজিয়ে দেয়ায় অবশ্যি ভালই হয়েছে বলা যায়। টোয়েনটি-টু'র জন্যে শাপেবর হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্যাপারটা। কারণ শিলাখণ্ডে ঘষে ঘষে কাটতে সুবিধে হবে ভেজা রশি।

তিনটে মিনিট প্রবল উত্তেজনার ভেতর দিয়ে কাটল টোয়েনটি-টু'র। পাথরের ধারাল প্রান্তে লেগে কয়েক জায়গায় কেটে গেল দু'হাতের কব্জি। কিন্তু কষ্টটা সার্থক হলো তার। হাত দুটো মুক্ত হতেই দ্রুত খুলে ফেলল পায়ের বাঁধন। তারপর ক্যালমন্ট যেভাবে ফেলে রেখেছিল, ঠিক সেভাবে বন্দির ভান ধরে পড়ে রইল।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ফিরে এল ক্যালমন্ট। ডান হাতে রাইফেল, বাঁ হাতটা কাঁধের ওপর চেপে ধরেছে এক বোঝা

শুকনো কাঠ। এই পাহাড়ী এলাকায় সচরাচর মানুষের পা পড়ে না বলে শুকনো কাঠের অভাব হয় না কখনও। তবে ক্যালমন্টের সংগৃহীত কাঠ সারারাতের জন্যে অপর্যাপ্তই মনে হলো। কিন্তু সারারাতের চিন্তা পরে, আগে–ঠিক এই ক্ষণটিতে একমাত্র চিন্তা হচ্ছে, ক্যালমন্টকে কাবু করা।

কাঠের বোঝাটা আগুনের পাশে ফেলে দিয়ে টোয়েনটি-টু'র দিকে একবার তাকাল ক্যালমেন্ট। বুড়োকে আগের মতই পড়ে থাকতে দেখে নিশ্চিন্ত হলো সে। তারপর রাইফেলটা রেখে দিয়ে উপুড় হলো অগ্নিকুণ্ডে কয়েক টুকরো কাঠ ছেড়ে দিতে। এরকম একটি সুযোগের জন্যেই অপেক্ষা করছিল সিংহ-বুড়ো। অসম্ভব ক্ষিপ্রতায় তড়াক করে উঠে পড়ল সে। ক্যালমন্ট কিছু বুঝে ওঠার আগে ঝেড়ে এক লাথি হাঁকাল তার পাছায়। ডিগবাজি ছাড়া এই ধকল কাটানোর কোন উপায় ছিল না ক্যালমন্টের। খুব একটা আঘাত সে পেল না ঠিকই, কিন্তু উঠে দাঁড়িয়েই দেখতে হলো দৃশ্যপটের নাটকীয় পরিবর্তন। তার সামনে মাত্র ফুট দশেক দূরে ভোজবাজির মত খাড়া সিংহ-বুড়ো। হাতে তার সেই অতি প্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র, যার জন্যে খেতাব জুটেছে টোয়েনটি-টু। রাইফেলটার নল ক্যালমন্টের পেট বরাবর তাক করা।

'হাত তোলো, ক্যালমন্ট,' স্বভাবসুলভ উত্তেজনাহীন শান্ত কণ্ঠে আদেশ করল টোয়েনটি-টু।

'হাত তোলাটা কি খুব জরুরি!' বাঁকা হেসে ব্যঙ্গ করল ক্যালমন্ট। হাত তোলার কোন লক্ষণ নেই তার।

নির্দ্বিধায় গুলি করল টোয়েনটি-টু। ডান হাতের কব্জিতে মুহূর্তেই একটা গর্ত তৈরি হলো ক্যালমন্টের। প্রচণ্ড বিস্ময়ে আর্তনাদ করতে ভুলে গেল সে। প্রয়োজনে এই রোগা-পাতলা বুড়ো যে এতটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে, বিশ্বাসই হচ্ছে না তার।

'না, হাত তোলাটা খুব জরুরি নয় এখন,' টিটকারির সুরে

বলল টোয়েটি-টু 'এরচে' বরং জরুরি হচ্ছে, আমি যা যা বলব, সব লক্ষ্মী ছেলের মত পালন করে যাওয়া। একটু চালাকি করতে গেলেই বাঁ হাতের কব্জিটাও অকেজো করে দেব।'

মোটা ধারায় রক্ত গড়াচ্ছে ক্যালমন্টের কব্জির ফুটো থেকে। অসহ্য যন্ত্রণা যেন চিবিয়ে খাচ্ছে পুরো হাতটাকেই। এরই মধ্যে 'উহ্-আহ্-গেছিরে' শুরু হয়ে গেছে ক্যালমন্টের। টোয়েনটি-টু ওসব গ্রাহ্য না করে আবার হুকুম করল, 'উপুড় হয়ে সটান মাটিতে শুয়ে পড়ো, বাছা!'

আবার গুলি খাওয়ার ভয়ে সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়ল ক্যালমন্ট। টোয়েনটি-টু যেভাবে আদেশ করেছে, ঠিক সেভাবে।

'এবার হাত দুটো পেছনে নিয়ে যাও।'

তাই করল ক্যালমন্ট। টোয়েনটি-টু'র এক গুলিতেই যেন সব অবাধ্যতা ঝরে গেছে তার।

মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না করে পায়ের সেই রশিটা দিয়ে কষে পিঠ মোড়া করে ক্যালমন্টকে বাঁধল টোয়েনটি-টু। কব্জির অবর্ণনীয় ব্যথায় পাগলের মত আচরণ শুরু করে দিল ক্যালমন্ট। একবার বুড়োর পায়ে পড়ে তো, আরেকবার ঝেড়ে দেয় অভিশাপ।

'চোপরাও শয়তান!' অসহ্য হয়ে শেষে গর্জে উঠল টোয়েনটি-টু। 'বার্নিকে মারার সময় মনে ছিল না, এরকম অবস্থা তোরও হতে পারে?'

'সে আমাকে মারতে বাধ্য করেছে। বাড়িতে ঢুকতেই সে পিস্তল তাক করে আমার দিকে। অন্ধ হলেই কি, ব্যাটা একটা পাজির পা ঝাড়া!'

'নরকে যা শয়তান! বার্নি জীবনে কখনও কারও ক্ষতি করেনি। ওই নিরীহ মানুষটাকে মেরে আমাকে আহত সিংহের মতই খেপিয়ে তুলেছিস তুই। এর শাস্তি তোকে পেতেই হবে।'

কুঁই কুঁই কুঁই! প্রিয় কুকুরটার আদুরে গলার ডাক মনোযোগ

কেড়ে নিল টোয়েনটি-টু'র। অন্ধকারে জ্বলজ্বল করা এক জোড়া সবুজ আলোর দিকে তাকিয়ে আমন্ত্রণ জানাল সে, 'আয়, জিম। আর কোন ভয় নেই তোর।'

মনিবের কাঙ্ক্ষিত ডাকে ছুটে এল জিম। দ্রুত লেজ নাড়তে নাড়তে পা শুঁকতে লাগল তার। নিচু হয়ে প্রিয় কুকুরটার মাথায় হাত বোলাতে গেল টোয়েনটি-টু, আর এটাই হলো তার কাল। শোয়া থেকেই একটা পা সটান চরকির মত ঘুরিয়ে আনল ক্যালমন্ট। ভারী পুরুষ্টু পা-টা সবেগে লাগল এসে টোয়েনটি-টু'র দু'পায়ের গোড়ালিতে। পরক্ষণে ভারসাম্য হারিয়ে সে চিৎপটাং। এবং উঠে দাঁড়ানোর আগেই অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় উঠে পড়ল ক্যালমন্ট। ধাঁই করে পা চালাল সিংহ-বুড়োর বুক বরাবর। আশপাশের মেড্রোনো আর গ্রিজউডের ডালপালা খামচে ধরে নিজেকে সামলানোর খুব চেষ্টা করল টোয়েনটি-টু। কিন্তু কাজ হলো না, স্খলিত পায়ে দ্রুত পিছিয়ে এসে ধাক্কা খেল রিমরকে। পরক্ষণে শূন্যে উড়ে গেল তার হালকা দেহটা। জিম করুণ আর্তনাদ ছেড়ে দুঃখ প্রকাশ করল মনিবের জন্যে। আর ক্যালমন্ট কান পেতে রইল একটা পতনের ভোঁতা আওয়াজ শোনার জন্যে।

ঠকাস্!—যতটা আশা করেছিল, তারচে' একটু বেশিই শোনাল টোয়েনটি-টু'র পতনের শব্দটা ইতোমধ্যে কুকুরটা দৌড়াতে শুরু করেছে নীচের দিকে। নির্বোধ প্রাণীটার ফাঙ দেখে বাঁকা হাসি ফুটল ক্যালমন্টের ঠোঁটে। নীচে গিয়ে মনিবের ঘাড় মটকানো থেঁতলানো চেহারা দেখতে হবে কুকুরটাকে।

ঝাঝাল একটা গন্ধ যেন আসছে কোত্থেকে। জিনিসটা চিনতে পারল না ক্যালমন্ট অবশ্যি তার এ জিনিস না চেনারই কথা। গলিত মাংসের লোভে হায়েনার দল যেমন হন্যে হয়ে ছোটে, তেমনি ভ্যালেরিয়ান নামের এই গুল্মের গন্ধ পেলে মাইলকে মাইল পাড়ি দেয় বেড়াল জাতীয় প্রাণীরা। ক্যালমন্টের কিক্ খেয়ে যখন টোয়েনটি-টু আচমকা চিৎপটাং হয়, তখন তার শার্টের কলারে

লুকানো ভ্যালেরিয়ানের শিশিটা ছিটকে বেরিয়ে আসে। একটা শিলাখণ্ডে পড়ে চুরমার হয়ে যায় ওটা।

লেজ-কাটাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্যে এক শিশি ভ্যালেরিয়ান নিয়ে এসেছিল টোয়েনটি-টু। কিন্তু ক্যালমন্ট তাকে টোপটা কাজে লাগানোর কোন সুযোগ দিল না। বরং বলা যায়, ক্যালমন্টই এখন অজান্তে সিংহের টোপে পরিণত হয়েছে।

সিংহ-বুড়োকে ফেলে দিয়ে যে কী ভুলটা হয়েছে, মিনিট পাঁচেক পর খুব ভাল করে টের পেল ক্যালমন্ট। তার হাত দু'খানি বুড়ো এমনভাবে বেঁধেছে, কারও সাহায্য ছাড়া খোলার কোন উপায় নেই। হাত দুটো মুক্ত করতে না পারলে এখানে না খেয়েই মরতে হবে তাকে। তা ছাড়া হিংস্র কোন প্রাণীর সামনে পড়লে বেঘোরে প্রাণটা যাবে। ওসব বিপদ-আপদের কথা না হয় বাদই গেল, রাতভর আগুন জ্বালানোর জন্যে একটু পর পর কাঠ ঠেলতে হবে, এ কাজটাই তো এখন তার জন্যে রীতিমত দুঃসাধ্য।

একগাদা সমস্যার মাঝে আসল চিন্তাটাই রইল বাদ। কব্জির ফুটো থেকে রক্ত গড়ানো বন্ধ না হলে যে ক্যালমন্ট এমনিতেই কাহিল হয়ে পড়বে, এ চিন্তাটা দিব্যি তার মগজে পাশ কাটিয়ে রইল।

মিনিট বিশেক পর প্রচণ্ড ঘুম পেল তার। আগুনের পাশে কাত হয়ে শুয়ে পড়ল সে। ঘুম ভাঙল প্রচণ্ড গর্জনে। অগ্নিকুণ্ডের নিভু নিভু আলোতে এক জোড়া সবুজ চোখ দেখতে পেল ক্যালমন্ট। তার সামনে থেকে মাত্র ফুট বিশেক দূরে জ্বলজ্বল করছে। কীসের চোখ ওগুলো? টোয়েনটি-টু'র কুকুরটার? এ সময় আবার গর্জন ছাড়ল প্রাণীটা। আতঙ্কে রক্ত জমে যাবার উপক্রম হলো ক্যালমন্টের। বুঝতে আর বাকি নেই তার, জ্বলজ্বলে ওই ক্ষুধার্ত চোখ দুটো কীসের।

পরদিন ঊষালগ্নে জ্ঞান ফিরল টোয়েনটি-টু'র। মেসকুইটের

ঝোপের ওপর পড়ায় হাড়গোড় ভাঙেনি। তবে কেটে গেছে কয়েক জায়গায়। এ ছাড়া বুকে আর পায়ে, যেখানে ক্যালমন্টের পায়ের লাথি পড়েছে, ব্যথায় টনটন করছে পেশীগুলো। মাথাটা একটু উঁচু করতেই দুলে উঠল পৃথিবী। ঝিমঝিম একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল খুলির ভেতর। আসলে মগজে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়েই জ্ঞান হারিয়েছিল সে।

জিমকে বুকের ওপর ঝুঁকে থাকতে দেখে টোয়েনটি-টু বুঝে নিল, আপাতত সে নিরাপদ, শত্রু বা কোন বিপদ আশপাশে থাকলে নিশ্চয়ই আত্মগোপন করত জিম।

প্রিয় রাইফেলটাকে হাতের কাছে পেয়ে এত কষ্টের মাঝেও হাসি ফুটল টোয়েনটি-টু'র মুখে। মনে মনে নিজের প্রশংসা করল। পাকা শিকারী বটে! মরতে বসেও বন্ধু আগ্নেয়াস্ত্রটাকে ছাড়েনি সে।

মাথার ওপর খাড়া ফুট তিরিশেক উঁচুতে রিমরকটার দিকে তাকাল টোয়েনটি-টু—ক্যালমন্ট নির্ঘাত পালিয়েছে ওখান থেকে। তবে বেশিদূর যেতে পারবে না সে। একে তো বন্দি, তার ওপর একটা কব্জিও ভাঙা।

রাইফেলটার কুঁদোর এক জায়গায় বসে গেছে কাঠ। কাছেই একটা ছোট শিলাখণ্ডের থোকানো অংশ দেখে টোয়েনটি-টু বুঝল, ওখানটাতেই আছড়ে পড়েছে কুঁদো। কিন্তু সে টের পেল না, রাইফেলটার এভাবে আছড়ে পড়ার শব্দেই তার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছিল ক্যালমন্ট। রাইফেলটা তুলে নিয়ে বোল্ট টেনে পরীক্ষা করে দেখল টোয়েনটি-টু—ঠিকই আছে, সৌভাগ্য ক্রমে গুলিও বেরোয়নি।

সহসা দ্রুত এগিয়ে আসা খুরের শব্দ শুনতে পেল টোয়েনটি-টু। ঝোপের ফাঁক দিয়ে সন্তর্পণে উঁকি দিল সে। সামনের খোলা প্রান্তর দিয়ে ছুটে আসা অশ্বারোহীকে চিনতে পারল এক নজরেই। ডিক ম্যাসি। তার মতই আরেক পেশাদার শিকারী। তবে ডিকের

সাহস থাকলেও বুদ্ধি তেমন নেই। ফলে জীবনের বেশিরভাগ শিকার অভিযানেই সে ব্যর্থ।

আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে হাত তুলে চেঁচাল টোয়েনটি-টু, 'এই ডিক–এদিকে এসো!'

ট্রেইল ছেড়ে টোয়েনটি-টু'র সামনে এসে থামল ডিক।

'এত ভোরে এদিকে কী মনে করে?' জানতে চাইল টোয়েনটি-টু।

'র‍্যাঞ্চার উইলির কাছে শুনলাম, লেজ-কাটাকে মারতে বেরিয়েছ তুমি। ভাবলাম, আমার সাহায্যটা কাজে লাগতে পারে। সফল হলে ফিফ্‌টি ফিফ্‌টি–কী বলো?'

'সে দেখা যাবে।' রিওয়ার্ড নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই টোয়েনটি-টু'র। 'আগে চলো, ক্যালমন্ট শয়তানটাকে পাকড়াও করি।'

'ক্যালমন্ট! ওকে পেলে কোথায়?'

'সে অনেক কথা। পরে শুনো। আগে ধরে নিই ওকে। আরে, ওই ব্যাটাই তো কাল রাতে ওপর থেকে ফেলে দিয়েছিল আমাকে!'

'মাই গড!' অবাক চোখে রিমরকের দিকে তাকাল ডিক। 'ওই অত উঁচু থেকে পড়েও দিব্যি বেঁচে আছ? তুমি শয়তানের খালাত ভাই!'

বন্ধুর রসিকতায় হো হো করে হাসল টোয়েনটি-টু। তারপর এক ঘোড়ায় দু'জন চড়ে রওনা হলো ওপরের দিকে।

দূর থেকে বিশাল পিঙ্গল দেহটাকে দেখেই সাবধান হয়ে গেল তারা। মৃত অগ্নিকুণ্ডের ছাইয়ের পাশে বসে আছে ওটা। সাধারণ সিংহের চেয়ে আকারে বিশাল। লেজের ডগায় কেশগুচ্ছ না দেখে দু'শিকারী পরিষ্কার বুঝে গেল, এটাই সেই লেজ-কাটা। নিশ্চিন্তে ওদিক ফিরে বসে আছে। চারপাশে জমাট রক্ত আর একটি মনুষ্য-দেহের ছিন্নভিন্ন কিছু অংশ।

'জানো, ক্যালমন্টের জন্যে এক হাজার ডলার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে?' টোয়েনটি-টু'র কানের কাছে ফিসফিস করল ডিক। জীবিত বা মৃত–যেভাবেই ধরা হোক না কেন। এখন তুমিই পাচ্ছ এ রিওয়ার্ড। আমি সাক্ষী। কিছুটা ভাগ দিও আমাকে।'

অতিকায় সিংহ দেখেই বোধ হয় আতঙ্ক চেপে রাখতে পারল না জিম। ডেকে উঠল ভয়ার্ত কণ্ঠে। ঝট্ করে খাড়া হয়ে গেল লেজ-কাটা। ভীষণ দৃষ্টি নিয়ে পেছন ফিরল। রাতের পরিতৃপ্তির ভোজনে পূর্ণ তেজ এখন তার শরীরে। যে কোন শত্রু এখন তার কাছে ফুঁ। কিন্তু টোয়েনটি-টু জানে, কী করে ধরাশায়ী করতে হয় বেয়াড়া সিংহদের।

মাত্র চল্লিশ গজ দূরত্বের টার্গেট। ঠিক কপালের মাঝখানে অব্যর্থ নিশানায় গুলি খেল সিংহটা। এক গুলিতেই মরণ যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল ওটার। আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে আর্তনাদ করতে লাগল লেজ-কাটা।

এতক্ষণ মুগ্ধ বিস্ময়ে বন্ধুর সিংহ শিকার দেখছিল ডিক, রাইফেল থেকে টোয়েনটি-টু কার্তুজের খোসা পরিষ্কার করতেই হুঁশ হলো তার। এলো জায়গা কয়েক দফা গুলি চালিয়ে একেবারে জনমের মত ঠাণ্ডা করে দিল লেজ-কাটাকে।

ভয়ার্ত জিম সিংহটার করুণ পরিণতি দেখে তার নিজস্ব রীতিতে আনন্দ শুরু করে দিল।

'একেই বলে সৌভাগ্য!' ঈর্ষা মেশানো প্রশংসা ঝরল ডিকের কণ্ঠে।

'মানে?'

'একসঙ্গে দু'দু'টি রিওয়ার্ড এখন তোমার ভাগ্যে! সিংহের পাঁচশো, আর ক্যালমন্টের এক হাজার–মোট দেড় হাজার ডলার! অবশ্যি যদি দয়া করো, আমিও কিছুটা পাব।'

'বাদ দাও ওসব,' অবজ্ঞার সাথে বলল টোয়েনটি-টু। 'আমি

কি জল্লাদ নাকি যে একজন মানুষকে মারার জন্যে পুরস্কার নেব? তা ছাড়া ক্যালমন্টের মৃত্যুর জন্যে যদিও আমিই অনেকটা দায়ী, তাই বলে তাকে তো সরাসরি মারিনি। আর সরাসরি মারলেও কখনও এই পুরস্কার নিতাম না। ব্লাডমানিকে ঘৃণা করি আমি। আমি রিওয়ার্ড পাব শুধু ওই লেজ-কাটার।'

'তুমি দেখছি একটা মস্ত আহাম্মক!' ডিকের কণ্ঠে একরাশ বিস্ময়।

'হয়তো বা তাই,' মুচকি হাসল টোয়েনটি-টু। 'তবে সিংহের মাথার দামটা তুমি যাতে পাও, সে ব্যবস্থাটা করব। অভাবী মানুষকে সাহায্য করতে খুব পছন্দ করি আমি।'

শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া

ফাঁসির দড়ি

ধুলোর ঝড় তুলে এগিয়ে চলেছে একটা স্টেজকোচ। প্রাথমিক গন্তব্য অ্যারিযোনার ছোট্ট এক শহর–পাস সিটি। ওখানে খানিক বিরতি দিয়ে আবার ছুটবে রাজধানী ফিনিক্স-এর উদ্দেশে। ওটাই এর শেষ ঠিকানা।

কোচের যাত্রী তিনজন। রাস্তার ঝাঁকুনিতে সবাই ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত। ধুলোর পাতলা আবরণে ঢেকে গেছে প্রত্যেকের শরীর। দীর্ঘ পথ চলায় সবার সঙ্গে পরিচয় পর্ব সমাপ্ত হয়েছে।

কোচোয়ানের দিকে পিঠ দিয়ে বসেছে নেক্স ল্যারেট। সে একজন ব্যবসায়ী। তার উল্টো দিকে রক এমারি। এ নামই বলেছে সে সবাইকে। তার ডান দিকে মিস্ নাটালি হোলডেন। বিরাট ধনীর দুলালী। অপূর্ব সুন্দরী। সে এসেছে পুব থেকে।

'অত্যন্ত বিপজ্জনক পথ,' নীরবতা ভাঙল নাটালি। 'পশ্চিমারা কি এ পথ দিয়েই নিয়মিত যাতায়াত করে?'

'যদ্দিন না রেল লাইন বসছে এ ছাড়া উপায় কী,' উত্তর দিল এমারি। 'সামনেই পাস সিটি। ওখানে আমার অনেক বন্ধু আছে। ইচ্ছে করলে খানিক বিশ্রাম নিয়ে নিতে পারো, ম্যা'ম।'

'ধন্যবাদ, মি. এমারি। আশা করি পাস সিটি থেকে আর নতুন যাত্রী উঠবে না। এমনিতেই গরমে সিদ্ধ হবার জোগাড়,' মুখ খুলল ল্যারেট।

ড্রাইভার আর তার মেটের অবস্থাও তথৈবচ। 'শহরের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি, এলমার!' মেটের গলায় স্বস্তির ছোঁয়া।

*

'স্টেজ এসে গেছে। আর দেরি করা যায় না।'

'সত্যি কি আমি জিমের সঙ্গে যাচ্ছি, শেরিফ?'

'অবশ্যই, বাক। ভয় পাচ্ছ কেন? হাতকড়া লাগানো অবস্থায় জিম অতটা বিপজ্জনক হবে না,' অভয় দিল শেরিফ।

'কিন্তু,' ইতস্তত করল বাক।

'ভুলে যেয়ো না তুমি আমার সহকারী। কাজেই কথা বাড়িয়ো না।'

'ওকে, বস্,' শ্রাগ করে শেরিফের কথা মেনে নিল বাক। তারপর বন্দির দিকে ফিরে হাঁক ছাড়ল।

'আগে বাড়ো, জিম। সাবধান। কোন রকম চালাকির চেষ্টা কোরো না, নির্ঘাত মারা পড়বে।'

দায়িত্ব কাঁধে চাপলে বাক একেবারে অন্য মানুষ। প্রয়োজনে নিজের জীবনও দিতে প্রস্তুত।

জিমকে নিয়ে জেলখানা ছেড়ে রাস্তায় নেমে এল বাক। লম্বা করে একটা শ্বাস টানল। বড় বেশি শান্ত লাগছে শহরটা। সামনে না জানি কী অজানা বিপদ ওঁৎ পেতে আছে। আশংকাটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইল বাক। কিন্তু পুরোপুরি ভারমুক্ত হলো না মন। চিন্তামগ্ন ভাবে স্টেজের দিকে এগিয়ে গেল বাক। সামনে জিম।

ক্যাথি, জিমের প্রেয়সী, ওদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায়। ক্যাথিকে দেখে একটা ভাল লাগার অনুভূতিতে ভরে গেল জিমের হৃদয়। নির্মল হাসি ফুটল মুখে। 'হাউডি, ক্যাথি। আমার সঙ্গে ফিনিক্স যাচ্ছ তো?'

'নিশ্চয়ই! তোমার সঙ্গে যে আমার জীবন মরণ দুই-ই বাঁধা। আর শোনো, একটুও ঘাবড়াবে না, তোমার কিচ্ছু হবে না, দেখে নিয়ো।'

'বকবক থামিয়ে সোজা স্টেজে গিয়ে ওঠো,' পেছন থেকে

ধমকে উঠল বাক।

স্টেজের যাত্রীরা ততক্ষণে রাস্তায় নেমে পড়েছে। হাত-পায়ের জোড়াগুলো ঠিকঠাক আছে কিনা পরখ করে নিচ্ছে। তাদের নজরে পড়ল একজন বন্দিকে স্টেজে ওঠানো হচ্ছে।

'ওকে কিছুতেই আমাদের সাথে নেয়া যাবে না। গরমে মারা পড়ব সবাই!' তীব্র প্রতিবাদ করল নাটালি।

'দুঃখিত, ম্যা'ম। যেভাবেই হোক ওকে নিয়ে ফিনিক্স পৌঁছতে হবে। সেখানে ঝুলানো হবে ওকে।' নিজের সিদ্ধান্ত জানাল বাক।

'ওহ্, মাই গড! সত্যি ওকে ফাঁসিতে ঝোলানো হবে? কিন্তু চেহারা দেখে তো খুনি বলে মনে হচ্ছে না!' মিস্ হোলডেনের কণ্ঠে দ্বিধা।

জিমের চেহারাটা মি. এমারির কেমন চেনা চেনা লাগছে, কিন্তু কিছুতে মনে করতে পারছে না কোথায় দেখেছে ওকে।

'অত্যন্ত দুঃখিত, ম্যা'ম। অন্য উপায় থাকলে আমি তোমাদের কষ্ট দিতাম না,' কুণ্ঠিত গলায় বলল জিম।

'তাড়াতাড়ি স্টেজে ওঠো,' তাড়া দিল বাক। 'আর এখন থেকে দয়া করে মুখটা একটু বন্ধ রাখবে।'

সবাই উঠে বসতে ছেড়ে দিল স্টেজ। গন্তব্য ফিনিক্স।

এখন স্টেজে যাত্রী মোট ছয়জন। সবাই পরস্পরের দিকে সন্দেহ ভরা দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে।

'দু'জনকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন,' স্বগতোক্তি করল বাক। 'বিনা প্রশ্নে ফাঁসিতে ঝুলে যাবে ও।'

'তোমার সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত,' সায় দেয় এমারি।

'মিথ্যে কথা!' প্রতিবাদ করল ক্যাথি। 'ও কেবল আত্মরক্ষার জন্য গুলি করেছে। জিম ওদের এমনি খুন করেনি।'

'শিওর...শিওর, ম্যা'ম।' বাকের গলায় কৌতুকের ছোঁয়া।

'তোমাকে কোরাস দলের মেয়েদের মত লাগছে,' ক্যাথিকে উদ্দেশ্য করে বলল মিস্ হোলডেন।

'ক্যাথিকে অপমান করে কথা বলবে না, ম্যা'ম।' সাবধান করল জিম।

'ভুলে যেয়ো না, জিম। তুমি একজন ভদ্রমহিলার সাথে কথা বলছ,' বলল বাক।

সবাই চুপচাপ। এবড়োখেবড়ো পথে এগিয়ে চলেছে স্টেজ। বাক জানালা দিয়ে অলস দৃষ্টি মেলে দিল প্রান্তরে। রুক্ষ প্রকৃতি। পথের দু'ধারে ছোট ছোট পাহাড়ের সারি। একঘেয়ে ছবি। সহজেই ক্লান্তি নামে চোখজুড়ে।

পথের পাশে পাথর খণ্ডের আড়ালে ঘাপটি মেরে আছে একদল অশ্বারোহী। স্টেজটা কাছাকাছি আসতেই একটা কণ্ঠ শোনা গেল: 'সবাই রেডি! ওই যে আসছে!'

অতর্কিতে হামলা চালাল দলটা। প্রথম গুলিতে ধরাশায়ী হলো ড্রাইভারের মেট। গুলিটা এসে সরাসরি বিঁধল মেটের বুকে। বাম দিকে কাত হয়ে পড়ল সে। সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল।

'আমাদের উপর হামলা হয়েছে!' ড্রাইভার চেঁচিয়ে সতর্ক করে দিল সবাইকে।

বাকের আশংকাই শেষপর্যন্ত সত্যি হলো। 'জিম, তোমার বন্ধুরা এসে পড়েছে।' বন্দুক বের করে জানালা দিয়ে গুলি করল বাক। প্রথম গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো।

'বোকার মত কথা বোলো না।' চেঁচিয়ে উঠল জিম। 'আর দয়া করে বন্দুকটা নামাও। মনে হয় ওদের কোন দাবি আছে।'

'তুমি বলছ, ওরা তোমাকে উদ্ধার করতে আসেনি?' ব্যঙ্গ ঝরে পড়ল এমারির কণ্ঠে।

'ঠিক তাই। কেউ আমাকে একটা বন্দুক দাও—আমি এক্ষুণি প্রমাণ করে দিচ্ছি,' অস্থির হয়ে উঠেছে জিম।

'খবরদার। ও কাজটি কোরো না!' সাবধান করে দিল বাক। তারপর জিমের দিকে বন্দুক তাক করে বলল, 'তোমাকে আমি ভাল করে চিনি। কাজেই কোন চালাকি নয়।'

এমন সময় হামলাকারীদের একজনের গলা শোনা গেল, 'সবাই বাইরে বেরিয়ে এসো। তাড়াতাড়ি।'

ততক্ষণে স্টেজ থেমে গেছে। যাত্রীরা সবাই একে একে বাইরে এসে দাঁড়াল। একই কণ্ঠ পুনরায় বলল, 'একেবারে ভর্তি দেখা যাচ্ছে। আমরা অবশ্য একজনের ব্যাপারেই বেশি আগ্রহী।'

জিম একনজরেই চিনল মাঙ্গোকে। সে-ই কথা বলছিল এতক্ষণ। মুখ খুলল দলনেতা, 'আরে, জিম যে! আমি সত্যি জানতাম না যে তুমিও এই স্টেজে যাচ্ছ।'

'হ্যাঁ। আমাকে ফিনিক্স নিয়ে যাচ্ছে, ফাঁসিতে ঝুলাতে।'

'বটে,' ঝট করে বাকের দিকে ঘুরল মাঙ্গো। 'ওসব চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলো। তাড়াতাড়ি জিমের হাতকড়া খুলে দাও। পিস্তলটা ফেরত দেবে। জলদি করো, স্টুপিড!'

বাধ্য ছেলের মত নির্দেশ পালন করল বাক।

কড়া লাগানো জায়গায় ডলতে ডলতে জিম বলল, 'ধন্যবাদ, মাঙ্গো। তা তুমি এখানে কী মনে করে?'

'এই অমূল্য রত্নটির জন্যে,' ইশারায় নাটালিকে দেখাল মাঙ্গো। 'ফিনিক্সে সম্পত্তি বুঝে নিতে যাচ্ছে সে। আমার কাছে এর মূল্য বিশ হাজার ডলার।'

'তুমি কার হয়ে কাজ করছ?'

'সেটা বলা যাবে না, বন্ধু। টপ সিক্রেট। তবে এটুকু জেনে রাখো, তিনি খুব ক্ষমতাশালী। ইচ্ছে করলে তুমিও যোগ দিতে পারো আমাদের সঙ্গে। তখন সব জানতে পারবে।'

'আমাকে ছেড়ে দাও!' অনুনয় করল নাটালি। আতংকে সাদা হয়ে গেছে মেয়েটির ঠোঁট। এরকম কোন পরিস্থিতির জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না।

'এক মিনিট, মাঙ্গো। তুমি মেয়েটাকে নিয়ে যাও। বাকিরা তো কোন দোষ করেনি। তাদের ছেড়ে দাও।' প্রস্তাব দিল বাক।

'আমি কোন সাক্ষী রেখে যাই না।'

'কিন্তু তুমি বিনা অপরাধে এতগুলো লোককে হত্যা করতে পারো না!' মাঙ্গোকে বোঝাতে চেষ্টা করল জিম।

'ভেবে দেখো, জিম। আমি চাইছি তোমাকে ফাঁসির দড়ি থেকে বাঁচাতে আর তুমি এই সামান্য ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছ না?'

'মাঙ্গো, এটা সামান্য ব্যাপার নয়।' শেষ চেষ্টা করল জিম। 'ছয়জন মানুষের জীবন। ছেলে খেলা নয়।'

'হিসাবে ভুল করলে, জিম। ছয়জন নয়। সাতজন। তোমাকে সহ।'

চরম উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করছে সবাই। হঠাৎ করে ঘটনা এদিকে মোড় নেবে ভাবতে পারেনি কেউ। যাত্রীরা জিমের আচরণে অবাক। একজন ফাঁসির আসামীর কাছ থেকে ওরা এতটা মানবিকতা বোধ আশা করেনি। ব্যতিক্রম কেবল ক্যাথি। কারণ একমাত্র সেই জানে জিমকে। সব জেনেই ওকে ভালবেসেছে সে। এ মুহূর্তে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি তার প্রিয়তম।

উৎকণ্ঠার দীর্ঘ সময় পার হবার পর যে ঘটনাটা ঘটল তার উপর জিমের কোন হাত ছিল না। মাঙ্গো যেই পিস্তলে হাত দিয়েছে, মুহূর্তের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিল জিম। ওর রিফ্লেক্স হলো দেখবার মত। বুলেটটা সোজা মাঙ্গোর বুকে গিয়ে আঘাত করল। 'আহ্' করে অস্ফুট চিৎকার করে মাঙ্গোর প্রাণহীন দেহটা ধপাস করে ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল।

বাকি সঙ্গীরা সংবিৎ ফিরে পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল জিমের উপর। কিন্তু জিম এখন প্রস্তুত। ওর দ্বিতীয় গুলিতে আরেকজন বসের রাস্তা ধরল। চেঁচিয়ে সাবধান করল জিম, 'থামো তোমরা!

নইলে একে একে সবাই মারা পড়বে।'

'ঠিক আছে, জিম,' মাঙ্গোর সঙ্গীদের একজন মেনে নিল জিমের কথা। 'মাথাটা একটু ঠাণ্ডা করো।'

'মাঙ্গো যদি আমার কথা শুনত তা হলে এভাবে বেঘোরে মারা পড়ত না।' সঙ্গী দু'জনের দিকে পিস্তল নাচাল জিম। 'জলদি ভাগো এখান থেকে!'

'আবার দেখা হবে, জিম। কথাটা ভুলো না!' তীব্র বিদ্বেষ মাখা স্বরে কথাগুলো বলল একজন। ঝটিতি ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল দু'জন। এক সময় দিগন্তে মিলিয়ে গেল তারা।

সবার আগে ক্যাথি দৌড়ে এসে জিমকে জড়িয়ে ধরল, 'ওহ্, জিম! তোমাকে ঠিক দেবদূতের মত লাগছে। তুমি না থাকলে আমাদের কী যে হত!'

'ও কিছু না, ক্যাথি। আমি আমার সামান্য নাগরিক দায়িত্ব পালন করেছি মাত্র।'

সবাই ঘিরে ধরল জিমকে।

'তোমাকে অভিনন্দন, ইয়ংম্যান,' হাত বাড়িয়ে দিল ল্যারেট। 'যদি কখনও নাভাডায় যাও আমার সঙ্গে দেখা কোরো। সেখানে আমার ছোটখাট ব্যবসা...'

'দুঃখিত, মি. ল্যারেট,' মাঝপথে তাকে থামিয়ে দিল বাক। 'আমার মনে হয় না জিম ফিনিক্স থেকে অন্য কোথাও যাবে।' বন্দুকটা তার হাতে ধরা।

প্রবল আপত্তি জানাল ক্যাথি। 'কিন্তু, বাক, ওর একার সাহসিকতার জন্যেই আমরা এখনও বেঁচে আছি। ওকে ধন্যবাদ পর্যন্ত জানালে না? এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে সব! তার উপর ফিনিক্স নিয়ে যাচ্ছ ফাঁসিতে ঝুলাতে। ছিঃ!' ঘৃণায় মুখ বিকৃত করল ক্যাথি।

বাক এতে একটুও টলল না। গম্ভীর গলায় ঘোষণা করল, 'আমি আদালত নই, ক্যাথি।'

চট করে ঘুরে দাঁড়াল জিম। হাতে খোলা পিস্তল। 'সরি, বাক, আমার হাতে ওই হাতকড়া আর পরাতে পারবে না তুমি।'

'আমি...আমি কেবল আমার দায়িত্ব পালন করছি,' বোঝাতে চেষ্টা করল বাক।

'কোন চিন্তা নেই, বাক। ও আর কাউকে খুন করতে পারবে না,' কথাগুলো এমারির। কোন ফাঁকে যে সে জিমের পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে কেউ বলতে পারবে না। তার পিস্তলের আঘাতে জ্ঞান হারাল জিম।

ঘটনার আকস্মিকতায় স্তব্ধ হয়ে গেছে ক্যাথি। তেড়ে গেল এমারির দিকে। 'তুমি একটা ধেড়ে ইঁদুর!'

এমারি নির্বিকার। ক্যাথিকে শান্ত করবার জন্য বলল, 'মানলাম জিমকে তুমি খুব ভালবাস। তবু সবকিছুর পরও সে একজন খুনি।'

এমারির সাথে সুর মেলাল নাটালি, 'মাঙ্গো যখন আমাকে তুলে নিয়ে যেতে চাইল ও একটা কথাও বলল না আমার পক্ষ নিয়ে।'

জবাবে ক্যাথি গলায় শ্লেষ মিশিয়ে বলল, 'যে তাকে মনে প্রাণে ঘৃণা করে তার পক্ষ নিয়ে জিম দাঁড়াবে এটা আশা করো কীভাবে, মিস্?'

'থামো তোমরা!' ধমক দিল বাক। 'কথা না বাড়িয়ে চুপচাপ স্টেজে গিয়ে বসো।' বাক, ল্যারেট আর এমারি মিলে মেট এবং গুণ্ডা দু'জনের পড়ে থাকা লাশের দিকে এগোল। লাশ তিনটাকে মাটি চাপা দিয়ে তিনটে কাঠের ক্রস পুঁতে স্টেজে ফিরে এল তিনজন।

এগিয়ে চলল স্টেজকোচ। পিছনে পড়ে রইল তিনটে তাজা কবর। তিনজন মৃত মানুষ। চিরদিনের মত হারিয়ে গেছে তারা।

স্টেজের ভিতর স্নায়ুটান করা পরিবেশ। যে কোন মুহূর্তে ঘটতে

পায়ে বিস্ফোরণ। ইতিমধ্যে জ্ঞান ফিরে এসেছে জিমের; ফের হাতকড়া পরিয়ে দেওয়া হয়েছে হাতে। একদিকের সিটে পাশাপাশি বসেছে বাক, জিম আর ক্যাথি। ক্যাথির মুখোমুখি ল্যারেট। তার পাশে নাটালি। আর একেবারে কোনার দিকে এমারি।

জিমের মাথার পেছন দিকটা অনেকখানি কেটে গেছে। গোল আলুর মত ফুলে উঠেছে জায়গাটা। সেখানে হাত বুলাতে বুলাতে জিম স্বাভাবিক ভাবে বলল, 'তুমি কি বরাবর পেছন থেকে আক্রমণ করো, মিস্টার?'

'সবার ক্ষেত্রে না। কেবল নীচ লোকদের বেলায় আমি এরকম করি।' সরাসরি আক্রমণ করল এমারি জিমকে।

ধাঁ করে রক্ত চড়ে গেল জিমের মাথায়। সজোরে লাথি হাঁকাল এমারির চোয়াল বরাবর। লাথি খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে। মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বিদ্যুৎ বেগে পিস্তল বের করল এমারি। 'এক গুলিতে আমি তোর খুলি উড়িয়ে দেব, ব্যাটা খুনি!'

'খবরদার, মি. এমারি,' গর্জে উঠল বাক। হাতের বন্দুক সোজাসুজি এমারির বুক বরাবর তাক করা। বাকের শক্ত চোয়াল ও শীতল চোখের দিকে তাকিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও পিস্তলটা হোলস্টারে ঢোকাল এমারি। বাকও বন্দুক নামিয়ে কোলের উপর রাখল। শান্ত হয়ে এল কোচের পরিবেশ। প্রাথমিক ঝড়টা কেটে যাওয়ায় সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

কিছুক্ষণ পর জিম বাককে বলল, 'সামনে একটা রাস্তা বাম দিক দিয়ে সোজা সল্ট রিভার পর্যন্ত গেছে। ও পথে গেলে আমরা অনেক আগে পোস্ট হাউস পৌঁছতে পারব।'

'পথটা আমি চিনি, জিম। এবড়োখেবড়ো আর ঝুঁকিপূর্ণ।' জিমের উদ্দেশ্য আঁচ করতে চেষ্টা করল বাক।

'সবার ভালর জন্যই বলছিলাম,' নিরীহ গলায় বলল জিম। 'গুণ্ডা দু'জনের কথা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলো না। সোজা পথে গেলে গ্রীন ক্যানিয়নের পাশ দিয়ে যেতে হবে। সেখানে ওঁৎ পেতে থাকতে পারে ওরা।'

'ঠিক বলেছ। ফাঁদ পাতার জন্য আদর্শ জায়গা ওই গ্রীন ক্যানিয়ন,' জিমের সাথে একমত হলো বাক।

'ওর কথামত বাঁ দিকের পথে যাবে না, বাক।' বাককে বাধা দিতে চেষ্টা করল এমারি। 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও নতুন কোন ফন্দি এঁটেছে। ওকে বিশ্বাস কোরো না।'

'না, মি. এমারি। জিমের কথায় যুক্তি আছে। তা ছাড়া এ তল্লাটের প্রতি ইঞ্চি জিমের নখদর্পণে।'

স্টেজকোচ দিক পরিবর্তন করে বাম দিকে সল্ট রিভারের রাস্তা ধরল। হঠাৎ করে মোড় ঘোরায় যাত্রীরা এক দিকে কাত হয়ে পড়ল। কোন রকমে উল্টে যাওয়া থেকে রক্ষা পেল স্টেজ।

বাকের একটি সিদ্ধান্ত সবাইকে ডাকাতদের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিল। জিম ডেরির সুপরামর্শের জন্য ওরা আরও একটি বিপদ থেকে রক্ষা পেল।

গ্রীন ক্যানিয়নের পাশে পাহাড়ের আড়ালে দু'জন আউট'ল জিমদের জন্য অপেক্ষা করছে। অনেকক্ষণ অপেক্ষায় থেকে শেষে অধৈর্য হয়ে আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল ওরা। বুঝল অন্য পথে চলে গেছে স্টেজ। জিমদের আশা ছেড়ে দিয়ে ঘোড়ায় চেপে বসল দু'জন। সমস্ত ঘটনা বস্‌কে জানাতে রওনা হলো।

সংক্ষিপ্ত রাস্তা ধরে অল্প সময়ে পোস্ট হাউস পৌঁছল স্টেজ। এখানে ঘোড়া বদল করে স্টেজ ছুটবে ফিনিক্স-এর উদ্দেশে। তাজা ঘোড়া নিয়ে অপেক্ষা করবার কথা হেলমুটের। এরকমই কথা ছিল বাকের সঙ্গে। কিন্তু পোস্ট হাউসকে মনে হচ্ছে পরিত্যক্ত কোন শহর। প্রাণের সাড়া নেই কোথাও। এদিকে

হেলমুটেরও পাত্তা নেই। বাক বার কয়েক হাঁক দিল, 'হেলমুট, হেলমুট!'

কেউ সাড়া দিল না।

বাকের কপালে ভাঁজ। চিন্তিত সে। কিছু একটা বুঝবার চেষ্টা করছে। সবকিছু কেমন অস্বাভাবিক লাগছে। হেলমুটের তো এমন করবার কথা নয়। ওর কি কিছু হয়েছে? কোন বিপদ? বাক যখন আকাশ পাতাল ভাবছে অন্যান্য যাত্রীরা তখন স্টেজ থেকে নেমে হাত পায়ের খিল ছাড়িয়ে নিচ্ছে। পায়চারি করছে এদিক-ওদিক।

স্টেজ থেকে নামতেই কেমন একটা গন্ধ এসে ঝাপটা মারল জিমের নাকে। ওরা সচরাচর যে চামড়ার পোশাক পরে সেগুলোর একটা পরিচিত গন্ধ আছে। কিন্তু এ গন্ধটা সেরকম না। একদম আলাদা। হঠাৎ করে ব্যাপারটা নজরে এল জিমের। ভাল করে দেখবার জন্য উবু হলো। ধুলোর উপর কতগুলো নালবিহীন ঘোড়ার ছাপ। জিম পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে গেল। বাজি ধরে বলতে পারে এ মুহূর্তে কেউ নজর রাখছে ওদের উপর। 'জলদি সবাই পোস্ট হাউসে গিয়ে ঢোকো। আশপাশে অ্যাপাচি ইণ্ডিয়ানরা ঘাপটি মেরে আছে।'

প্রাণের ভয়ে সবাই দৌড়ে পুরানো পোস্ট হাউসে গিয়ে ঢুকল। দরজা খুলে ভিতরে পা রেখে শিউরে উঠল বাক। একটা গোল টেবিলে উপুড় হয়ে পড়ে আছে হেলমুট। নিশ্চল দেহে প্রাণের কোন লক্ষণ নেই। পিঠে আমূল গেঁথে আছে দুটো তীর।

আড়াল থেকে ওদের প্রত্যেকটা নড়াচড়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করছে একদল অ্যাপাচি। সুযোগের অপেক্ষায় আছে। সুযোগ বুঝে অতর্কিতে হামলা চালিয়ে জয় ছিনিয়ে নেওয়াই অ্যাপাচিদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

এদিকে পোস্ট হাউসে চলছে আরেক পরীক্ষা। জিম হাত দুটো বাকের দিকে এগিয়ে দিল। 'হাতকড়া খুলে দাও, বাক।

আমার হাতের নিশানা তোমার অজানা নয়। এখন আমাকে তোমাদের প্রয়োজন। অস্বীকার করবে না নিশ্চয়?'

কথাটা মিথ্যে নয়, বাক ভেবে দেখল, জিমের সাহায্য এখন সত্যি খুব প্রয়োজন। জিমের হাতকড়া খুলে দিল বাক।

'জিম, তোমার কী মনে হয়, এখনি আক্রমণ করবে ওরা?' বাকের প্রশ্ন।

'এখন না। রাতেও হামলা করবে না ওরা। আক্রমণটা হবে ভোরবেলা। এখনও আমাদের হাতে কিছুটা সময় আছে।'

'এক্ষুণি রওনা হতে পারি আমরা,' পরামর্শ দিল এমারি। 'কোন অসুবিধা আছে?'

'শোনো,' বোঝাতে চেষ্টা করল জিম। 'দীর্ঘ পথ ছুটে আমাদের ঘোড়াগুলো এখন ক্লান্ত। আর ওদের ঘোড়াগুলো অনেক কম পরিশ্রান্ত। এখন রওনা হলেও কিছুদূর যেতেই সকাল হয়ে যাবে। তখন খুব সহজেই আমরা ওদের নজরে পড়ে যাব। ওসব চিন্তা ছেড়ে বরং এখানে থেকে ওদের সঙ্গে মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি নেয়া ভাল।...মি. ল্যারেট, তুমি কি বন্দুক চালাতে জানো?'

'কখনও চালাইনি। শখ করেও কোনদিন একটা গুলিও ছুঁড়িনি,' অকপটে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করল ল্যারেট।

'নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। সে-সুবর্ণ সুযোগ এখন তোমার সামনে,' উৎসাহ দিল জিম। 'বাক, তুমি সবার হাতে একটা করে অস্ত্র ধরিয়ে দাও।'

'শেষপর্যন্ত আমরা প্রাণে বাঁচতে পারব তো, জিম?' ক্যাথির গলায় সন্দেহ। অবশ্য নেতৃত্ব যখন জিমের হাতে তখন তারা পুরোপুরি নিশ্চিন্ত। তবু অ্যাপাচিদের সম্পর্কে এ পর্যন্ত যা যা শুনেছে তাতে করে আশংকা সবসময় থেকেই যায়।

'এত অস্ত্র পাব কোথায়? রাইফেল আর পিস্তল ছাড়া তো আমার

কাছে আর কোন অস্ত্র নেই।'

'ড্রাইভারের দুটো আর মৃত গুণ্ডাদের দুটো এই চারটে বন্দুকের কথা ভুলে গেছ,' মনে করিয়ে দিল জিম। 'সবগুলো নিয়ে এসো এখানে।'

বাক বন্দুক চারটে নিয়ে এলে সেখান থেকে একটা তুলে হোলডেনের দিকে এগিয়ে গেল জিম, 'এটা তুমি চালাবে, ম্যা'ম।'

'আ-আমি! আমিও মি. ল্যারেটের দলে। বন্দুক কী করে ধরতে হয় তাই জানি না।'

'আমি শিখিয়ে দিচ্ছি।' সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল ক্যাথি। কোথায় বন্দুক ঠেকিয়ে কীভাবে ট্রিগার টিপবে সবকিছু হাতে ধরে শিখিয়ে দিতে লাগল। বেশ আগ্রহ নিয়ে শিখছে নাটালি। তার জীবনে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা।

'তুমি কোন চিন্তা কোরো না, ম্যা'ম,' নাটালিকে অভয় দিল এমারি। 'আমার ওপর ভরসা রাখতে পারো। আমি তোমাকে রক্ষা করব। জিম ডেরি মনে হয় অযথা আমাদের ভয় দেখাতে চাচ্ছে। আমি নিশ্চিত এতক্ষণে ইণ্ডিয়ানরা চলে গেছে এখান থেকে। ব্যাটার কাজ-কারবার আমার একদম পছন্দ হচ্ছে না।'

সবাইকে মোটামুটি প্রস্তুত করে দিয়ে জিম বন্দুক হাতে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। চতুর্দিকে গুলি ছুঁড়বার সুবিধার জন্য ঝন ঝন করে জানালার সব কাঁচ ভেঙে ফেলল। 'বাককে নিয়ে আমি একটু আশপাশটা ঘুরে-ফিরে দেখে আসি। সাবধানে থেকো তোমরা। চলো, বাক।'

ক্যাথি বাধা দেওয়ার আগেই দু'জন রাস্তায় নেমে পড়ল।

'সাবধান,' হাঁটতে হাঁটতে বাককে সতর্ক করল জিম। 'ইণ্ডিয়ানরা কিন্তু ভীষণ ধূর্ত।'

'তুমি খামোকা ভাবছ,' জিমের কথায় পাত্তা দিল না বাক। 'মনে হয় না ওরা এখনও আছে। হেলমুটকে মেরে পোস্ট লুট করে ঘোড়াগুলো নিয়ে হয়তো এতক্ষণে ওরা অনেক দূরে চলে

গেছে।'

কিছুদূর এগিয়ে একটা পাথর খণ্ডের আড়ালে বসে পড়ল দু'জন। এবার অপেক্ষার পালা।

পশ্চিমাকাশে লালের আভা ছড়িয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে বাকের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হলো। আচমকা একটা গুলি এসে বিদ্ধ হলো বাকের শরীরে। জিম ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে বাক। ঠিক বুঝতে পারল না, কোথায় লেগেছে গুলি।

মুহূর্তে ইন্ডিয়ানদের দলটা ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের উপর। বাকের উপর থেকে চোখ সরিয়ে তড়িৎ বেগে ঘুরল জিম। এরমধ্যে চারজন অ্যাপাচি একদম কাছে চলে এসেছে। জিমের গুলিতে লুটিয়ে পড়ল সামনের দু'জন। নতুন করে গুলি ভরবার সময় পেল না জিম। বন্দুকের নলের দিকটা মুঠোয় ধরে গদার মত করে চালাল। উল্টে পড়ল বাকি দুইজন। একা কুলোতে পারবে না বুঝে পিছিয়ে এল জিম। ফিরবার পথে বাকের অসাড় দেহটা কাঁধে তুলে নিল।

এদিকে জিমের বিপদ দেখে উতলা হয়ে উঠেছে ক্যাথি। পাগলের মত ছুটে যাবার মুখে, পথ আগলে দাঁড়াল এমারি।

'যেতে দাও আমাকে,' অনুনয় করল ক্যাথি। 'ওরা জিমকে মেরে ফেলবে!'

'খেপেছ, ম্যা'ম?' ধমকে উঠল এমারি। 'দেখছ না বর্বরগুলো পাগল হয়ে গেছে। তুমি গিয়ে অযথা বিপদ আরও বাড়াবে!'

দু'জনের মধ্যে যখন তর্ক-বিতর্ক চলছে, ঠিক সেই মুহূর্তে ফিরে এল জিম। দরজা জুড়ে জিমের অবয়ব নজরে আসতে স্বস্তি পেল ক্যাথি। ওকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেল। বাকের নিশ্চল দেহটা মাটিতে শুইয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল জিম। সবার কাছে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করল। 'ইন্ডিয়ানরা দলে অনেক ভারি। অল্প

ক'জন এদিকে পাহারায় ছিল। বাকিরা পোস্ট হাউস ছেড়ে যাবার রাস্তার ওপর নজর রাখছে। ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মত অবস্থা এখন আমাদের। লড়াই ছাড়া এ মুহূর্তে আমাদের সামনে আর কোন পথ নেই।'

ততক্ষণে বাকের জ্ঞান ফিরে এসেছে। নড়াচড়া টের পেয়ে ওর মুখের উপর ঝুঁকে এল জিম। চোখের সামনে জিমকে দেখে বাকের ঠোঁটে হাসি ফুটল। 'ধন্যবাদ, জিম। দ্বিতীয়বার তুমি আমার জীবন বাঁচালে। ইচ্ছে করলে ওখানে ফেলে আসতে পারতে আমাকে। সেটাই তোমার জন্যে সবদিক থেকে ভাল হত। বেঁচে যেতে ফাঁসির দড়ি থেকে। তা না করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আরেকবার আমাকে মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচালে। তোমার কাছে আমি ঋণী হয়ে গেলাম। এতদিন ভুল বুঝেছি তোমাকে, জিম। আজ আমার ভুল ভেঙেছে। সত্যি তুমি অসাধারণ! আ রিয়েল ম্যান!'

'এখন কথা বোলো না, বাক,' বাধা দিল জিম। 'আগে গুলিটা বের করি। তারপর তোমার সব কথা শুনব।'

জিম পকেট থেকে ছুরি বের করে হোলডেনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'ম্যা'ম, দয়া করে একটু পানি গরম দাও। আর এই ছুরিটা নিয়ে যাও। ভাল করে সিদ্ধ করে নিয়ে এসো। তোমার কোমল হাত দুটো সঠিক কাজে লাগানোর এমন চমৎকার সুযোগ জীবনে হয়তো খুব বেশি পাবে না।'

'তুমি খোঁচা না দিয়ে কথা বলতে পারো না? বর্বর! ছোটলোক! খুনি! ফাঁসির দড়ি তোমার যোগ্য পুরস্কার!' গজ গজ করতে করতে চলে গেল নাটালি।

'ও কি তোমাকে বিরক্ত করছে, ম্যা'ম?' বন্দুক নাচাল এমারি। 'ফের কিছু বললে আমাকে বোলো। চিরতরে বোবা বানিয়ে দেব।'

'এহেন পরিস্থিতিতে জিম ডেরিই আমাদের একমাত্র ভরসা।

তাই না?' ওদের স্মরণ করিয়ে দিল ল্যারেট।

নাটালি আর এমারি মনে মনে ল্যারেটের কথার সত্যতা স্বীকার করে নিলেও মুখে কিছু বলল না।

ছুরি হাতে বাকের কাছে গিয়ে দাঁড়াল জিম। 'ঘাবড়িয়ো না, বাক। অপারেশনটা আমাকেই করতে হবে।'

ছুরি দেখে একদম মিইয়ে গেল বাক। জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট জোড়া ভিজিয়ে নিয়ে কোনরকমে বলল, 'খুব সাহসী আমি কোন কালেই ছিলাম না। চিৎকার করলেও কান দিয়ো না। তুমি তোমার কাজ শেষ করো।'

জিম ভেবে দেখল এ অবস্থায় বাকের চেঁচামেচিতে কেউই মনোবল ধরে রাখতে পারবে না, তার উপর অপারেশনেও ব্যাঘাত ঘটতে পারে। তার চেয়ে ওকে ঠাণ্ডা করে দেওয়াই ভাল।

'ভেবো না, বাক। তুমি আর একটুও চেঁচাবে না।' বলেই পিস্তলের বাঁট দিয়ে মাথায় আঘাত করল জিম। সময়মত মাথাটা সরিয়ে নিতে পারল না বাক। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাল।

'এসবের কি খুব প্রয়োজন ছিল?' নাটালি প্রশ্ন তুলল।

জিম বলল, 'বুলেটটা যে ভাবে আটকে আছে যে-কারও পক্ষে এ ব্যথা সহ্য করা কঠিন। এখন সরে পড়ো এখান থেকে। নইলে ভয়ে মূর্ছা যাবে, খুকী।'

উদ্গত অশ্রু চেপে সেখান থেকে দ্রুত সরে এল নাটালি। একটু আড়ালে গিয়ে ফোঁপাতে লাগল। তাকে সান্ত্বনা দিতে এগিয়ে গেল ক্যাথি। 'জিমকে ভুল বুঝো না। আসলে ও ভীষণ বাস্তববাদী। ও ঠিক জানে কী করছে।'

চোখ মুছল নাটালি। 'আই অ্যাম স্যরি, ক্যাথি। আমি আসলে এ রকম ব্যবহারে অভ্যস্ত নই তো। একজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে এভাবে কেউ কথা বলতে পারে তা আমার ধারণার বাইরে ছিল। হয়তো বা জিম সঠিক আচরণই করেছে। অথবা এমন পরিস্থিতিতে হয়তো সবাই এরকম আচরণই করবে।'

গুলিটা বাকের বাম হাতের হাড়ের মাঝখানে আটকে আছে। জিম ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে বুলেটটা বের করে আনল। গরম পানি দিয়ে ক্ষতটা ভাল করে ধুয়ে দিল। তারপর শুকনো কাপড় দিয়ে বেঁধে দিল জায়গাটা। আপাতত চিন্তার কিছু নেই। রাতটা ভালভাবে কাটাতে পারলে সুস্থ হয়ে উঠবে বাক।

রাতে শান্তিতে ঘুমাতে পারল না কেউ। বার বার ঘুম ভেঙে গেল জিমের। ভোরের আলো পুরোপুরি ফুটবার আগেই উঠে পড়ল। ডেকে তুলল বাকি সবাইকে। কিছুক্ষণ পর শুরু হবে আসল লড়াই।

ঘুম ভেঙে প্রথমে বাকের চোখে পড়ল জিমের মুখ। ঝুঁকে আছে তার উপর। ঠোঁট ছড়িয়ে একটু হেসে ধন্যবাদ জানাল জিমকে। তারপর উঠে বসল। বাম হাতটা এখনও নাড়ানো যাচ্ছে না। তবু ডান হাতে বন্দুকটা তুলে নিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল বাক। এখনও ছোপ ছোপ অন্ধকার ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সবখানে।

'ইণ্ডিয়ানরা কি এখুনি আক্রমণ করবে?'

'একটু পর সূর্য উঠবে। ওরা এসে পড়ল বলে!'

পাহাড়ের আড়ালে বিশাল এক অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়েছে ইণ্ডিয়ানরা। মরণ কামড় হানবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। আগুন থেকে মশাল জ্বালিয়ে হৈ-হৈ করে সবাই রওনা হলো পোস্ট হাউসের দিকে।

জানালায় পাহারায় ছিল জিম আর বাক। প্রথমে জিমের নজরে এল, ধুলো উড়িয়ে আসছে ওরা।

সামনের জনের হাতে জ্বলন্ত মশাল। তীব্র বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে এক মুহূর্তে কাছে চলে এল। বন্দুকের পাল্লার মধ্যে আসা মাত্র গুলি চালাল জিম। অব্যর্থ নিশানা। ঘোড়াসহ উল্টে পড়ল সে। দলটার গতি তাতে একটুও শ্লথ হলো না। একের পর এক গুলি

চালাতে লাগল জিম আর বাক। অন্যরাও এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়ে ঠেকাতে চেষ্টা করল ইণ্ডিয়ানদের।

ধুলোর মেঘে ঢেকে গেছে সামনের রাস্তা। মেয়েদের চিৎকার চেঁচামেচি, সেই সাথে ঘোড়ার খুরের শব্দে নরক গুলজার অবস্থা। এসবের মধ্যে আর কোন দিকে নজর দেবার অবকাশ নেই জিমের। একটানা গুলি ছুঁড়ে রুখে দিল ও ইণ্ডিয়ানদের আক্রমণ।

থেমে থেমে কয়েক ঘণ্টাব্যাপী যুদ্ধের পর ক্লান্ত বিধ্বস্ত অ্যাপাচিরা নতুন করে শক্তি অর্জনের জন্য সাময়িক বিরতি দিল।

'ওরা পালিয়ে যাচ্ছে, জিম।'

'আবার আসবে ওরা,' ক্যাথিকে হুঁশিয়ার করল জিম। 'অ্যাপাচিরা কখনও ওদের প্রতিজ্ঞা থেকে একচুল সরে আসে না। ওরা জানে, এখন হোক বা কিছুক্ষণ পর হোক, ধরা আমাদের পড়তেই হবে।'

জিমের কথায় ভয় পেয়ে গেল ক্যাথি। হতাশার সুরে বলল, 'ওরা কি আমাদের জীবন নিয়ে ফিরে যেতে দেবে না, জিম?'

এসময় হোলডেনের উত্তেজিত গলা শোনা গেল। 'জিম, তাড়াতাড়ি এসো! ড্রাইভারের গুলি লেগেছে!'

জিম দৌড়ে গিয়ে দেখল ড্রাইভারের দেহটা মাটিতে পড়ে আছে। শরীরে হাত দিয়ে বুঝল, মারা গেছে।

'এখন কী করবে, জিম?' বাক জিজ্ঞেস করল। 'একে একে সবাইকে এভাবে মরতে হবে। ওদের হাত থেকে কেউ নিস্তার পাবে না।'

'সম্ভাবনা একটা আছে,' জিম উত্তর দিল। 'সব দিকে নজর রাখলেও দক্ষিণ দিকে ওদের কোন পাহারা নেই। ওরা নিশ্চিত, ওই পথে পালাতে পারব না আমরা। কারণ বিশ মাইল দীর্ঘ মরুভূমি পাড়ি দেবার ইচ্ছা কোন পাগলেরও হবে না। ওই পথে এক ফোঁটা পানিও পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। কী বলো, বাক?'

'ওদিক দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা স্রেফ পাগলামি,' দু'দিকে

মাথা নাড়ল বাক। 'আমি এখানে থেকেই লড়াই করে মরব।'

'টেক ইট ইজি, ল-ম্যান। আমি কেবল একটা সম্ভাবনার কথা বলছিলাম। তা ছাড়া এভাবে হাত-পা গুটিয়ে মরার চেয়ে আমি সুযোগটা গ্রহণ করতে চাই। ওই পথে বাঁচার ক্ষীণ হলেও একটা সম্ভাবনা আছে, কিন্তু এখানে সেটাও নেই। ইন্ডিয়ানদের আমি খুব ভাল করে চিনি। কাজেই গোঁ ধোরো না। তুমি কী বলো, ক্যাথি?'

'তুমি যা ভাল মনে করো,' ক্যাথি চটপট উত্তর দিল। মনে মনে বলল, আমি ছায়ার মত তোমার সাথে থাকব, মরতে হলে দু'জনে এক সাথে মরব। মৃত্যুর পরও তোমার কাছাকাছি থাকব, প্রিয়তম। ধ্যাৎ, এসব কী ভাবছে! একটু লজ্জা পেল ক্যাথি। মৃত্যুর কথা ভাবছে কেন? জিম পাশে থাকতে তার আর ভাবনা কী! নিজেকে সংযত করল সে।

'ঠিক আছে। তা হলে তোমরা কাভার দাও, আমি এক দৌড়ে ক্যান্টিনটা ভরে নিয়ে আসি।'

জিম প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে বাইরে যাচ্ছে। এটা কিছুতেই হতে পারে না। সংবিৎ ফিরে পেয়ে ক্যাথি দৌড়ে গিয়ে জিমকে আটকাল। 'দাঁড়াও, জিম। এত বড় ঝুঁকি নিয়ো না তুমি।'

'কিন্তু পানি ছাড়া তো মরুভূমি পাড়ি দেয়া অসম্ভব।'

'ক্যান্টিনটা দাও। আমি পানি নিয়ে আসছি,' জিমের হাত থেকে ক্যান্টিনটা কেড়ে নিয়ে আর দাঁড়াল না ক্যাথি। জিম কিছু বুঝে উঠবার আগেই দৌড় দিল। জিম পিছু পিছু ছুটে গিয়েও ধরতে পারল না ওকে। ততক্ষণে রাস্তায় নেমে পড়েছে ক্যাথি। জিম বুঝল, বিরাট ভুল হয়ে গেছে। এর জন্য ওকে চড়া মাশুল দিতে হবে।

'বাক! এমারি! ল্যারেট! তোমরা জলদি গুলি ছুঁড়ে কাভার দাও। আমি ওকে নিয়ে আসছি। ফিরে না আসা পর্যন্ত গুলি থামাবে না!' চিৎকার করে নির্দেশ দিয়ে ঝড়ের বেগে রাস্তায় নামল জিম। এঁকে বেঁকে দৌড় দিল কুয়োতলার দিকে।

*

ইণ্ডিয়ানরা আড়াল থেকে সব লক্ষ করছিল। ক্যাথিকে দেখামাত্র এক ঝাঁক তীর ছুঁড়ে ওদের উপস্থিতি জানান দিল। ক্যাথি ছুটতে থাকায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো তীর। কয়েকটা গুলির শব্দও শোনা গেল। ওর গা ঘেঁষে তীরগুলো সাঁ করে কাঠের থামে গিয়ে বিঁধল। কোনদিকে খেয়াল করবার সময় নেই তখন ক্যাথির। দৌড় একটুও না থামিয়ে সে নির্বিঘ্নে কুয়োতলায় গিয়ে পৌঁছাল। ক্যান্টিনটা মাটিতে রেখে ঝটপট দড়ি খুলে বালতিটা নামিয়ে দিল কুয়োয়। দ্রুত বালতি টেনে তুলে ক্যান্টিন ভরবার জন্য উবু হলো সে। ততক্ষণে জিমও পৌঁছে গেছে ক্যাথির কাছাকাছি। দু'জনের মধ্যে ব্যবধান যখন হাত ছয়েক, ঠিক সেই মুহূর্তে তীরের ঝাঁক ছুটে এল ওদের দিকে। সঙ্গে বুলেট-বৃষ্টি। একটা তীর এসে সরাসরি বিদ্ধ হলো ক্যাথির পিঠে। উহ্! শব্দ করে মাটিতে ঢলে পড়তে শুরু করল ক্যাথি। তার আগেই ওকে ধরে ফেলল জিম। একটানে বের করে আনল তীরটা। গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এল ক্ষতস্থান থেকে।

'এ কী করলে, ক্যাথি! কেন? কেন এভাবে বাইরে ছুটে এলে?' পাগলের মত প্রলাপ বকতে লাগল জিম। একেবারে মুষড়ে পড়েছে।

'ওহ্, জিম! শক্ত করে ধরো আমাকে!' অস্ফুটে বলল ক্যাথি।

জিমের খেয়াল হলো, ওরা পুরোপুরি অরক্ষিত। তাই তাড়াতাড়ি ক্যাথিকে পাঁজাকোলা করে তুলে দৌড় দিল হাউসের দিকে। নিরাপদেই ফিরে আসতে পারল সে। আসবার পথে ক্যান্টিনটা তুলে নিয়ে এসেছে।

ইতিমধ্যে প্রলাপ বকতে শুরু করেছে ক্যাথি। 'তুমি খুব লক্ষ্মী, জিম। আমি তোমাকে অসম্ভব ভালবাসি...কিন্তু আমি তো তোমার যোগ্য নই, জিম। আমাকে জয় করে নিয়েছ তুমি। তোমাকে

ছেড়ে আমি কোথাও যাব না...আমাকে ক্ষমা করো, জিম...বলো...'

'একটু চুপ করো, ক্যাথি,' অনুনয় করল জিম। 'তোমাকে আমি মরতে দেব না। যে-করে হোক বাঁচিয়ে তুলব। একটু শান্ত হও, ক্যাথি। প্লিজ।'

শেষের দিকে ক্যাথির কথা জড়িয়ে এল। ইণ্ডিয়ানদের তীরের ডগায় মাখানো তীব্র বিষ একবার যার শরীরে ঢোকে তার বাঁচবার কোন আশাই থাকে না। জিম নিরুপায় হয়ে কঠিন মুখে ক্যাথির শিয়রে বসে রইল। সূর্য অস্ত গেলে পশ্চিমাকাশ যখন রক্তবর্ণ ধারণ করল, তখন মারা গেল ক্যাথি।

'ও কি মারা গেছে?'

'হ্যাঁ, বাক। আ গ্রেট উওম্যান, আমাদের জন্য ও নিজের জীবনটা দিয়ে গেল।' আচ্ছন্নের মত বলল জিম। ছল ছল করে উঠল চোখ জোড়া। বুকটা যেন খালি হয়ে গেছে।

'যাক, শেষপর্যন্ত পানি পাওয়া গেল।' ক্যান্টিনের দিকে এগোল এমারি।

ছোঁ মেরে ক্যান্টিনটা হাতে তুলে নিল জিম। 'খবরদার! কেউ ছোঁবে না এটা। এই পানির উপর তোমাদের কারও হক নেই!' সবাইকে হুঁশিয়ার করে দিল সে।

SUVOM

অ্যাপাচিদের চোখের সামনে ধীরে ধীরে সূর্য অস্ত গেল। তবু ওরা অনড়। পাথরের আড়ালে ওঁৎ পেতে নজর রাখছে পোস্ট হাউসের উপর। এদিকে আঁধার হয়ে আসছে চারদিক। রাত নামছে প্রকৃতিতে। দীর্ঘ রজনী পাড়ি দিয়ে আবার আসবে দিন। শুরু হবে নতুন করে লড়াই। বন্দুক হাতে ধ্যানী বকের মত ঠায় বসে আছে ইণ্ডিয়ানরা। শকুনের মত ধৈর্য ওদের। কেবল সামনের দিকটা কাভার করছে ওরা। পেছনের দিকটা পাহারা দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেনি। মরুভূমি পাড়ি দেওয়ার পাগলামি যে জিমরা করবে

না এ-ব্যাপারে ওরা পুরোপুরি নিশ্চিত। কিন্তু ইণ্ডিয়ানরা জানল না, তাদের এই বাড়াবাড়ি রকম আত্মবিশ্বাসের সুযোগে একদল দুঃসাহসী মানুষ সেই অসম্ভবকে সম্ভব করবার সংকল্প করেছে।

তোড়জোর শুরু করে দিল জিম। 'জলদি সবাই পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাও। একজন একজন করে ক্রল করে এগুবে। মরুভূমিতে গিয়ে না পড়া পর্যন্ত মাথা উঁচু করবে না কেউ। মনে থাকবে সবার? যাও এবার।'

'আর তুমি?' হোলডেনের প্রশ্ন।

'একটু পরে আসছি,' জিমের জবাব। 'আমি চাই না ক্যাথির দেহটা শকুনের খাবারে পরিণত হোক। ওর একটা ব্যবস্থা করে এক্ষুণি আসছি আমি। তোমরা বেরিয়ে পড়ো কুইক!'

অনেকক্ষণ একটানা পরিশ্রমের পর কবরটা খুঁড়ে ফেলল জিম। দেহটা কবরে শুইয়ে দিয়ে শেষ বারের মত আঙুল ছোঁয়াল ক্যাথির চিবুকে। তারপর মাটি চাপা দিল। একটা কাঠের ক্রস বানিয়ে পুঁতে দিল মাথার দিকটায়। সব কাজ শেষ করে জিম ক্যাথির শিয়রে দাঁড়াল। মনে মনে বলল, 'সুখে থাকো, ক্যাথি। যে-দেশে তুমি গিয়েছ, সেখানে তো অফুরন্ত সুখ। ভাল থেকো। তোমার আত্মত্যাগের কথা ভুলব না আমরা। বিদায়, বন্ধু!'

আকাশে এখন গোলাকার চাঁদ। কিছুক্ষণের মধ্যে বাকদের ধরে ফেলল জিম। দ্রুত চলবার জন্য তাড়া দিল ওদের। অন্ধকার থাকতে থাকতে অনেকদূর এগিয়ে যেতে হবে। বালিতে ওদের পায়ের ছাপ বেশিক্ষণ থাকবে না। ভোর হওয়ার অনেক আগেই মুছে যাবে সব চিহ্ন। তখন ইণ্ডিয়ানরা ওদের পিছু নিতে পারবে না। তা ছাড়া রাতের ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় যতটা পথ এগিয়ে যাওয়া যায় ততই ভাল। দিনের বেলা মরুভূমিতে পথ চলা অসম্ভব। সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপে তেতে ওঠে বালি।

সারা রাত ওরা পথ হাঁটল। সূর্য উঠবার সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়ল বাক। আর এক পা-ও এগিয়ে যাওয়ার শক্তি অবশিষ্ট নেই।

'একটু পানি,' হাহাকার করে উঠল বাক। 'মাত্র এক ফোঁটা। প্লিজ!'

'স্যরি, বাক,' জিম দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। 'একটুও পানি পাবে না এখান থেকে।'

'খেপেছ, জিম?' বাকের হয়ে অনুরোধ করল নাটালি। 'বেচারা এমনিতেই আহত। তার উপর এতটা পথ হেঁটে কাহিল হয়ে পড়েছে। গায়ে প্রচণ্ড জ্বর। এক্ষুণি পানি না দিলে ওকে বাঁচানো যাবে না।'

'একটা কথা বলব,' পরামর্শ দিল জিম, 'এর চেয়ে বরং ওকে ফেলে রেখে চলো। আই-অ্যাম স্যরি, পানি দিতে পারব না।'

'তুমি আস্ত একটা পশু!' মুখ খিঁচিয়ে উঠল নাটালি। 'মনে করেছ বাককে মেরে ফাঁসির দড়ি থেকে বেঁচে যাবে? সেটা হচ্ছে না।'

আর দাঁড়াল না জিম। হাঁটতে শুরু করল। একবারও পেছন ফিরে তাকাল না।

'ওকে রাগিয়ো না, ম্যা'ম,' এমারি বাধা দিল। 'খেপে গেলে সবাইকে মেরে ফেলবে ও। তারপর একা একা সবটা পানি নিজের কাজে লাগাবে। ও মানুষ না।'

'ঈশ্বর। এই গরম অসহ্য। ফোস্কা পড়ে যাবে গায়ে।' বাকের পাশে বসে পড়ল ল্যারেট।

পাঁচজন সদস্যের মধ্য থেকে একজনকে কোলে তুলে নিল মরুভূমি। বাকের মৃত দেহটা বিস্তীর্ণ প্রান্তরের বুকে কবর দিয়ে সামনে এগিয়ে গেল বাকি চারজন। ধু-ধু প্রান্তর। এক ফোঁটা সবুজের চিহ্ন নেই কোথাও। বেশিদূর দৃষ্টি চলে না। চিকচিকে বালিতে ঝলসে যেতে চায় চোখ। এর মধ্যে অবিরাম পথ চলছে

ওরা। চলবার গতি অবশ্য অনেক ধীর।

'তাড়াতাড়ি পা চালাও:' তাড়া দিল জিম। 'এভাবে চলতে থাকলে তো সারা জীবনেও এই পথ ফুরোবে না।'

'পানি...পানি...আহ্, একটু পানি! দয়া করো...' আর্ত কণ্ঠে বলল নাটালি। রীতিমত টলছে সে। পড়ে যাবার মুহূর্তে চট করে তাকে ধরে ফেলল এমারি। আস্তে করে বালিতে শুইয়ে রেখে পা চালিয়ে জিমের কাছাকাছি হলো। 'তুই কি আমাদের সঙ্গে মজা করছিস?' প্রচণ্ড রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল এমারি।

'খুব সম্ভব,' জবাব দিল জিম।

'আমরা তৃষ্ণায় তিলেতিলে মারা যাব আর তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখবি? সেটা হবে না। দু'হাত উপরে তুলে দাঁড়া,' ধৈর্য হারিয়ে ঝট করে পিস্তল বের করল এমারি। 'ভালয় ভালয় ক্যান্টিনটা আমার হাতে দে, নইলে গুলি করব!'

একটুও বিচলিত হলো না জিম। হাত না তুলে ঝটিতি ঘুরেই ড্র করল। অব্যর্থ নিশানা। এমারির হাত থেকে খসে পড়ল পিস্তল। 'কান খুলে শোনো সবাই। দ্বিতীয়বার কেউ এরকম করার চেষ্টা করলে কুকুরের মত গুলি করে মারব। কথাটা মনে রেখো।'

অতি কষ্টে উঠে বসে ফুঁসে উঠল এমারি, 'তুই...তুই একটা আস্ত জানোয়ার! তোর মতলব আমি বুঝি না মনে করেছিস? কাউকে পানি না দিয়ে তুই একা সব পানি গিলবি?'

'আর মাত্র পাঁচ মাইল। তারপর সবাই একবার করে পানি পাবে। তাড়াতাড়ি পা চালাও। নইলে এক বিন্দু পানিও পাবে না কেউ।'

'আরও পাঁ-চ মাইল!' রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছল ল্যারেট। দরদর করে ঘামছে সে। সমস্ত জামা-কাপড় ঘামে ভিজে জবজবে। দেহের সব শক্তি নিঃশেষ প্রায়।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার দাঁড়াল সবাই। ক্লান্তির চরমে পৌঁছা সত্ত্বেও পানির আশায় তারা নতুন করে উজ্জীবিত হয়ে

উঠল। মিস্ হোলডেনের শরীরে একটুও শক্তি অবশিষ্ট নেই। টলমল পায়ে কিছুদূর গিয়েই মুখ থুবড়ে পড়ল।

'সবকিছুর একটা মাত্রা আছে,' ল্যারেটও অধৈর্য হয়ে উঠেছে। 'বাকের মত ওকেও এভাবে মেরে ফেলতে পারো না তুমি।'

'ভুল বললে, মি. ল্যারেট,' স্মরণ করিয়ে দিল জিম। 'আমি বাককে মারিনি। সে অসুস্থ ছিল। এমনিতেই মারা যেত। তার মৃত্যুতে আমার কোন হাত নেই।'

'জিম, ভাই আমার। এর ভিতর এক লক্ষ ডলার আছে। এর বিনিময়ে আমাকে ক্যান্টিনটা দিয়ে দাও!' ব্রিফকেসটা জিমের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে শেষ চেষ্টা করল ল্যারেট।

'টাকাটা তোমার কাছেই রাখো, মিস্টার।' লোভের ফাঁদে পা দিল না জিম। 'আমি বিক্রি হতে চাই না,' বলে লম্বা পা ফেলে হোলডেনের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তার অচেতন দেহটা পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে দুই জোড়া অগ্নিদৃষ্টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এগিয়ে গেল জিম। ইতোমধ্যে সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়েছে। সূর্যের তাপ তাতে একটুও কমেনি। কিছুদূর হেঁটে একটা বিরাট পাথরের ছায়ায় সুবিধাজনক জায়গা দেখে হোলডেনের দেহটা শুইয়ে দিল জিম। জায়গাটা বেশ আরামদায়ক। সামান্য শুশ্রূষায় জ্ঞান ফিরে এল নাটালির।

'ব্যাটা নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গেছে,' মন্তব্য করল ল্যারেট। 'আমার মাথায় ঢুকছে না ও পানিটুকু কার জন্য তুলে রেখেছে! নিজেও পান করছে না, আবার কাউকে দিচ্ছেও না। ওর মতলবটা কী?'

টাকার চিন্তাটা তখন থেকেই এমারির মাথায় ঘুরছে। হাতের কাছে এতগুলো টাকা! সুযোগটা কিছুতেই হাতছাড়া করা যাবে না। ল্যারেটের সঙ্গে ভাব জমাতে চেষ্টা করল এমারি। 'তোমার ব্রিফকেসে কি সত্যি এক লক্ষ ডলার আছে, মি. ল্যারেট?'

'অবশ্যই আছে। খামোকা মিথ্যা বলতে যাব কেন? নাভাডায়

ব্যবসার কিছু অংশ বিক্রি করে এ-টাকাটা পেয়েছি আমি।...ওহ্, ঈশ্বর! দুঃসহ এই গরম!'

'ইন্টারেস্টিং, মাই ফ্রেণ্ড। ভেরী ইন্টারেস্টিং,' এক মনে মাথা নেড়ে কথাগুলো বলল এমারি। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, কী ভাবে কী করতে হবে।

চোখ মেলে তাকাল নাটালি। প্রথমে বুঝতে পারল না কোথায় আছে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। 'আমার কী হয়েছে? ওরা সব কোথায়? এমারি আর মি. ল্যারেট?'

'সবাই ভাল আছে,' ওকে আশ্বস্ত করল জিম। 'ওরা একটু পিছিয়ে পড়েছে, এক্ষুণি এসে পড়বে। তুমি কি এখন একটু সুস্থ বোধ করছ?' নাটালিকে ধরে পাথরে ঠেস দিয়ে বসিয়ে দিল। তার কাছে সব রহস্য ফাঁস করে দিল জিম। ক্যান্টিনটা হাতে নিয়ে নাটালির চোখের সামনে ঝাঁকিয়ে বলল, 'দেখো, ম্যা'ম। একদম খালি। একটুও পানি নেই এর মধ্যে। যে কারণে একটু পানিও দিতে পারিনি কারও মুখে। এবার বুঝতে পারছ, কেন আমি এমন রূঢ় আচরণ করেছি সবার সঙ্গে?'

'তার মানে তুমি আগে থেকে সব জানতে?' অবাক হলো নাটালি।

'হ্যাঁ, ম্যা'ম। আমি যখন ক্যাথিকে আনতে কুয়োর কাছে যাই সে-সময় একটা বুলেট ফুটো করে দেয় ক্যান্টিনের তলা।' ফুটোটা দেখাল সে। 'তখন ব্যাপারটা কাউকে জানতে দেইনি। পানির আশা তোমাদের শক্তি যুগিয়েছে বলেই এতদূর আসতে পেরেছ। নইলে অনেক আগেই পথে মরে থাকতে সবাই। এখন এটার প্রয়োজন ফুরিয়েছে।' জিম খালি ক্যান্টিনটা এক পাশে ছুঁড়ে ফেলে দিল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আর মাইল খানেক গেলে একটা শহর পড়বে। আপাতত বিপদ কেটে গেছে।'

'তোমাকে আমার শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছে করছে, জিম,' বলল

নাটালি।

'আমার পক্ষে বিশ্বাস করা কষ্টকর। কারণ একটু আগে তুমি বলেছ আমি ফাঁসির দড়ির যোগ্য,' স্মরণ করিয়ে দিল জিম।

'এখন আমার ভুল ভেঙেছে। তুমি আসলে খুব ভাল মানুষ, জিম।' খুব ধীরে ক্ষীণ স্বরে কথাগুলো উচ্চারণ করল নাটালি। অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছে সে। আবার বলতে শুরু করল, 'আমি তোমার অতীত জানি না। কেবল এই ক'দিনে যা দেখেছি আমার ধারণা সেটুকুই। প্রথমে তুমি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে খুনি ডাকাতদের হাত থেকে আমাদের সবাইকে রক্ষা করলে। তারপর বাককে বাঁচালে গুলির মুখ থেকে, যে তোমাকে ফিনিক্স নিয়ে যাচ্ছিল ফাঁসিতে ঝোলাবে বলে। সেদিন যদি তুমি সঙ্গে না থাকতে তা হলে কবে ইণ্ডিয়ানদের হাতে মরে পড়ে থাকতাম, শকুনের খাবারের অপেক্ষায়। আর এখনও যে বেঁচে আছি সেটাও একমাত্র তোমার জন্যে। এই দীর্ঘ কষ্টকর মরুপথ পাড়ি দেবার শক্তিও আমরা পেয়েছি তোমার কাছ থেকে। তুমি একা পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছ আমাদের।' এতগুলো কথা এক সাথে বলে থামল নাটালি। অল্প অল্প হাঁপাচ্ছে সে। একটু সামলে নিয়ে সোজাসুজি জিমের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার এবং আমাদের সবার জীবন বাঁচিয়েছ তুমি। আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। তোমার হাতটা কি আমি একটু ধরতে পারি, জিম?'

জিম বুঝল, মেয়েটা অনুতপ্ত। নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে। ডান হাতটা সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'বিশ্বাস করো, এই হাত একজন খুনির হাত না। একমাত্র ক্যাথি জানত, ওই দু'জনকে আমি ইচ্ছে করে মারিনি। ওরা ক্যাথিকে অপমান করেছিল। বাধা দিতেই তেড়ে আসে আমার দিকে। আত্মরক্ষার জন্য বাধ্য হয়ে গুলি ছুঁড়ি আমি।'

'আমি বিশ্বাস করছি, জিম,' আকুতি ঝরে পড়ল নাটালির কণ্ঠে। 'তোমার সব কথা আমি বিশ্বাস করি।'

*

হঠাৎ একটা গুলির আওয়াজ শোনা গেল। চমকে উঠল নাটালি। তারপর সব চুপচাপ। মিনিট কয়েক পর দেখা গেল এমারি হেঁটে আসছে। একা। মি. ল্যারেট সঙ্গে নেই। কিন্তু তাঁর ব্রিফকেসটা এমারির হাতে ধরা।

কথা বলবার মত দূরত্বে এসে এমারি চেহারায় একটা বিমর্ষ ভাব ফুটিয়ে তুলে বলল, 'মি. ল্যারেট আত্মহত্যা করেছে। পকেট থেকে যখন রিভলভারটা বের করল, কিছুই বুঝতে পারিনি। যখন বুঝলাম তখন আর বাধা দেবার সময় ছিল না। মুহূর্তের মধ্যে রিভলভার মাথায় ঠেকিয়ে ট্রিগার টেনে দিল।'

'আর তুমি অনন্যোপায় হয়ে ব্রিফকেসটা তুলে নিয়ে এলে। যার মধ্যে আছে এক লক্ষ ডলার। বাহ্, চমৎকার যুক্তি!' বিদ্রূপ করল জিম।

'তারমানে,' ব্যাপারটা এখনও নাটালির মাথায় ঢুকছে না। 'দাঁড়াও! এক মিনিট। ল্যারেটের ব্যাগ ওর হাতে আর এদিকে ও বলছে ল্যারেট আত্মহত্যা করেছে?' দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে নিতে অসুবিধা হলো না নাটালির।

এমারি বুঝল, ধরা পড়ে গেছে সে। ফাঁস হয়ে গেছে তার সব ছলচাতুরি। আচমকা জিমের দিকে তেড়ে এল এমারি। জিম কোনরকমে আঘাতটা ঠেকিয়ে প্রচণ্ড এক ঘুসি মারল এমারির মুখে। ডিগবাজি খেয়ে পড়ল লোকটা। ব্রিফকেসটা হাত থেকে ছিটকে দূরে গিয়ে পড়েছে। জিম এগিয়ে গিয়ে দু'হাতে শক্ত করে এমারির কলার ধরে ঝাঁকি দিয়ে বলল, 'এই মুহূর্তে আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যা! নইলে ল্যারেটের মত তোকেও আত্মহত্যা করাব! ব্যাটা খুনি!'

চমকে গেল এমারি, 'একা একা কোথায় যাব আমি? পথ ঘাট তো কিছুই চিনি না।'

'নাক বরাবর মাইল দুয়েক গেলে একটা শহর পাবে,' বলল

জিম।

'আপাতত জিতে গেলে তুমি। চিন্তা কোরো না, আবার দেখা হবে আমাদের!' হিসহিসিয়ে কথাগুলো উচ্চারণ করল এমারি। জিমকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করতে করতে হাঁটতে লাগল।

'এখন কী হবে, জিম?' হোলডেনের চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ। 'ও তো শহরে গিয়ে শেরিফকে সব বলে দেবে।'

'জানি, নাটালি। ও আমার সম্পর্কে শেরিফকে অনেক সত্য-মিথ্যা বানিয়ে বলবে।'

'একটা কথা বলব, তুমি কি আমার সাহায্য গ্রহণ করতে রাজি আছ? তা হলে আমি একাই সব কিছু সামাল দেব। এ পর্যন্ত যা-যা ঘটছে সব খুলে বলব শেরিফকে।'

'ঠিক আছে,' মেনে নিল জিম। 'তোমার বুদ্ধির উপর পুরোপুরি আস্থা আছে আমার।'

নতুন আশায় উদ্দীপ্ত হলো ওরা দু'জন। জিমের কাছে নাটালিকে এখন অনেক বেশি আকর্ষণীয়া লাগছে। ভরসা করতে ইচ্ছে করছে ওর উপর। আসলে এ ছাড়া আর কোন উপায়ও তো নেই জিমের সামনে।

সামনের চেয়ারে ক্লান্ত ভঙ্গিতে বসে আছে এমারি। হাতের কাজ শেষ করে মুখ তুলে তাকাল বৃদ্ধ শেরিফ। 'গোড়া থেকে সব খুলে বলো, মিস্টার।'

শুরু করল এমারি। 'ভয়ংকর খুনি এই জিম ডেরি। দুই দুটো খুনের অপরাধে ফিনিক্স নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ওকে। পথে স্টেজের ড্রাইভার আর মেটকে খুন করে ডেরি। তারপর যে ওকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সেই ল'ম্যানকেও খুন করে। শেষে আমার ডলার ভর্তি ব্রিফকেসটা কেড়ে নিয়ে তাড়িয়ে দেয় আমাকে।'

'পেশাদার খুনি বলে মনে হচ্ছে,' মন্তব্য করল শেরিফ। 'কিন্তু তুমি জীবিত ফিরে এলে কীভাবে?' চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল বৃদ্ধ।

'সেটাই তো আশ্চর্য ব্যাপার, মাই ফ্রেণ্ড, সেটাই তো আশ্চর্য!' হে-হে করে হাসল এমারি। শেরিফকে দেয়ালে ঝুলানো বন্দুকের দিকে এগুতে দেখে যোগ করল। 'আমাদের এগোতে হবে খুব সাবধানে। জিম কিন্তু একা নয়। ওর সাথে একটা মেয়েও আছে।'

'মেয়ে?' ভ্রূ কুঁচকে গেল শেরিফের লোকটার কথাবার্তা কেমন সন্দেহজনক মনে হচ্ছে।

শেরিফকে ভ্রূ-কুঁচকাতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে যোগ করল, 'মেয়েটি ওর দলেরই লোক। দু'জনে মিলে ছিনতাই করেছে আমার ব্রিফকেস।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে ছয় সদস্যের একটা পাসি তীব্র বেগে শহর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। এমারি তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

কিছুদূর গিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে শেরিফের পাশে চলে এল এমারি। গলা উঁচু করে বলল, 'জিম ডেরি খুব মারাত্মক লোক, শেরিফ। আমি ওকে চিনি। সহজে ধরা দেবে না ও। প্রয়োজনে গুলি চালাতেও দ্বিধা করবে না।'

অনেক দূরে থাকতেই শেরিফের দলটাকে দেখতে পেল জিম। বুঝল সামনেই বিপদ। নাটালির চোখেও পড়ল, একদল অশ্বারোহী দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে এদিকে। আতংকে জিমের একটা হাত চেপে ধরল সে। ভয় পাওয়া গলায় বলল, 'ওই যে ওরা আসছে!'

'তাই তো দেখছি। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করেনি শয়তানটা।' নাটালিকে নিয়ে দৌড়ে, একটা পাথরের আড়ালে লুকাল জিম। ওদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

ওদের কাছাকাছি এসে দলবল সহ শেরিফ ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল। ঘোড়া থেকে নেমে দু'পা এগিয়ে এল সে। দু'হাত মুখের সামনে নিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'আপসে আত্মসমর্পণ করো, জিম।

তুমি ভাল করে জানো তোমার কী অপরাধ। কাজেই কথা না বাড়িয়ে হাত তুলে বেরিয়ে এসো। নইলে গুলি চালাতে বাধ্য হব।'

'এখন কী করবে, জিম?' ঘাবড়ে গেছে মেয়েটা।

'আই অ্যাম স্যরি, নাটালি। এমারি ওর মত করে ঘটনাটা বুঝিয়েছে শেরিফকে। ফলাফল নিজ চোখেই দেখতে পাচ্ছ। ভীষণ বিপদে পড়ে গেছি আমরা। ওদের হাতে ধরা পড়লে নির্ঘাত ঝুলিয়ে দেবে আমাকে। কোন ওজর আপত্তি শুনবে না।'

শেরিফের আহ্বানের জবাব হিসাবে একটা বুলেট পাঠিয়ে দিল জিম। 'এই নাও তোমার জবাব।' এ পাশ থেকে চিৎকার করল সে। গুলিটা ঠিক কোথায় গিয়ে লাগল ঠাহর করতে পারল না। সঙ্গে সঙ্গে শেরিফের দলটা একটা পাথরের আড়ালে গিয়ে লুকাল। পাল্টা গুলি ছুঁড়ল ওরা। একটা গুলি জিমের মাথার একটু উপরে পাথরে গিয়ে লাগল। ঝট করে মাথা নোয়াল জিম। উঠে আবার গুলি করল। শুরু হয়ে গেল তুমুল যুদ্ধ।

'খামোকা তোমাকে এসবের মধ্যে টেনে আনলাম,' গুলি চালাতে চালাতে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল জিম। 'আমি আন্তরিক ভাবে দুঃখিত, নাটালি।'

'ওরা আস্তে আস্তে চারদিক থেকে আমাদের ঘিরে ফেলবে,' বলল নাটালি। 'তারপর তোমাকে মেরে ফেলবে, জিম।'

কিছু একটা করতে হবে, মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল ও।

গোলাগুলি একটু থামতেই হঠাৎ করে পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে সোজা বিপক্ষ দলের দিকে দৌড় দিল নাটালি। পেছন থেকে চেঁচিয়ে ডাকল জিম, 'এ কী করছ, নাটালি! ফিরে এসো! ওরা তোমাকে গুলি করবে।'

কথাগুলো ওর কানে গেল কিনা বুঝতে পারল না। নাটালি ছুটতে ছুটতে শেরিফের উদ্দেশে চেঁচাল, 'তোমরা গুলি বন্ধ করো।

জিম আত্মসমর্পণ করবে।'

এমারি দেখল, এ তো মহা বিপদ! মেয়েটা যদি একবার শেরিফের কাছে পৌঁছতে পারে তা হলে ওর সব জারিজুরি ফাঁস হয়ে যাবে। অগত্যা নিজের জীবন বাঁচাতে নাটালির দিকে বন্দুক তাক করল সে।

'কী করছ!' আঁতকে উঠল শেরিফ। 'দেখছ না মেয়েটা আত্মসমর্পণ করছে?' তবু এমারি শুনছে না দেখে বন্দুক তুলল সে। 'থামো, মিস্টার! মনে হয় আমি এখন একটু একটু করে বুঝতে শুরু করেছি সব।'

এমারির আঙুল ধীরে ধীরে ট্রিগারে চেপে বসেছে। মাথার পেছনে ভারি কিছুর আঘাতে নিশানা ঠিক রাখতে পারল না সে। আলগা হয়ে গেল আঙুল। হাত থেকে খসে পড়ল বন্দুক। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাল।

আগাগোড়া সমস্ত ঘটনা খুলে বলল নাটালি। ওর সব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনল শেরিফ। নাটালি শেষে বলল, 'এই হচ্ছে ঘটনা। আর আমি, নাটালি হোলডেন, থাকি পুবে, যাচ্ছিলাম ফিনিক্স। বাবার র‍্যাঞ্চের দায়িত্ব বুঝে নিতে। ইচ্ছে করলে সেখানে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারো।'

'আমি তোমাকে অবিশ্বাস করছি না, ম্যা'ম। তোমার বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগও নেই। কিন্তু জিমকে তো এভাবে ছেড়ে দেয়া যায় না।'

'কেন? যে লোক একাধিকবার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এতগুলো লোককে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করল এর কোন মূল্য নেই?' উত্তেজনায় গলা চড়ে গেল নাটালির। 'অনায়াসে এতগুলো টাকা তোমার হাতে তুলে দিল। কোন মূল্য নেই এই সততার?'

বুড়ো শেরিফ চিন্তামগ্ন হলো। মেয়েটার কথাগুলো তাকে ভাবিয়ে

তুলছে। সত্যি তো, ছেলেটা বার বার মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে সবাইকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছে। ইচ্ছে করলে সবাইকে মেরে মরুভূমিতে ফেলে যেতে পারত। ধরা পড়বার কোন সম্ভাবনা থাকত না। সাক্ষীও থাকত না কেউ। কিন্তু দু'জন মানুষকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন! যদি মেয়েটার কথা মত প্রেমিকার সম্মান বাঁচাতে ও খুন দুটো করে থাকে তা হলে অবশ্য...

সামনে দাঁড়িয়ে আছে জিম। নির্বিকার, চেহারা ভাবলেশহীন। অসহ্য ধীর কতগুলো মুহূর্ত পেরিয়ে গেল। অবশেষে মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল শেরিফ। 'ঠিক আছে, জিম। তুমি যেখানে খুশি চলে যেতে পারো। আমার কোন আপত্তি নেই।'

'চুলের যত্ন নিয়ো, বুড়ো খোকা,' পাকা-চুলো শেরিফের উদ্দেশে মিষ্টি হাসল নাটালি।

শেরিফের অফিস ছেড়ে বেরিয়ে এল দু'জন। মুক্ত বাতাসে বুক ভরে শ্বাস নিল। নাটালির চোখে ভবিষ্যতের স্বপ্ন। মনের মানুষকে নিয়ে সুখ-কল্পনা বেশিদূর এগুতে দিল না জিম। নীরবতা ভাঙল, 'আমার হাত একদম খালি। আমাকে কিছু টাকা ধার দেয়া যাবে, নাটালি? একটা ঘোড়া কিনে আমি আমার রাস্তায় চলে যেতাম।'

'কিন্তু, জিম! আমি আসলে অন্যরকম ভেবেছিলাম। আমি ভেবেছিলাম...' অনুনয় ঝরে পড়ে নাটালির কণ্ঠে।

এক ঘণ্টা পর। পেটপুরে খেয়ে নিয়ে নতুন কেনা ঘোড়ায় চড়ে বসল জিম। পাশে দাঁড়িয়ে আছে নাটালি। লাগাম টেনে নাটালির দিকে ফিরল জিম। 'যেদিন আমার সব ঝামেলা মিটিয়ে ফেলতে পারব সেদিন হয়তো আমি আবার ফিরে আসব। কাজ নেব তোমার র‍্যাঞ্চে। তখন আমাকে রাখবে তো?'

'তোমার জন্য আমার দুয়ার সব সময় খোলা, জিম,' আবেগে গলা বুজে এল নাটালির। একমাত্র জিমের সাহসিকতা ও বীরত্বের জন্য সে এখনও শ্বাস নিতে পারছে। র‍্যাঞ্চ ফিরে পাচ্ছে। ওর এই

অবদানের কথা কোনদিন ভুলবে না নাটালি।

হাত তুলে ওকে বিদায় জানাল নাটালি। উত্তরে এক ঝলক হাসি উপহার দিয়ে ঘোড়া ছোটাল জিম। পেছন থেকে তাকে অনুসরণ করছে একজোড়া আয়ত চোখ। যতক্ষণ না জিমের অবয়ব দিগন্তে মিলিয়ে গেল, হাত তুলে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল যুবতী।

মনে মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল, যেন ওর মঙ্গল হয়। এই রুক্ষ পশ্চিমে একজন সত্যিকারের মানুষের দেখা পেয়েছিল ও, কোন অবস্থাতেই ফাঁসির দড়ি যার প্রাপ্য নয়।

তৌহিদ খান